ক্রোধ হিংসা

অনিষ্ট ও প্রতিকার

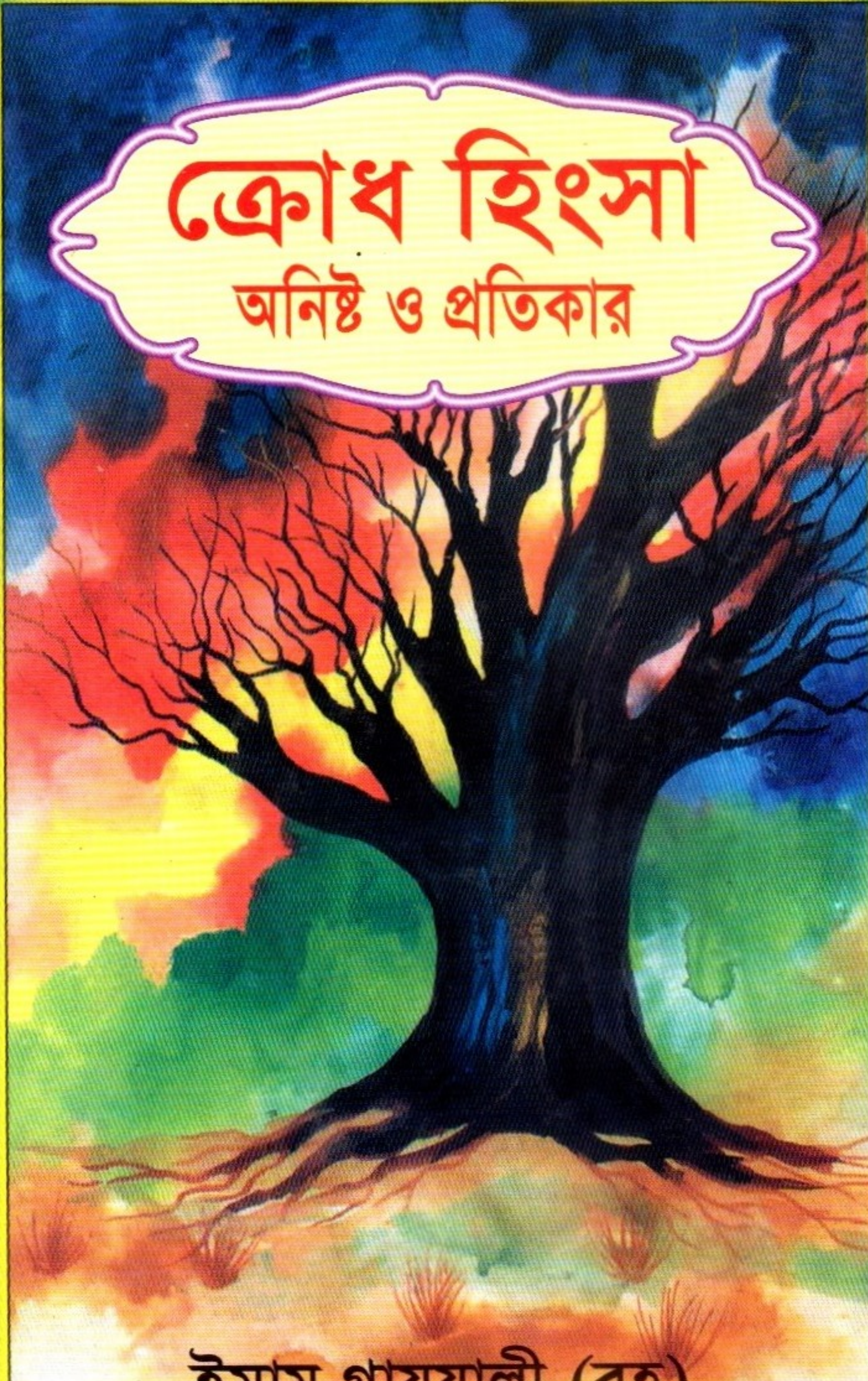

ইমাম গায্‌যালী (রহ)

أَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ أَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চিত্ত, যে ক্রোধের সময় নিজের নফসের উপর প্রবল হয় এবং তোমাদের মধ্যে অধিক সংযমী ও সহনশীল সেই ব্যক্তি, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে।

ক্রোধ হিংসা

অনিষ্ট ও প্রতিকার

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

শিক্ষক মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

www.pathagar.com

প্রকাশকঃ
মোহাম্মদ এমরান উল্লাহ্
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১
ফোন ঃ ৭৩১৫৮৫০

(সর্বস্বত্ব প্রকাশকের)

প্রথম প্রকাশঃ
রজব, ১৪২১ হিজরী
অক্টবর, ২০০০ ইংরেজী

হাদিয়া ঃ ৫৫.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১
ফোন ঃ ৮৬২২৩১৩

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল কলম কম্পিউটার
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা-১৩১০
ফোন ঃ ৮৬২১০১৭

পরিবেশনায়

লতীফ বুক করপোরেশন
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

মোহাম্মদী কুতুবখানা
৩৯/১ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা

মোহাম্মদী বুক হাউস
৫০ বাংলাবাজার (চকমার্কেট), ঢাকা - ১১০০

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরজ

ক্রোধ ও হিংসা মানবাত্মার এমন এক কঠিন ব্যাধি, যাহা তিলে তিলে মানুষের আমল-আখলাক ও দ্বীনদারীকে ধ্বংস করিয়া মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

সর্বকালের বরেণ্য মুসলিম দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ) অত্র পুস্তকে এই সর্বনাশা ক্রোধ ও হিংসার সংজ্ঞা, উহার স্তর ও শ্রেণীভেদ, মানব স্বভাবে উহার প্রবেশ-প্রক্রিয়া, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে উহার ভয়াবহ অনিষ্ট এবং সবশেষে উহার প্রতিকারের উপর অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন।

আম-খাস নির্বিশেষে সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষই কোন না কোনভাবে এই ক্রোধ ও হিংসার ব্যাধিতে আক্রান্ত। সুতরাং অত্র কিতাব পাঠে সংশ্লিষ্ট সকল মহলই কিছুনা কিছু উপকৃত হইবেন- তাহা নিশ্চিতভাবেই আশা করা যায়। আমরা মূল কিতাবের উর্দু অনুবাদ হইতে ইহার বাংলা তরজমা করিয়াছি। তরজমার ক্ষেত্রে কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে উহার জন্য সর্বতোভাবেই আমার অযোগ্যতা ও অসতর্কতা দায়ী। সুতরাং এই বিষয়ে মহানুভব পাঠকবর্গের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও এস্‌লাহী পরামর্শ পাইলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিব।

আল্লাহ পাক আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন এবং কিতাবটিকে আমার জন্য, আমার পিতামাতার জন্য এবং কিতাবটির সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের জন্য নাজাতের উসিলা করিয়া দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত-

মোহাম্মদ খালেদ

শিক্ষক, মাদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা

কামরাঙ্গীর চর, আশরাফাবাদ

ঢাকা-১৩১০

তারিখ
১লা মে ২০০০ ইং
কুমিল্লাপাড়া, কামরাঙ্গীর চর
আশরাফাবাদ, ঢাকা- ১৩১০

www.pathagar.com

মোহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থাবলী

- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
- আউলিয়া কেরামের হাজার ঘটনা (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ফাযায়েলে সাদাকাত (১ম ও ২য় খণ্ড)
- শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালন
- সহীহ মুসলিম শরীফ
- প্রিয় নবীর প্রিয় বাণী
- আহ্কামে মাইয়্যেত
- বারোচান্দের ফজিলত
- খাবের তাবিরনামা
- আজায়েব সোলায়মানী
- আশরাফুল জওয়াব
- শ্রেষ্ঠমানবের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী ৪০ জন
- গোলামানে ইসলাম (গোলাম হয়েও যারা মহান)
- কাসাসুল আম্বিয়া (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
- মাকামে সাহাবা ও কারামাতে সাহাবা
- ইরশাদে রাসূল (সাঃ)
- তাম্বীহুল গাফেলীন
- গুনিয়াতুত তালেবীন (১ম ও ২য় খণ্ড)
- আল-মানার (অভিধান আরবী-বাংলা, বাংলা-আরবী)
- নাফেউল খালায়েক
- আয়নায়ে আমলিয়াত
- তাবলীগ জামাতের সমালোচনা ও জবাব
- যুক্তির আলোকে শরীয়তের আহ্কাম
- শামায়েলে তিরমিযী
- ফাজায়েলে আমাল
- কুরআন আপনাকে কি বলে?
- সবর ও শোকর- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- আজাবের ভয় ও রহমতের আশা- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- অহংকারের পরিণাম ও প্রতিকার- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- ধন-সম্পদের লোভ ও কৃপণতা- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- হালাল হারাম- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- দুনিয়ার নিন্দা- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- মৃত্যু- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- আখেরাত- ইমাম গাযযালী (রহঃ)
- কেয়ামতের আর দেরী নাই
- কবর জগতের কথা
- রিয়াদুছ ছালেহীন (১ম খণ্ড)
- দরবারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)
- নবীজী এমন ছিলেন (সাঃ)
- মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)-এর মুনাজাত
- দ্বীনি দাওয়াত (মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)
- শানে রেসালাত
- মুনাব্বিহাত (নসিহতের কিতাব)
- আমালে কোরআনী
- তাজ সোলেমানী
- উম্মতের মতবিরোধ ও সরল পথ
- বিশ্বনবীর (সাঃ) তিনশত মোজেযা
- ইকরামুল মুসলিমীন
- মাজহাব কি ও কেন?
- আফজালুল মাওয়ায়েজ বা উত্তম ওয়াজসমূহ
- বিপদ থেকে মুক্তি
- মোকাম্মাল আমালিয়াত ও তাবিজাত
- ওসওয়ায়ে রাসূল আকরাম (সাঃ)
- ফতুহুল গয়ব
- মুনাজাতে মকবুল
- খুৎবাতুল আহকাম
- বারো চান্দের বার্ট খুৎবাৎ (ইবনে নাবাতা)
- হেরজে সোলেমানী
- উম্মতের ঐক্য
- হিসনে হাসীন
- অহংকার ও বিনয়
- তাওবা
- নকশে সোলায়মানী
- আমালে নাজাত
- তিলিসমাত সোলেমানী
- বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)
- সরল পথ বা সীরাতুল মুস্তাকিম
- তকদীর কি?
- আল ইসলাম
- শওকে ওয়াতন বা মৃত্যু মোমেনের শান্তি
- নারী জাতির সংশোধন
- মালফুজাত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)
- মোহরে সোলায়মানী
- নূরানী জীবন
- হিলাবাহানা
- ইসলামী সাদী
- শানে নুযুল (১-১৫ পারা)
- মনজিল
- সীরাতুল মুস্তফা (সাঃ) (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ
ক্রোধ ও হিংসা	৭
ক্রোধের অপকারিতা	৮
ক্রোধের হাকীকত	১৪
প্রথমতঃ স্বল্পতার স্তর	১৫
দ্বিতীয়তঃ বাহুল্যের স্তর	১৫
তৃতীয়তঃ মধ্যবর্তী স্তর	১৯
সাধনা দ্বারা ক্রোধ দূর হওয়া সম্ভব কি-না	২০
প্রথমতঃ এমন বস্তু যাহা সকরে জন্য আবশ্যক	২০
দ্বিতীয়তঃ এমন বস্তু যাহা কাহারো জন্যই একান্ত আবশ্যক নহে	২০
পার্থিব আসক্তি হ্রাসের স্তর	২২
মানবীয় অন্তরে ক্রোধের স্বাভাবিক বিকাশ	২৫
ক্রোধের কারণ এবং তাহা দূর করার উপায়	২৭
উত্তেজনার সময় ক্রোধের প্রতিকার	৩০
ক্রোধ হজম করার ফজিলত	৩৬
সহনশীলতার ফজিলত	৩৮
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যেই পরিমাণ কথা বলা জায়েয	৪৫
বিদ্বেষের সংজ্ঞা, উহার পরিণতি এবং নম্রতার ফজিলত	৫০
এহসান ও ক্ষমার ফজিলত	৫২
নম্রতার ফজিলত	৬০
হিংসার নিন্দা	৬৪
হিংসার হাকীকত, উহার ধরন ও বিধান	৭১

www.pathagar.com

বিষয় ঃ পৃষ্ঠা ঃ

ঈর্ষার পরিচয় ৭৪
হিংসার প্রকার ও বিধান ৭৭
হিংসার কারণসমূহ ৭৮
মোটামুটিভাবে হিংসার সাতটি কারণ ৭৮
এক ঃ শত্রুতা ৭৮
দুই ঃ সমপর্যায়ের লোকের ইজ্জত-সম্মান দুর্বিসহ হওয়া ৮০
তিন ঃ অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ৮০
চার ঃ বিস্ময় বোধ করা ৮১
পাঁচ ঃ প্রার্থিত বিষয় হাতছাড়া হওয়ার ভয় ৮২
ছয় ঃ প্রাধান্য লিপ্সা ৮২
সাত ঃ হীনমন্যতা ৮৩
স্বজনদের সঙ্গে অধিক হিংসা হওয়ার কারণ ৮৪
হিংসার প্রতিকার ৯০
আমল দ্বারা হিংসার প্রতিকার ৯৫

অনুবাদকের অন্যান্য বই

- খাতামুন্নাবিয়্যীন (দঃ)
- বিশ্বনবীর (দঃ) তিনশত মোজেজা
- সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া (দঃ)
- ওসওয়ায়ে রাসূল আকরাম (দঃ)
- আউলিয়া কেরামের হাজার ঘটনা
- হাফেজ্জী হুজুরের জীবনের ধাপেধাপে
- আশরাফুল জওয়াব
- মৃত্যুর স্মরণ
- ক্রোধ ও হিংসা
- আজাবের ভয় ও রহমতের আশা
- যুক্তির আলোকে শরীয়তের আহকাম
- তাওবা
- মৃত্যুর স্মরণ
- উম্মাতের ঐক্য
- মোনাব্বেহাত
- হাশরের ময়দান
- সবর শোকর
- অহংকার ও প্রতিকার
- জামালুল ফোরকান
- আহকামে মাইয়্যেত
- ফাজায়েলে কোরআন
- ফাজায়েলে মেসওয়াক
- তারীখুল ইসলাম

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ *

ক্রোধ ও হিংসা

মানবের আখলাক-চরিত্র ও সুস্থ বিবেক ধ্বংস করিয়া দেওয়ার অন্যতম উপাদান হইল ক্রোধ। এই সর্বনাশা ক্রোধের অনিষ্টের কথা কালামে পাকে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে–

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ *

অর্থ ঃ "ইহা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, যাহা হৃদয় পর্যন্ত পৌছিবে।"

অর্থাৎ আগুন যেমন ভস্মের মাঝে সুপ্ত থাকে, অনুরূপ ক্রোধের অগ্নিও মানবাত্মার গভীরে লুকায়িত থাকে। চকমকি পাথরে ঘর্ষণ লাগিতেই যেমন অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়, তদ্রূপ মানবাত্মায় অহংকারের সামান্য স্পর্শ লাগিতেই উহাতে ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

রূহানী শক্তিসম্পন্ন আল্লাহওয়ালাগণ ঈমানের নূরের আলোকে এই কথা জানিতে পারিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে এমন একটি শিরা আছে যাহা শয়তানের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং মানবাত্মায় ক্রোধের আগুন যখন অতিশয় প্রজ্জলিত হয় তখন সে যেন শয়তানের সহিত নিজের নৈকট্য ও সাদৃশ্যতার দাবীদার হয়। এই শিরাটির প্রকৃতিগত সম্পর্ক শয়তানের সহিত। শয়তান বলিয়াছিল–

خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ *

অর্থ ঃ "আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ আগুন দ্বারা এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছ মাটি দ্বারা।"

মাটির প্রকৃতি হইল স্থিতি আর আগুনের স্বভাব হইতেছে ঊর্ধ্বমুখী প্রজ্জ্বলন। সুতরাং ক্রোধের মুহূর্তে মানব স্বভাবেও যখন অস্থিরতা প্রকাশ পায়

www.pathagar.com

তখন মনে হয় না যে, সে মাটি দ্বারা সৃজিত হইয়াছে। বরং এই উগ্রতা দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয় যেন তাহাকেও শয়তানের মত আগুনের উপাদান দ্বারাই সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ক্রোধের পরিণাম হইল হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও মানুষের অকল্যাণ কামনা করা। এই সর্বনাশা ক্রোধের কারণেই বহু মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই ধ্বংসাত্মক উপাদানটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে সকলেরই অবগতি আবশ্যক যেন উহা হইতে আত্মরক্ষা করা যায় এবং অন্তরে উহা বিদ্যমান থাকিলে তথা হইতে উহা দূর করিয়া অন্তরকে নির্মল ও পরিষ্কার রাখা যায়। কেননা, মানুষ যতক্ষণ মন্দ বিষয় সম্পর্কে না জানিবে ততক্ষণ তাহার পক্ষে উহাতে লিপ্ত থাকা বিচিত্র নহে। অবশ্য মন্দ বিষয় কেবল জানা থাকিলেই যে উহা হইতে আত্মরক্ষা করা যাইবে এমন নহে। বরং উহা হইতে আত্মরক্ষার এলাজ ও প্রতিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকিতে হইবে। সুতরাং এক্ষণে আমি ক্রোধের অপকারিতা, উহার হাকীকত ও পরিচয়, ক্রোধের আসবাব এবং প্রতিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। উহার পাশাপাশি সহনশীলতার ছাওয়াব ও সুফল প্রসঙ্গেও আলোকপাত করিব। পরিশেষে হিংসা ও বিদ্বেষের পরিচয়, উহার পরিণতি, কারণাদি এবং উহার এলাজ ও প্রতিকার প্রসঙ্গেও সম্যক আলোচনা করার প্রয়াস পাইব।

ক্রোধের অপকারিতা

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে–

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ *

অর্থঃ "যখন কাফেররা তাহাদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জেদ পোষণ করিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল ও মোমেনগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করিলেন।" সূরা হুমাজাহ– আঃ ৫-৭

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক এই কারণে কাফেরদের নিন্দা করিয়াছেন যে, তাহারা অন্যায় জেদের বশবর্তী হইয়া বাতিল ও মিথ্যার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বস্তুতঃ অন্যায় জেদ ক্রোধের কারণেই হইয়া থাকে। এদিকে তিনি স্থিরতা ও প্রশান্তি নাজিল করার কথা উল্লেখ করিয়া মোমেনদের প্রশংসা করিয়াছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম

www.pathagar.com

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু আমল বলিয়া দিন, তিনি এরশাদ করিলেন– لَا تَغْضَبْ অর্থাৎ তুমি ক্রোধের বশবর্তী হইও না। লোকটি পুনর্বার একই আরজ করিলে এইবারও তিনি অনুরূপ জবাব দিলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এমন সংক্ষিপ্ত কিছু বলিয়া দিন, যেন উহাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি এবং উহার উপর আমল করিতে পারি। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি ক্রোধ ও গোস্বা করিও না। আমি পনুর্বার একই আবেদন করিলে এইবারও তিনি অনুরূপ এরশাদ ফরমাইলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন্ বস্তু আমাকে ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবে? জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি ক্রোধ করিও না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা শক্তিশালী পালোয়ান কাহাকে মনে কর? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আমরা তো এমন ব্যক্তিকেই শক্তিশালী পালোয়ান মনে করি, যে অপর কাহারো নিকট কুস্তিতে পরাজিত হয় না। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, সে পালোয়ান নহে, শক্তিশালী পালোয়ান তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন রাখে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) অনুরূপ এক হাদীস উল্লেখ করিয়া বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষকে ধরাশায়ী করিতে পারা কোন কঠিন কর্ম নহে; বরং কঠিন কর্ম হইল রাগের সময় নিজের ক্রোধকে সংবরণ করিতে পারা।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ

অর্থাৎ "যেই ব্যক্তি নিজের ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ পাক তাহার অপরাধ গোপন রাখেন।" সূরা ফত্‌হ– আঃ ২৬

হযরত সোলাইমান বিন দাউদ (আঃ) বলেন, অধিক ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া

www.pathagar.com

থাকা আবশ্যক। কেননা, ক্রোধের আধিক্য সহনশীল ব্যক্তির দিলকে হালকা করিয়া দেয়।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যেন উহার উপর আমল করিবার ফলে আমি জান্নাতে যাইতে পারি। আমার এই কথার জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি গোস্বা করিও না। এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর নবী! সবচাইতে কঠিন বিষয় কোন্‌টি? তিনি ফরমাইলেনঃ আল্লাহর ক্রোধ। লোকটি জানিতে চাহিল, কোন্ বস্তু আমাকে উহা হইতে রক্ষা করিবে? এরশাদ হইলঃ তুমি ক্রোধান্বিত হইও না।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, ক্রোধের কারণে আদম সন্তান এমন লম্ফঝম্ফ করে যে, মনে হয় যেন এই লম্ফের কারণে সে জাহান্নামে গিয়া পতিত হইবে। হযরত জিল কারনাঈন বর্ণনা করেন, একবার এক ফেরেশতার সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হইলে তিনি ফেরেশতাকে বলিলেন, আমাকে এমন কোন এলেম শিখাইয়া দাও, যেন উহার ফলে আমার ঈমান ও একীন মজবুত হয়। ফেরেশতা বলিল, তুমি ক্রোধ করিও না। কেননা, ক্রোধের সময় শয়তান মানুষের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে অন্য সময় তাহা পারে না। সুতরাং ক্রোধ সংবরণ কর এবং স্থায়ীভাবে উহাতে জমিয়া থাকিতে চেষ্টা কর। আর কোন কাজেই তাড়াহুড়া করিও না। কেননা, উহা দ্বারা কোন কাজেই সাফল্য অর্জিত হয় না। আপন-পর সকলের সঙ্গেই নরম ব্যবহার করিও। কোন কাজেই বল প্রয়োগ কিংবা অবাধ্যতা প্রদর্শন করিও না।

হযরত ওয়াহাব বিন মোনাব্বেহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি তাঁহার এবাদতখানায় ছিলেন। এই সময় শয়তান আসিয়া বহুভাবে তাহাকে বিপথগামী করিতে চাহিল। কিন্তু বুজুর্গ শয়তানের ফাঁদে পা না দিয়া হকের উপর অটল রহিলেন। শয়তান একবার বুজুর্গের কক্ষের নিকটে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, দরজা খোল। বুজুর্গ জবাব দিলেন, আমি দরজা খুলিব না। শয়তান আবার বলিল, হয় দরজা খোল, না হয় আমি চলিয়া গেলে তোমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু বুজুর্গ এইবারও শয়তানের ডাকে সাড়া দিলেন না। এইবার শয়তান বলিল, আমি মসীহ। বুজুর্গ বলিলেন, তুমি মসীহ হইলে আমি কি করিব? মসীহ আমাদিগকে এবাদত ও রিয়াজাতের আদেশ দিয়াছেন এবং কেয়ামতে সাক্ষাতের ওয়াদা করিয়াছেন। এখন তিনি যদি সেই ওয়াদার

www.pathagar.com

খেলাফ করিয়া আজই চলিয়া আসেন, তবে আমরা তাহা মানিব কেন? অবশেষে শয়তান বলিল, আমি শয়তান। তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু পারিলাম না। এখন তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উহার জবাব দিব। বুজুর্গ বলিলেন, আমি তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে চাহি না। এইবার শয়তান তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে বুজুর্গ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি শুনিতে পাইতেছ কি? শয়তান বলিল, আমি শুনিতেছি, তুমি বল। বুজুর্গ বলিলেন, আদম সন্তানের কোন্ স্বভাবটি তোমাকে অধিক সাহায্য করে? শয়তান বলিল, ক্রোধ; মানুষ যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়, তখন আমি তাহাকে এমনভাবে গড়াইয়া দেই, যেমন বালকেরা খেলার সময় বলকে গড়াইয়া দেয়।

হযরত খায়ছামা (রহঃ) বলেন, শয়তান বলে, আদম সন্তান আমার উপর গালেব ও প্রবল হইতে পারে না। যখন সে স্থির ও সন্তুষ্ট থাকে, তখন আমি তাহার অন্তরে থাকি, আর যখনই সে ক্রোধের শিকার হয় তখন আমি ছুটিয়া আসিয়া তাহার মাথায় বসি।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) বলেন, ক্রোধ হইল যাবতীয় অনিষ্টের মূল। জনৈক আনসারী বলেন, তাড়াহুড়া নির্বুদ্ধিতার শিকড়। উহার কারণ ক্রোধ। যেই ব্যক্তি মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় তুষ্ট থাকে তাহার সহনশীলতার আবশ্যক নাই। কেননা, সহনশীলতা হইল সৌন্দর্য ও উপকারী বিষয় এবং মূর্খতা অপরাধ ও ক্ষতিকর বিষয়। আর নীরবতা অবলম্বন করাই হইল আহাম্মক ও নির্বোধের প্রশ্নের জবাব।

হযরত মুজাহিদ বলেন, শয়তান বলে, আমি আদম সন্তান হইতে কখনো ক্লান্ত হই নাই এবং তিনটি বিষয়ে কখনো ক্লান্ত হইব না। প্রথমতঃ সে যখন কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে তখন তাহার লাগাম (নিয়ন্ত্রণ) থাকে আমার হাতে। এমতাবস্থায় আমি যেখানে ইচ্ছা তাহাকে লইয়া যাই এবং সে আমার আনুগত্য করিতে বাধ্য থাকে। দ্বিতীয়তঃ যখন সে ক্রোধের বশবর্তী হয় তখন সে এমন কথা বলে যাহা তাহার জানা নাই এবং এমন কাজ করে যাহার কারণে তাহাকে অনুতপ্ত হইতে হয়। তৃতীয়তঃ আমি তাহাকে কৃপণতায় উৎসাহিত করিতে থাকি এবং এমন বস্তুর লালসা দেই যাহা তাহার সাধ্যে নাই।

এক ব্যক্তি জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আসিয়া বলিল, অমুক ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ বশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া জ্ঞানী লোকটি বলিলেন, যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে এখন হইতে শাহওয়াত ও কুপ্রবৃত্তি তাহাকে অপমান করিতে পারিবে না। নফসের চাহিদা তাহার নিকট পরাজিত

www.pathagar.com

হইবে এবং ক্রোধ ও গোস্বা তাহাকে বশ করিতে পারিবে না।

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেন, ক্রোধ পরিষ্কার করা আবশ্যক। কেননা, উহার কারণে ক্ষমা চাওয়ার মত অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি সহনশীলতায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে কি-না তাহা পরীক্ষা করিবে তাহার ক্রোধের সময়। অনুরূপভাবে লোভের সময় মানুষের আমানতদারী পরীক্ষা করার উত্তম সময়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) তাহার জনৈক আঞ্চলিক প্রশাসককে লিখেনঃ ক্রোধের সময় কোন অপরাধীকে শাস্তি দিবে না। কোন অপরাধীর উপর তোমার ক্রোধ হইলে প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবে এবং ক্রোধ প্রশমন হওয়ার পর যথাযথভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিয়া তবে সেই অনুযায়ী শাস্তি দিবে। আর সেই ক্ষেত্রেও শাস্তির পরিমাণ যেন পনেরটি বেত্রদণ্ডের অধিক না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

আলী ইবনে জায়েদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের অবস্থার বিবরণ দিয়া বলেন, একবার জনৈক কোরাইশ ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে কটু কথা বলিলে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নীরবে আপন মস্তক অবনমিত করিয়া রাখিলেন। পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, তোমার উদ্দেশ্য ছিল– ক্ষমতার মোহে শয়তানের নিকট পরাজিত হইয়া আজ আমি তোমার সঙ্গে এমন কথা বলি, যাহা কাল তুমি আমার সঙ্গে বলিবে।

একবার জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি তাহার ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! মানুষ যখন ক্রোধের শিকার হয়, তখন তাহার মাঝে বুদ্ধি-বিবেক থাকে না। যেমন জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে পতিত হওয়ার পর জীবের দেহে তাহার রূহ থাকিতে পারে না। সুতরাং যেই ব্যক্তি ক্রোধ কম করিবে সেই ব্যক্তিই অধিক আকলমন্দ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ক্রোধ যদি দুনিয়ার কারণে করা হয় তবে উহা নির্ঘাত প্রতারণা বটে। পক্ষান্তরে উহা যদি আখেরাতের উদ্দেশ্যে করা হয় তবে উহাকে বলা হইবে সহনশীলতা। কেননা, লোকেরা এইরূপ বলে যে, ক্রোধ হইল আকল ও বিবেকের জানী দুশমন।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) খোৎবা দানের সময় বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সফলকাম হইয়াছে, যেই ব্যক্তি লোভ প্রবৃত্তি ও ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। এক বুজুর্গ বলেন, যেই ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধের আনুগত্য করিয়াছে, এই দুইটি বিষয় তাহাকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, মুসলমানের পরিচয় হইল– ঈমান ও একীনের সহিত দ্বীনের উপর মজবুত থাকিবে, এলেমের সহিত সহনশীলতা অবলম্বন করিবে এবং অভিজ্ঞতাকে কোমলতার সহিত কাজে লাগাইবে। আপন হকসমূহ আদায়ের পাশাপাশি দান-অনুদানের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। স্বচ্ছলতার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে এবং দৈন্য দশায় পতিত হইলে ধৈর্যধারণ করিবে। শক্তি ও সামর্থ্যের সময় অনুগ্রহ করিবে, কঠিন অবস্থার শিকার হইলে সবর অবলম্বন করিবে এবং কুপ্রবৃত্তি তাহার উপর প্রবল হইতে পারিবে না। আপন উদর ও লালসার কারণে অপমানিত হইবে না এবং নিয়তের মধ্যে কোনরূপ ক্রটি করিবে না। উৎপীড়িত মজলুমের সাহায্য করিবে এবং দুর্বলদের প্রতি অনুগ্রহ করিবে। প্রয়োজনের সময় ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিবে না এবং অনাবশ্যক ব্যয়ও করিবে না। কেহ জুলুম করিলে ক্ষমা করিয়া দিবে এবং জাহেল ও মূর্খদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে। আপন নফস সর্বদা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত থাকিবে কিন্তু মানুষ সর্বদা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আপনি আমাকে অতিসংক্ষেপে এবং এক কথায় উত্তম চরিত্রের পরিচয় বলিয়া দিন। হযরত আব্দুল্লাহ বলিলেন, ক্রোধ পরিহার করার নামই উত্তম চরিত্র।

একবার এক পয়গম্বর আপন সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যেই ব্যক্তি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে যে, জীবনে কখনো ক্রোধ করিবে না এবং আমার সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করিবে, আর আমার ইন্তেকালের পর আমার খলীফা নিযুক্ত হইবে? সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক আরজ করিল, আমি জীবনে কখনো ক্রোধ করিব না। হযরত পয়গম্বর (আঃ) পুনর্বার সকলকে লক্ষ্য করিয়া একই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পূর্বোক্ত যুবক এইবারও আরজ করিল, আমি আপনার সঙ্গে উহার অঙ্গীকার করিতেছি। পরবর্তীতে যুবক আজীবন নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল এবং পয়গম্বর (আঃ)-এর ওফাতের পর তাঁহার খলীফা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিই হইলেন হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালাম।

হযরত ওহাব বিন মোনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, ক্রোধ, শাহওয়াত, নিবুদ্ধিতা এবং লালসা এই চারিটি বিষয় হইল কুফরীর স্তম্ভ।

www.pathagar.com

ক্রোধের হাকীকত

আল্লাহ্‌ পাক প্রাণীকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপকরণসমূহ দ্বারা সে বিলুপ্ত ও ধ্বংস হইয়া যায়। এই কারণেই আল্লাহ্‌ পাক আপন নেয়মতের ভাণ্ডার হইতে এমন একটি বস্তু দান করিয়াছেন যাহার ফলে সে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ উপকরণ সমূহের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মানবদেহ উত্তাপ ও আর্দ্রতার সমন্বয়ে গঠিত এবং এই উত্তাপ ও আর্দ্রতার মাঝে পরস্পর বিরোধ ও বৈপরীত্য বিদ্যমান। এই উত্তাপ প্রতিনিয়ত আর্দ্রতাকে গ্রাস ও শুষ্ক করিতে থাকে। সুতরাং দেহের আর্দ্রতা যেই পরিমাণ শুষ্ক হইতে থাকে, খাদ্যের নিকট হইতে যদি সেই পরিমাণ আর্দ্রতার যোগান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণেই আল্লাহ্‌ পাক প্রাণীদেহের উপযোগী করিয়া খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দেহের মধ্যেও খাদ্যের চাহিদা পয়দা করিয়া দিয়াছেন যেন সে খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ঘাটতি পূরণ হইয়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়।

এদিকে আসবাবে খারেজী তথা যেই সকল বাহ্যিক কারণসমূহ দ্বারা মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় উহার মধ্যে রহিয়াছে তলোয়ারের মত হাতিয়ার এবং অপরাপর আঘাতকারী ধ্বংসাত্মক অস্ত্র। এইসব মারনাস্ত্রের আঘাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ পাক আত্মায় ক্রোধশক্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন যাহা অন্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আঘাতকারী শক্তিকে প্রতিহত করে। এই ক্রোধকে আল্লাহ্‌ পাক আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়া মানবের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। মানুষ যখন তাহার কোন কাজে বাঁধা প্রাপ্ত হয় বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ঘটনা ঘটে, তখন ক্রোধের সেই আগুন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং উহার শিখা ক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরের রক্ত প্রচণ্ড প্রবাহে শিরা-উপশিরা দিয়া উর্ধমুখে এমনভাবে ধাবিত হইতে থাকে, যেমন আগুনের শিখা বা উত্তপ্ত হাড়ির পানি উর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই কারণেই ক্রোধের সময় মানুষের চেহারা ও চক্ষু রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। মানুষের চেহারার ত্বক যেহেতু স্বচ্ছ-নরম ও পাতলা হইয়া থাকে, এই কারণেই রক্তের ঝলক উহাতে অধিক পরিস্ফুট হইয়া ধরা পড়ে। এই অবস্থা তখনই হয় যখন মানুষ নিজের অধস্তন ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হইয়া প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হয়। কিন্তু নিজের তুলনায় অধিক ক্ষমতাবান ও উর্ধতন কোন ব্যক্তির উপর যদি ক্রোধ হয় এবং প্রতিশোধ লইতে না পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে ত্বকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া অন্তরে ফিরিয়া যায় এবং

www.pathagar.com

উহার কারণেই অন্তরে দুঃখ ও যাতনা অনুভব হয়। ফলে মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে ও পাণ্ডবর্ণ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি নিজের কোন সমকক্ষ ব্যক্তির উপর ক্রোধ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে বর্ণিত উভয়বিধ অবস্থা একত্রে দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ ক্ষতি করার পূর্বেই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে চাহে। আর প্রতিপক্ষ ক্ষতি করিয়া ফেলিবার পর উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করার স্পৃহা জাগরিত হয়। অর্থাৎ এই স্পৃহার খোরাক ও চাহিদা হইল প্রতিশোধ। যতক্ষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয় ততক্ষণ অন্তরে অস্থিরতা অনুভূত হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করার পর এই অস্থিরতার উপশম হইয়া অন্তরে শান্তি স্থাপিত হয়। যাহাই হউক, এই ক্রোধশক্তির সূচনালগ্নে মানুষ তিনটি স্তরে অবস্থান করে।

প্রথমতঃ স্বল্পতার স্তর

ক্রোধ একেবারেই না থাকা ইহা নিন্দনীয় বিষয়। এইরূপ ব্যক্তিকে "আত্মসম্মানবোধহীন" বলা হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি ক্রোধের বিষয় দেখিবার পরও ক্রুদ্ধ হয় না সে গর্দভ। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, ক্রোধ একেবারেই না থাকা ইহা নিন্দনীয় ও ত্রুটির বিষয়। আল্লাহ পাক ছাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেন–

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

অর্থঃ তাহারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। সূরা ফাত্হ– আঃ ২৯

আল্লাহ পাক রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করিয়া বলেন–

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ

অর্থঃ "কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাহাদের প্রতি কঠোর হউন।" সূরা তাওবাহ– আঃ ৭৩

ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবেই জানা গেল যে, ক্রোধমাত্রই নিন্দনীয় নহে। বরং ক্ষেত্রবিশেষে শরীয়তের প্রয়োজনেও কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়। বলাবাহুল্য, এই কঠোরতা ক্রোধের পরেই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ বাহুল্যের স্তর

অর্থাৎ ক্রোধের প্রাবল্যের কারণে জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের অনুশাসন হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। বস্তুতঃ ক্রোধের প্রাবল্যের সময় মানুষের দৃষ্টি, সহনশীলতা, ধৈর্য-সহ্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা হারাইয়া যেন একজন

www.pathagar.com

অসহায় ও উদ্ভ্রান্ত মানবে পরিণত হয়। ক্রোধের এই প্রাবল্যের এক কারণ হইতে পারে জন্মগত। অর্থাৎ এক শ্রেণীর মানুষ জন্মগতভাবেই খুব রাগী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনেকে স্বভাবের কারণেও অতিরিক্ত ক্রোধের শিকার হয়। অর্থাৎ এমন লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করিলেও নিজের চরিত্রে ক্রোধের প্রাবল্য দেখা দিবে, যাহারা ক্রোধের নিকট পরাভূত এবং কথায় কথায় অতি অল্প কারণেই রাগিয়া যায়। এই তরিৎ প্রতিশোধপ্রবণ লোকেরা ক্রুদ্ধ হওয়াকে নিজেদের বীরত্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করিয়া বলিয়া থাকে যে, আমরা সামান্য বিষয়ও সহ্য করিতে পারি না। অর্থাৎ তাহারা যেন প্রকারান্তরে এই দাবীই করে যে, সুস্থ বুদ্ধি-বিবেচনা বলিতে আমাদের কিছুই নাই। সুতরাং যেই ব্যক্তি এই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে থাকিয়া এই জাতীয় কথা শুনিতে থাকিবে, একদিন তাহার নিকটও ক্রোধ একটি মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হইতে থাকিবে এবং এক পর্যায়ে সে নিজেও তাহাদের মত হইয়া যাইতে চাহিবে।

মোটকথা, মানুষের অন্তরে যখন ক্রোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় তখন কোন নসীহত তাহার কাজে আসে না। বরং নসীহত করিলে তাহার ক্রোধ আরো বাড়িয়া যায়। এমনকি এক পর্যায়ে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারাও আর উপকৃত হওয়া যায় না। কেননা, এই সময় আকল ও বুদ্ধির নূর নির্বাপিত কিংবা ক্রোধের অনলধূম্রে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ার ফলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করিতে পারে না। কারণ, মানুষ মস্তিষ্ক দ্বারাই চিন্তা করে। কিন্তু অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে যখন রক্ত টগবগ করিয়া উঠে, তখন উহা হইতে এক প্রকার কালো ধোঁয়া মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হইয়া উহার কোষগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইন্দ্রিয় অনুভূতির স্থানগুলিকেও পরিবেষ্টন করিয়া রাখে। এই পর্যায়ে মানুষ চোখে দেখিতে পায় না এবং কানেও কিছু শুনিতে পায় না। পৃথিবীর সকল কিছু যেন তাহার নিকট অন্ধকার মনে হইতে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের দেমাগ ও বোধশক্তি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়- কোন গুহায় আগুন জ্বালাইবার পর উহার গোটা অভ্যন্তরভাগ উত্তপ্ত হইয়া যদি গাড় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তবে এমতাবস্থায় সেই গুহায় কোন প্রদীপ জ্বালানো হইলে উহার অবস্থা কি দাঁড়াইবে। হয় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া উহা আলোহীন হইয়া পড়িবে কিংবা একেবারেই নিভিয়া যাইবে।

অনুরূপভাবে সেই গুহায় যদি কোন মানুষ অবস্থান করে তবে তাহার মধ্যেও কোন কার্যক্ষমতা অবশিষ্ট থাকিবে না। অর্থাৎ এই অবস্থায় না সে কিছু দেখিতে

www.pathagar.com

পাইবে, না সুস্থভাবে কিছু চিন্তা করিতে পরিবে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইয়া থাকে। বরং অনেক সময় তো ক্রোধের আগুন এমনই উত্তপ্ত হইয়া পড়ে যে, উহার ফলে দেহের আদ্রর্তা শুষ্ক ও বিলুপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সহসা মৃত্যু ঘটে। যেমন গুহার আগুন অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়ার ফলে অনেক সময় গুহা ধ্বসিয়া পড়ে। অর্থাৎ আগুনের অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে গুহার প্রাচীরে প্রথমে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং এইভাবেই উহা স্থির থাকার শক্তি হারাইয়া এক সময় হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়ে। মানব দেহের অবস্থাও অনুরূপ। ক্রোধাগ্নির অতিরিক্ত উত্তাপ কলবের আর্দ্রতা শুকাইয়া ফেলিলেই মানুষ সহসা মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। বিষয়টাকে এইভাবেও উপলব্ধি করা যাইতে পারেঃ মনে কর, প্রচণ্ড ঝড়ের সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় আক্রান্ত একটি নৌকার যেই বিপন্ন দশা হয়; তাহাও ক্রোধে আক্রান্ত অন্তরের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল। কেননা, দুর্যোগ কবলিত বিপন্ন নৌকাটি রক্ষা পাওয়ার আশা থাকে। কেননা, নৌকার আরোহীগণ নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য নৌকাটিকে ভাসাইয়া রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে তো নৌকার মাঝি স্বয়ং অন্তর– যাহা ক্রোধের আতিশয্যে অন্ধ ও বধির হইয়া আছে। এমতাবস্থায় উহাকে রক্ষা করার চেষ্টা করিবে কে?

ক্রোধের অতিশয্যের বাহ্যিক লক্ষণ হইলঃ মুখাবয়বের স্বাভাবিক বর্ণ লোপ পাওয়া, হাত-পা কাঁপিতে থাকা, অসংলগ্ন কথা বলা, চক্ষু রক্তিম বর্ণ হওয়া, মুখে শ্লেস্মা আসা, নাক-মুখ স্ফীত হইয়া মুখের আকৃতি বদলাইয়া যাওয়া ইত্যাদি। এই ক্রোধের সময় যদি ক্রুদ্ধ ব্যক্তি নিজের জাহেরী অবস্থা দেখিতে পাইত, তবে নিশ্চয় সে লজ্জায় ক্রোধ বর্জন করিত। বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়বে যেহেতু আন্তরিক ও বাতেনী অবস্থারই প্রতিচ্ছবি বিকশিত হয়, সুতরাং ইহা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, এই ক্ষেত্রে অন্তরের অবস্থা আরো কত বিশ্রী হইবে। কেননা, প্রথমে মানুষের অন্তরের অবস্থা বিপর্যস্ত হয় এবং পরে বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়বে উহার বিরূপ ক্রিয়া প্রতিফলিত হয়।

ক্রোধের সময় জবান ও জিহবা এমনই ভারসাম্যহীন হইয়া পড়ে যে, এই সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনর্গল এমন অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করিতে থাকে যাহা শুনিয়া শরীফ লোকেরা লজ্জাবোধ করেন। এমনকি ক্রোধ উপশম হওয়ার পর স্বয়ং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়া অন্তহীন লজ্জায় আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে থাকে।

মোটকথা, অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে দেহের প্রতিটি অঙ্গের আচরণ ক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

ও ভারসাম্যহীন হইয়া পড়ে। অকারণে যে কাহারো সহিত মারামারি ও গালাগাল শুরু করিয়া দেয়। এমনকি এই ক্রোধের প্রাবল্যের সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষকে খুন করার মত ঘটনাও ঘটিতে দেখা যায়। তা ছাড়া যাহার উপর ক্রোধ হইয়াছে তাহাকে সম্মুখে না পাইলে সমস্ত আক্রোশ নিজের উপরই মিটাইতে থাকে। এই সময় সে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলে, নখ দ্বারা হাত-পা আঁচড়াইয়া রক্ত বাহির করে, ঘরের থালা-বাসন ছুঁড়িয়া মারে এবং আপন মুখমণ্ডলে আঘাত করে ও লক্ষ্যহীনভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে কিংবা বদ্ধ মাতালের মত এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে। আবার অনেক সময় অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে চলৎশক্তি হারাইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া থাকে।

এদিকে অন্তরের উপর ক্রোধের প্রভাব হইল, যাহার উপর ক্রোধ করা হয়; সর্ববিধ উপায়ে তাহার অনিষ্ট কামনা করা হয়। তাহার সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ, তাহার কোন অকল্যাণ ও অনিষ্ট দেখিয়া আত্মসুখ অনুভব এবং তাহার কোনরূপ ভালাই ও সুখ-শান্তি দেখিয়া অন্তরে কষ্ট অনুভব, তাহার গোপন তথ্য ফাঁস করিয়া দেওয়া, বিদ্রূপের পাত্র বানাইতে চেষ্টা করা, তাহার চরিত্র হনন ও মানহানীর চেষ্টা করা ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে ক্রোধ একেবারেই দুর্বল হওয়া ইহাও ভাল নহে। অর্থাৎ উহার পরিণতি হইল আত্মসম্মান-বোধহীনতা এবং নিজের কদর ও কীমত নিজেই উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হওয়া। যেমন নিজের স্ত্রী ও মা-বোনদের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় দেখিয়াও নির্লজ্জের মত নীরবে অপমানিত হওয়া ইত্যাদি। আত্মসম্মানবোধ ও নিজের পারিবারিক ও বংশীয় মর্যাদা সংরক্ষণের জন্যও পয়দা করা হইয়াছে। কেননা, মানুষ যদি আত্মসম্মানবোধ ও লজ্জা-শরমের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করে, তবে নিজেদের বংশীয় ঐতিহ্যের ধারাও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই কারণেই বলা হয়– যেই সম্প্রদায়ের পুরুষদের মাঝে আত্মসম্মানবোধ ও লজ্জা-শরম বিদ্যমান থাকে, সেই সম্প্রদায়ের নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম নিরাপদ থাকে। কোন মন্দ বিষয় দেখিয়াও নীরব থাকা, মূলত ক্রোধের দুর্বলতার কারণেই হইয়া থাকে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের মর্ম এইরূপঃ "আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যেই ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর। এই কারণেই বলা হয়, মানুষ যদি রিয়াজত-মোজাহাদা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হইতে না পারে, তবে ইহাও তাহার ক্রোধের স্বল্পতারই লক্ষণ। কেননা, প্রবৃত্তির ক্রোধ প্রবল হইলেই রিয়াজতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ মধ্যবর্তী স্তর

ক্রোধের এই স্তরটি উত্তম ও প্রশংসনীয়। এই ক্রোধ আকল্ ও বিবেকের নির্দেশনায় চালিত হয় এবং ক্রোধের এই স্তরটিতেই ধর্মীয় আনুগত্য প্রতিফলিত হয়। এক কথায় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যেখানে ক্রোধ করা ওয়াজিব, সেখানেই এই ক্রোধের বিকাশ ঘটে এবং যেখানে ক্রোধ ও সহনশীলতা সংবরণ করা কর্তব্য সেখানে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এইরূপ ক্রোধ অবলম্বন করিতেই আল্লাহ্ পাক নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ স্তরটির উল্লেখ করিয়া হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا

অর্থাৎ– "মধ্যম স্তরই উত্তম।"

উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, ক্রোধের স্বল্পতা ও বাহুল্য উভয়টিই নিন্দনীয় এবং এই ক্ষেত্রে কেবল মধ্যবর্তী স্তরটিই কাম্য ও প্রশংসনীয়। সুতরাং কোন ব্যক্তির ক্রোধশক্তি যদি এমনই দুর্বল হইয়া পড়ে যে, আত্মসম্মানবোধ বিলুপ্ত হইয়া অন্যায়-অপরাধ ও জুলুম দেখিয়াও তাহা অসহনীয় মনে না হয়, তবে তাহার উচিত আপন নফসের চিকিৎসা করা যেন প্রয়োজনীয় ক্রোধ শক্তিশালী হয়। অনুরূপভাবে ক্রোধের নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া যদি আত্মম্ভরিতার শিকার হয় এবং কোনরূপ গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে তাহার পক্ষেও নফসের এলাজ করা কর্তব্য, যেন ক্রোধ উত্তম ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে নামিয়া আসে। ক্রোধের এই পর্যায়টিকেই 'সিরাতে মোস্তাকীম' ও সরল পথ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সরল পথ চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। যেই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিবে, তাহার কর্তব্য হইতেছে, যথাসম্ভব উহার নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা করা। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ *

অর্থঃ "তোমরা কখনো নারীদিগকে সমান রাখিতে পারিবে না। যদিও উহার আকাংখী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়া পড়িও না যে, একজনকে ফেলিয়া রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়।" সূরা নিসা– আঃ ১২৯

সুতরাং ইহা জরুরী নহে যে, যেই ব্যক্তি সর্ব প্রকার সৎ কাজ করিতে সক্ষম হয় না, সেই ব্যক্তি সর্ব প্রকার অসৎ কাজই করিতে থাকিবে। বরং প্রকৃত অবস্থা

www.pathagar.com

হইল, কতক অনিষ্ট কতক অনিষ্টের তুলনায় হাল্কা এবং কতক সৎ কাজ কতক সৎ কাজের তুলনায় অধিক মরতবাপূর্ণ। সুতরাং বড় নেক আমল করিতে সক্ষম না হইলে অপেক্ষাকৃত ছোট নেক আমলই করিবে এবং অনিষ্ট কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব না হইলে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কর্ম করিয়াই ক্ষান্ত হইবে।

সাধনা দ্বারা ক্রোধ দূর হওয়া সম্ভব কি-না

এক শ্রেণীর মানুষের ধারণা, রিয়াজত ও সাধনা দ্বারা ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব এবং রিয়াজতের উদ্দেশ্যও তাহাই। আবার কতক লোকের ধারণা, ক্রোধ এমন এক আধ্যাত্মিক ব্যাধি, যাহার কোন চিকিৎসা নাই। ইহা এমন শ্রেণীর উক্তি, যাহারা মনে করে, মানুষের অভ্যাসও বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়বের অনুরূপ। বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়বের সৃষ্টিগত ত্রুটি যেমন মানুষ ঠিক করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন চিকিৎসার মাধ্যমে অভ্যাসও ঠিক করা সম্ভব নহে। এই উভয় উক্তিই দুর্বল। এই ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা হইলঃ মানুষ এক বস্তুকে ভালবাসে এবং এক বস্তুকে ঘৃণা করে। অনুরূপভাবে কতক বস্তু তাহার মনের অনুকূল হয় আবার কতক হয় প্রতিকূল। সুতরাং যেই বস্তু তাহার মনের প্রতিকূল হয় উহার উপর অবশ্যই ক্রোধ হইবে। মনে কর, কোন ব্যক্তি তাহার প্রিয় বস্তুটি ছিনাইয়া লইল বা কোনভাবে তাহার ক্ষতি করিতে চাহিল। এমতাবস্থায় তাহার ক্রোধ না হইয়া পারে না। মানুষের এই প্রিয় ও ভালবাসার বস্তু তিন প্রকার।

প্রথমতঃ এমন বস্তু যাহা সকলের জন্য আবশ্যক। যেমন অন্ন, বস্ত্র, গৃহ ও স্বাস্থ্য। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তাহার খাদ্য ছিনাইয়া লয় বা লজ্জা নিবারণের একমাত্র পোশাকটি কাড়িয়া লয় কিংবা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, তবে এই সকল বিষয় যেহেতু তাহার একান্ত আবশ্যকীয় বস্তু, সুতরাং এই সবের উপর তাহার ক্রোধ হইবেই।

দ্বিতীয়তঃ এমন বস্তু যাহা কাহারো জন্যই একান্ত আবশ্যক নহে। যেমন বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অতিরিক্ত দাস-দাসী ইত্যাদি। এই সকল বিষয় স্বভাবগত কারণে প্রিয় হইলেও আবশ্যকীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য নহে।

মানুষ পার্থিব আসবাব ও বিষয়-সম্পদের পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নহে, এই কারণেই এই সকল অপ্রয়োজনীয় আসবাবকে মোহাব্বত করে। দেখ, মানুষ সোনা-রূপাতে এমনই আকৃষ্ট যে, রক্ষনাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে উহাকে মাটির

www.pathagar.com

নীচে পর্যন্ত প্রোথিত করিয়া রাখে। কোন ব্যক্তি যদি উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলে বা অপচয় করে, তবে তাহার উপর ক্রোধ হয়। অথচ এই দুইটি বস্তু জীবন রক্ষাকারী খাদ্য কিংবা জীবন ধারণের জন্য কোনরূপ অপরিহার্য বস্তু নহে। তো এই ধরনের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়া সম্ভব।

মনে কর, কোন ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি ঘর আছে। এখন কোন অত্যাচারী ব্যক্তি আসিয়া যদি সেই ঘরটি ধ্বংস করিয়া দেয়, তবে এই কারণে গৃহস্বামীর ক্রোধ নাও হইতে পারে। কেননা, ঘরের মালিক যদি আকলমন্দ ও চক্ষুষ্মান হন এবং অতিরিক্ত ঘরটির প্রতি তাহার কোন মোহাব্বত না থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে ঘরটির প্রতি মোহাব্বত না থাকার কারণেই তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। কিন্তু মোহাব্বত থাকিলে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হইবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ এমন বিষয়ের উপর ক্রোধ করে যাহা কোন আবশ্যক ও জরুরী বিষয় নহে। যেমন, সুনাম-সুখ্যাতি, মজলিসে স্বতন্ত্র হইয়া বসিবার আসন পাওয়া, এলেমের গৌরব করা ইত্যাদি। অর্থাৎ যেই ব্যক্তির অন্তরে এই সবের প্রতি ক্ষীনতম আকর্ষণও থাকিবে, সেই ব্যক্তি এই সকল বিষয় হইতে বঞ্চিত হইলে ক্রুদ্ধ হইবে বটে। পক্ষান্তরে এই সবের প্রতি যাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই, সে ক্রুদ্ধ হইবে না। যেমন মজলিসের শ্রেষ্ঠ আসনটিতে উপবেশন করিতে যাহার কোন আগ্রহ নাই; সে মজলিসের শেষ প্রান্তে জুতার উপর বসিলেও ক্রুদ্ধ হইবে না। বরং সেই ব্যক্তি এই কথার উপরই আমল করিবে যে, "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেখানেই বসুন তিনি শ্রেষ্ঠই থাকেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ কেবল অনাবশ্যক মোহাব্বতের কারণে কথায় কথায় ক্রোধ করিয়া থাকে। তাহারা এই সহজ কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করে না যে, কোন বিষয়ের প্রতি খাহেশ-মোহাব্বত ও আগ্রহ যত বেশী হইবে মানুষর মধ্যে ত্রুটি ও ক্ষতিও সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইবে। কেননা, ইহা একটি স্বীকৃত কথা যে, যেই ব্যক্তির মনে খাহেশ ও চাহিদা যত বেশী হইবে তাহার অভাবও সেই পরিমাণেই বেশী হইবে। মনের এই অভাব ও অন্তহীন চাহিদা ইহা কোন কামিয়াবী ও পূর্ণতার লক্ষণ নহে। বরং ইহা ক্ষতিরই লক্ষণ। সুতরাং মানুষের চাহিদা যত বেশী হইবে, সেই পরিমাণেই সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মূর্খ ব্যক্তিরাই সর্বদা ইহা কামনা করে যেন তাহার অধিকতর অভাব ও চাহিদা পূরণ হয়। অথচ মানুষের এই কামনাই হইল দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম কারণ।

এক শ্রেণীর মানুষ মূর্খতার সাগরে এমনই নিমজ্জিত যে, তাহাদিগকে কোন মন্দ বিষয়ের ঘাটতি ধরাইয়া দিলেও তাহারা ক্রুদ্ধ হয়। যেমন তাহাদিগকে যদি

www.pathagar.com

বলা হয় যে, তুমি ভাল দাবা খেলিতে পার না বা অতিরিক্ত মদ পান করিতে এখনো অভ্যস্ত হইতে পার নাই, কিংবা যদি বলা হয় যে অতিভোজনে পারদর্শী হইতে এখনো তোমার অনেক বাকী, তবে এই সব অভিযোগ শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। অথচ এই সকল বিষয় নিতান্ত গর্হিত কর্ম এবং মানব স্বভাবে এইসব না থাকাই উত্তম।

তৃতীয়তঃ এমনসব বস্তু যাহা কতক মানুষের জন্য আবশ্যক ও জরুরী এবং কতক মানুষের জন্য তাহা জরুরী নহে। যেমন কিতাব পত্র আলেম ও শিক্ষিত মানুষের জন্য আবশ্যক বিষয় বটে। কেননা, জ্ঞানান্বেষণ ও বিদ্যা চর্চার জন্য কিতাব তাহাদের নিত্য সহচর। এই কারণেই কিতাবপত্রকে মোহাব্বত করে। সুতরাং কেহ যদি তাহার কিতাবপত্র বিনষ্ট করিয়া দেয়, তবে অবশ্যই সে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক পেশাজীবি তাহার যন্ত্রপাতিকে মোহাব্বত করে। কারণ এই যন্ত্রপাতির উপরই তাহার জীবিকা নির্ভরশীল। অথচ মানবের পক্ষে এমন বিষয়কেই মোহাব্বত করা উচিৎ, যেই বিষয়ের প্রতি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করিয়াছেন। তিনি এরশাদ করিয়াছেনঃ "যেই ব্যক্তি নিজের ঘরে নিরাপদ, স্বাস্থ্য ভাল এবং দিবসের খাবারও তাহার ঘরে মওজুদ, তবে তাহার যেন সমস্ত দুনিয়া হাসিল হইয়াছে।" সুতরাং যেই ব্যক্তি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে এবং হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয়ও যদি তাহার হাসিল হইয়া থাকে, তবে ইহা সম্ভব যে, সেই ব্যক্তি এই সকল বিষয় ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর ক্রোধ করিবে না।

পার্থিব আসক্তি হ্রাসের স্তর

উপরে মোহাব্বতের তিনটি প্রকার বর্ণনা করা হইল। এক্ষণে প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে রিয়াজত ও সাধনা করিলে উহার ফল কি দাঁড়াইতে পারে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করিব। প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে সাধনা দ্বারা অন্তরের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়া সম্ভব নহে। তবে এই ক্ষেত্রে এই কারণে সাধনা করা হয়, যেন অন্তরে এমন যোগ্যতা পয়দা হয় যাহার কারণে অন্তর ক্রোধের অনুগত হইয়া না থাকে এবং বাহ্যিকভাবে ক্রোধের ব্যবহার এই পরিমাণই করে যাহা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়। মোজাহাদা ও চেষ্টা-সাধনা দ্বারা এই স্তর হাসিল করা সম্ভব। উহার পদ্ধতি হইল, প্রাথমিক অবস্থায় মনের উপর জোর দিয়া তাহা করিতে থাকিবে। দীর্ঘ দিন যাবৎ এইরূপ করিতে থাকিলে অবশেষে তাহা স্বভাবে পরিণত হইয়া যাইবে। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় ক্রোধ স্বভাব হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে না বটে, কিন্তু উহার ধার ও

তীব্রতা হ্রাস পাইয়া নেহায়েত দুর্বল হইয়া পড়িবে। ফলে মনের অভ্যন্তরে উহা উত্তেজিত হইতে পারিবে না এবং বাহ্যিকভাবে এমনই দুর্বল হইয়া পড়িবে যে, মুখের উপর উহার কোন প্রভাবই অনুভব হইবে না। তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণিত মোহাব্বতের ক্ষেত্রেও সাধনার ফলাফল অনুরূপ। কেননা, এই ক্ষেত্রে কতক লোকের জন্য তো এই সব বিষয় জরুরী। সুতরাং সাধনা দ্বারা তাহাদের এই লাভ হইবে যে, অন্তরে ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস পাইবে এবং সবরের কষ্ট অধিক অনুভব হইবে না।

এদিকে দ্বিতীয় প্রকারে বর্ণিত বস্তুসমূহের মধ্যে যেই ক্রোধ হয়, সাধনা দ্বারা তাহা সমূলে উৎপাটিত হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়ের মোহাব্বত যখন অন্তর হইতে দূর হইয়া যাইবে, তখন ক্রোধও বিলুপ্ত হইবে। আর এই ক্ষেত্রে সাধনার পদ্ধতি হইতেছেঃ মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিবে যে, আমার আবাস হইল অন্ধকার কবর যাহা পরজগতের গণ্ডিতে অবস্থিত। দুনিয়া কেবল আখেরাতে গমনের একটি পথমাত্র যাহা সকলকেই অতিক্রম করিতে হইবে। দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য হইতেছে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করা। এই দুনিয়াতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত সামানা আছে পারলৌকিক জীবনে উহা কেবল দুর্ভোগেরই কারণ হইবে। ইহকাল ও পরকালের বাস্তবতাকে এইভাবে উপলব্ধি করিয়া বিষয়-বৈভবে অনাসক্তি ও বিরাগ সৃষ্টি করিতে পারিলে নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় যে, ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে। আর কিছু না হউক অন্ততঃ এতটুকু তো অবশ্যই হইবে যে, ক্রোধ প্রকাশ করিবে না এবং সেই অনুযায়ী আমল করিবে না। কেননা, ক্রোধ হইল মোহাব্বতের অনুগামী। সুতরাং মোহাব্বত বিলুপ্ত হইলে ক্রোধও বিলুপ্ত হইতে বাধ্য হইবে। যেমন কোন ব্যক্তির নিকট একটি কুকুর আছে। কিন্তু এই কুকুরের প্রতি তাহার কিছুমাত্র আকর্ষণ ও মোহাব্বত নাই। এখন কোন ব্যক্তি যদি এই কুকুরটিকে মারিয়া ফেলে তবে সে ক্রুদ্ধ হইবে না।

সারকথা হইল, অন্তর হইতে ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হওয়া বড় কঠিন কর্ম বটে। তবে ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস পাওয়া এবং ক্রোধের অনুসরণ না করা ইহাও কম সাফল্য নহে। এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে, প্রথম প্রকারে বর্ণিত জরুরী বস্তুসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেলে মনে কষ্ট অনুভব হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ক্রোধ হওয়া জরুরী নহে। যেমন কেহ গোশত খাওয়ার জন্য একটি ছাগল পালন করিল। এখন সেই ছাগলটি মরিয়া গেলে উহার জন্য দুঃখ হইবে বটে কিন্তু এই কারণে কাহারো উপর ক্রোধ হইবে না। অর্থাৎ কোন বিষয়ে দুঃখ-ভারাক্রান্ত

www.pathagar.com

হওয়ার পাশাপাশি ক্রোধ হওয়াও জরুরী নহে। যেমন অস্ত্রোপাচার করিলে অবশ্যই কষ্ট হয়, কিন্তু যেই ডাক্তার অস্ত্রোপাচার করিলেন তাহার উপর ক্রোধ হয় না। সুতরাং যেই ব্যক্তি আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা পোষণ করে এবং এই কথা বিশ্বাস করে যে, সকল কিছু আল্লাহ পাকের কুদরতের পক্ষ হইতেই হয়, এমন ব্যক্তির অন্তরের কোন কারণেই ক্রোধ জন্মিতে পারে না। কেননা, লেখকের হাতে কলমের মত মাখলুককে সে একটি উসিলা ও মাধ্যমই মনে করিবে। যেমন বাদশাহ কলম দ্বারা কাহারো মৃত্যুদণ্ড লিখিয়া দিলে সে যেমন কলমের উপর ক্রুদ্ধ হয় না, অনুরূপভাবে কেহ তাহার ছাগল জবাই করিয়া খাইয়া ফেলিলে এই কারণেই সে ক্রুদ্ধ হয় না যে, সে মনে করে, এই জবাই ও মৃত্যু আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতেই হইয়াছে। আল্লাহর প্রতি 'হুসনে যন' ও সুধারণার দাবীও ইহাই। অর্থাৎ বান্দা যখন এইরূপ ধারণা করিবে যে, আল্লাহ পাক আমার জন্য যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করেন, তখন রুগ্ন ও ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় সে এই কথাই বিশ্বাস করিবে যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ পাক এই অবস্থার মধ্যেই আমার জন্য খায়ের ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। অবস্থা যখন এইরূপ হইবে, তখন আর কোন কিছুতেই ক্রোধ উৎপত্তি হওয়ার কারণ ঘটিবে না। যেমন কষ্টদায়ক অস্ত্রোপাচারের পরও ডাক্তারের উপর ক্রোধ হয় না। কেননা, তখন সে উহার মধ্যেই নিজের কল্যাণ নিহিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

মোটকথা, আল্লাহ পাকের উপর অবিচল আস্থা ও তাওহীদের উপর মজবুত বিশ্বাসের ফলে এইরূপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাওহীদের এই স্তর এবং আল্লাহর উপর অবচিল আস্থার পর্যায়টি সর্বদা স্থায়ী হয় না। বিদ্যুতের মত সহসা আসিয়া আবার সহসাই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরিণাম ফলে অন্তরকে উসিলার উপরই ভরসা করিতে হয়। বস্তুতঃ তাওহীদের এই স্তরটি স্থায়ী হওয়া যদি সম্ভব হইত, তবে সৃষ্টির সেরা মহামানব সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা অবশ্যই অর্জন করিত পারিতেন। অথচ তিনিও ক্রোধ করিতেন এবং ক্রোধের কারণেই তাঁহার পবিত্র গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিত।

একবার তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আমি মানুষ, মানুষের মত আমারও ক্রোধ হয়। সুতরাং আমি কোন মুসলমানকে গালি দিয়া থাকিলে কিংবা প্রহার করিয়া থাকিলে আমার পক্ষ হইতে এইসব বিষয়কে তাহার জন্য রহমত ও নৈকট্য লাভের কারণ করিয়া দিও।

www.pathagar.com

মানবীয় অন্তরে ক্রোধের স্বাভাবিক বিকাশ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ক্রোধ ও খুশীর সময় আপনি যাহা যাহা বলেন, সেই সব কথা আমি লিখিয়া লইব কি? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, "তুমি লিখিয়া লও। যেই মহান আল্লাহ আমাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা হইতে (অর্থাৎ আমার মুখ হইতে) সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই বাহির হইবে না।"

অর্থাৎ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেন নাই যে; আমি ক্রুদ্ধ হই না। বরং তিনি এরশাদ করিয়াছেন, ক্রোধ আমাকে সত্যের সীমা অতিক্রম করিতে দেয় না। অর্থাৎ, আমি ক্রোধের চাহিদা অনুযায়ী আমল করি না।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার কি হইয়াছে? তোমার শয়তান তোমার নিকট আসিয়াছে কি? হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করিলেন, আপনার শয়তান নাই? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেন থাকিবে না, কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবার পর সে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এখন সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলে না। অর্থাৎ, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এই কথা বলেন নাই যে, আমার শয়তান নাই। বরং তিনি এরশাদ করিয়াছেন, সে আমাকে কোনরূপ অনিষ্টের আদেশ করে না। বলাবাহুল্য এখানে শয়তান দ্বারা ক্রোধ বুঝানো হইয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থিব বিষয়ে কখনো ক্রোধ করিতেন না। আর সত্যের ব্যাপারে ক্রোধ করিলে তাহা কেউ টের পাইত না এবং কেহ তাহার ক্রোধের মোকাবেলাও করিতে পারিত না। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধ যদিও আল্লাহর ওয়াস্তে এবং সত্য বিষয়ের উপর ছিল, তথাপি মোটামুটিভাবে উহাতে উসিলার দখল ছিল। অবশ্য অনেক সময় কোন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় তাহার কোন প্রয়োজনীয় বস্তু ছিনাইয়া লওয়ার পরও তাহার ক্রোধ হয় না। অর্থাৎ এই সময় তাহার মন অন্য দিকে নিমগ্ন হওয়ার কারণেই ক্রোধের অবকাশ হয় না। যেমন

www.pathagar.com

একবার হযরত সোলাইমান (আঃ)-কে কেহ গালি দিলে তিনি বলিলেন, আমলের পাল্লায় আমার নেকী কম হইলে তুমি যাহা বলিয়াছ আমি উহা হইতেও অধম। আর আমার নেকীর পাল্লা ভারী হইলে তোমার কথায় আমার কোন ক্ষতি হইবে না। অর্থাৎ এখানে তাহার মন আখেরাতের প্রতি নিমগ্ন থাকার কারণেই গালি দ্বারা প্রভাবিত হন নাই।

অনুরূপভাবে একবার হযরত রবী' ইবনে খায়সামকে কেহ গালি দিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ পাক তোমার কথা শুনিতেছেন। বেহেশতের এই প্রান্তে একটি ঘাঁটি আছে। আমি যদি সেইটি অতিক্রম করিতে পারি, তবে তোমার কথায় আমার কিছুই আসে যায় না। আর আমি যদি তাহা অতিক্রম করিতে না পারি, তবে তুমি যাহা বলিয়াছ আমি উহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

একবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-কে কেহ গালি গিলে তিনি নিজের নফসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে নফস! তোমার যেই সকল দোষ-ত্রুটি আল্লাহ পাক গোপন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অনেক। অর্থাৎ এই সময় তিনি যেন নিজের দোষ-ত্রুটি অবলোকন করার মধ্যেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি হয়ত ভাবিতেছিলেন, এখনো তিনি আল্লাহ পাকের মারেফাত হাসিল করিতে পারেন নাই। আল্লাহ্ পাককে যেই ভাবে ভয় করা কর্তব্য ছিল সেইভাবে তাহাকে ভয় করা হয় নাই; এমতাবস্থায় যখন তাহাকে গালি দেওয়া হইল, তখন উহা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নাই। কারণ, তিনি তো পূর্ব হইতেই নিজেকে তুচ্ছ নজরে দেখিতেছিলেন।

একবার এক মহিলা হযরত মালেক ইবনে দীনারকে "হে রিয়াকার" বলিয়া গালি দিলে তিনি কিছুমাত্র রাগ করিলেন না। উহার কারণ হইল, তিনি পূর্ব হইতেই নিজেকে "রিয়াকার" ভাবিতেছিলেন। একবার হযরত শা'বীকে কেহ মন্দ বলিলে তিনি বলিলেন, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ পাক আমার অবস্থার উপর রহম করুন, আর তুমি মিথ্যাবাদী হইলে আল্লাহ পাক তোমার অবস্থার উপর রহম করুন।

উপস্থাপিত ঘটনাসমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এইসব বুজুর্গানেদ্বীন ক্রোধ না করার কারণ হইল, তাঁহাদের মন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী বিষয়ে মশগুল ছিল। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, মানুষের কটু মন্তব্য তাহাদের মনে প্রভাব ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। অন্তরে যাহা প্রবল ছিল উহার প্রতিই তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। মোটকথা, মন অন্য কোন বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট থাকা অবস্থায় কোন প্রিয় বস্তু ছিনাইয়া

www.pathagar.com

লওয়া হইলেও অন্তরে ক্রোধ জাগরিত হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ক্রোধ না হওয়ার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ মন অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিমগ্ন থাকা এবং দ্বিতীয়তঃ তওহীদের উপর বিশ্বাস প্রবল হওয়া। তৃতীয় আরেকটি কারণ হইল, মনে এইরূপ বিশ্বাস করা যে, ক্রোধ আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের মোহাব্বতের কারণেই ক্রোধের অনল দমন হইয়া যায়। এইসব আলোচনার সারকথা হইল, অন্তর হইতে ক্রোধের আগুন তখনই নির্বাপিত হইবে, যখন অন্তর হইতে দুনিয়ার মোহাব্বত দূর হইয়া যাইবে। আর দুনিয়ার ক্ষতিকারক বিষয় ও প্রতারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার পরই উহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করা সম্ভব। যেই ব্যক্তি অন্তর হইতে 'রিয়া' এর মোহাব্বত দূর করিতে পারিবে, তাহার পক্ষে ক্রোধ হইতে নিরাপদ থাকা সহজ হইবে। ক্রোধের উপকরণ সমূহের মধ্য হইতে যেই উপকরণটি অন্তর হইতে পরিপূর্ণ রূপে দূর হওয়া সম্ভব নহে, সাধনার মাধ্যমে উহার তীব্রতা উপশম হওয়া সম্ভব। আর উপকরণটি দুর্বল হইলে ক্রোধও দুর্বল হইয়া যাইবে। আল্লাহ্ পাক আপন রহমত দ্বারা আমাদের সকলকে ক্রোধ দমন করার তাওফীক দান করুন।

ক্রোধের কারণ এবং তাহা দূর করার উপায়

রোগ-ব্যাধি দূর করার পূর্বশর্ত হইল, প্রথমে উহার কারণ দূর করিতে হইবে। অনুরূপভাবে ক্রোধের কারণ দূর হওয়ার পরই ক্রোধ দমন হওয়া সম্ভব। সুতরাং ক্রোধের কারণসমূহ এবং উহা দূর করার উপায় কি তাহা জানা আবশ্যক।

একবার হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাধিক কঠোর বিষয় কোন্‌টি। জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ সবচাইতে কঠোর বিষয় হইল আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার কাছাকাছি কঠোর বিষয় কোন্‌টি? তিনি ফরমাইলেনঃ মানুষের ক্রোধ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, ক্রোধ কিসের দ্বারা প্রকাশ হয়? তিনি এরশাদ করিলেন অহংকার, গর্ব, সম্মানের মোহ এবং আত্মমর্যাদাবোধ হইতেই ক্রোধ উৎসারিত হয়।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, ক্রোধ উত্তেজিত হওয়ার কারণ হইলঃ অহংকার, গর্ব, অর্থহীন হাস্য-পরিহাস, মিথ্যা দোষারোপ, জেদ, প্রতারণা এবং অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লালসা ইত্যাদি। শরীয়ত গর্হিত এই সব অভ্যাস থাকা অবস্থায় ক্রোধ দূর হওয়া সম্ভব নহে। বরং বিপরীত গুণ দ্বারাই আত্মার এইসব

www.pathagar.com

ব্যাধি দূর হওয়া সম্ভব। যেমন বিনয় দ্বারা অহংকার এবং নিজেকে চিনার মাধ্যমে আত্মপ্রীতি দূর হওয়া ইত্যাদি। (উহার বিবরণ আমার লিখিত "অহংকার ও প্রতিকার" শীর্ষক কিতাবে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মনে অহংকার আসিলে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, আমিও তো একজন মানুষ। আমার যেইসব দাস-দাসী রহিয়াছে তাহাদের সকলের আদি পিতা একজনই। পরবর্তীতে তাহারা বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত হইয়াছে বটে। কিন্তু আদম সন্তান হিসাবে সকলেই সমান। সুতরাং মানুষ হিসাবে মানুষের উপর আমার গর্ব করিবার কিছু নাই। গর্ব কেবল উত্তম বিষয়েই হইতে পারে। অহংকার, আত্মগরিমা এবং আস্ফালন এইগুলি যদি দূর করা সম্ভব না হইল, তবে আর গর্ব কিসের? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হাত-পা ইত্যাদি তো সকলেরই এক রকম। সুতরাং যেই ব্যক্তির চরিত্র ভাল, কেবল তাহাকেই উত্তম বলা যাইতে পারে। অর্থহীন হাস্য-পরিহাস ও রং তামাশা দূর করার উপায় হইল, সর্বদা নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজে মশগুল রাখা। বিদ্যা আহরণ ও সদগুণসমূহের অন্বেষণে সচেষ্ট থাকা যেন উহার ফলে পারলৌকিক জীবনে সাফল্য অর্জিত হয়। এইভাবে নিজেকে ভাল কাজে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলেই গর্হিত কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফুরসৎ হইবে না।

নিজে ভাল থাকিবে এবং অন্যকেও ভালরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। অন্যথায় তোমার আশেপাশের লোক এবং অন্য যাহাদের সঙ্গে তুমি চলাফিরা কর তাহাদের মন্দ স্বভাবগুলি তোমার মধ্যে সংক্রমিত হইয়া ক্রমে তুমিও মন্দ লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে যেন তোমার কোন কথা ও কাজ অপর কাহারো কষ্টের কারণ না হয়। জীবনে কখনো মানুষের দোষ অন্বেষণ করিবে না। মনে করিবে, কোন ত্রুটিযুক্ত বিষয় মুখে আসাও অন্যায়। আর সর্বদা অর্থহীন বিতর্ক পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। জিদ, প্রতারণা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা।

মোটকথা, যে কোন প্রকার অপরাধে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বে চিন্তা করিবে যে, ইহা মানব বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। অধিক ধন-সম্পদের লালসা দূর করার উপায় হইল, জরুরত পরিমাণ সম্পদের উপরই তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করা। এইসব ক্ষতিকর উপসর্গ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে প্রচুর চেষ্টা-সাধনা ও দীর্ঘ শ্রম আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম যেই বিষয়টি আবশ্যক তাহা হইল, অনিষ্টকর বিষয় ও মন্দ স্বভাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন যেন সেই সবের প্রতি মনে ঘৃণা পয়দা হয়। অতঃপর মন্দ স্বভাবের বিপরীতে যেইসব সদগুণসমূহ উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হইয়াছে, সেইগুলির উপর স্থায়ীভাবে আমল করিতে সচেষ্ট থাকা। এইভাবে সাধনায় ব্রতী হইতে পারিলে স্বভাব হইতে মন্দ বিষয়গুলি দূর হইয়া তদস্থলে সদগুণসমূহ স্থান করিয়া লইবে। এইভাবেই অন্তরের গোটা পরিমণ্ডল যখন পূত-পবিত্র হইয়া উঠিবে, তখন তথা হইতে ক্রোধও দূরীভূত হইবে- যাহা এইসব মন্দ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

জাহেল ও মূর্খ লোকদের ক্রোধের অন্যতম কারণ হইল, তাহারা এই ক্রোধের নাম রাখিয়াছে বীরত্ব, হিম্মত ও সাহসিকতা ইত্যাদি। এইসব চটকদার শীরোনামে প্রতারিত হইয়া তাহারা উহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে এবং উহাকেই মানব স্বভাবের উত্তম বৈশিষ্ট্য মনে করিয়া থাকে। এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হইল, ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ক্রোধমাত্রই নিন্দনীয় নহে। বরং ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় প্রয়োজনেও ক্রোধ অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে যেখানে ক্রোধ ও কঠোরতা অবলম্বন আবশ্যক সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের আকাবেরে দ্বীন যথাযথভাবেই ক্রোধ অবলম্বন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক আলোচনায় আমাদের আকাবেরে দ্বীনের সেইসব প্রশংসনীয় কঠোরতা ও ক্রোধপূর্ণ ঘটনাকে "বীরত্ব ও সাহসিকতা" শীরোনামেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

তো সাধারণ লোকেরাও যেহেতু গুণীজনদের সাদৃশ্যতা এবং তাহাদের অনুকরণকে নিজেদের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করিয়া থাকে, এই কারণেই তাহারা অন্তরের ক্রোধকে উত্তেজিত করে এবং এই উত্তেজিত ক্রোধকে বীরত্ব জ্ঞান করিয়া ক্ষণিকের জন্য হইলেও নিজেকে বুজুর্গানেদ্বীন ও মহাজনদের আসনে কল্পনা করিয়া আহলাদিত হইয়া থাকে। মূর্খদের জ্ঞানের দৈন্যতাই এই অবস্থার অন্যতম কারণ। এই কারণেই দেখা যায় যাহাদের আকল-বুদ্ধি দুর্বল অথবা ত্রুটিযুক্ত, তাহারাই দ্রুত এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সেমতে সুস্থ্যদের তুলনায় রুগ্ন ব্যক্তিগণ, শরীফ ব্যক্তিগণের তুলনায় হীন ব্যক্তিগণ এবং পুরুষদের তুলনায় নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের তুলনায় বৃদ্ধগণ অধিক দ্রুততায় ক্রোধে আক্রান্ত হন। কোন হীন প্রকৃতির ব্যক্তি যদি এক লোকমা আহারও বন্টনে কম পায় কিংবা কোন কৃপণ ব্যক্তির একটি দানাও যদি কোন কারণে বিনষ্ট হইয়া য়ায়, তবে এই সামান্য ক্ষতির কারণেই তাহার ক্রোধের কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আকল ও বুদ্ধি-বিবেচনার দৈন্যতাই ক্রোধের একটি বড় কারণ। তাই বলা হইয়াছে- সেই ব্যক্তিই যথার্থ শক্তিশালী, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে।

www.pathagar.com

উত্তেজনার সময় ক্রোধের প্রতিকার

উপরোক্ত আলোচনায় ক্রোধ দমন করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যেন ক্রোধ অতিরিক্ত উত্তেজিত হইতে না পারে। কিন্তু কোন কারণে ক্রোধ যদি উত্তেজিত হইয়াই পড়ে তবে সেই ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কর্তব্য ও করণীয় কি, এক্ষণে আমরা উহারই আলোচনার প্রয়াস পাইব। ক্রোধের সময় এমন দৃঢ়তার সহিত সংযম অবলম্বন করিতে হইবে যেন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি বেসামাল হইয়া কোনরূপ গর্হিত আচরণ করিয়া না বসে। এলেম ও আমলের অব্যর্থ দাওয়াই দ্বারাই এই দৃঢ়তা ও সংযম হাসিল হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে এলেমকে ছয় পর্যায়ে বিবেচনা করা যাইতে পারে–

১. ক্রোধ দমন করা এবং সংযম ও সহনশীল হওয়ার ফজিলতসমূহ পাঠ করিতে থাকিবে। ফলে হয়ত এই ছাওয়াব ও ফজিলত লাভের আশায় ক্রোধের তীব্রতা দূর হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে। হযরত মালেক ইবনে আউস বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে হুকুম করেন। তখন আমি এই আয়াত পাঠ করিলাম–

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ *

অর্থঃ ক্ষমা কর এবং সৎকাজ কর এবং মূর্খদের হইতে বিরত থাক।
সূরা আ'রাফ– আঃ ১৯৯

হযরত ওমর (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি বার বার পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল– তাঁহার সম্মুখে কোন আয়াত পাঠ করা হইলে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উহার মর্ম অনুধাবন করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতেন। সেমতে এই ক্ষেত্রেও তিনি দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর লোকটিকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

একবার হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। অতঃপর নিজেই নিম্নের আয়াত পাঠ করিতে লাগিলেন–

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ *

অর্থঃ "ক্রোধ হজমকারী ও মানুষকে ক্ষমাকারী। সূরা আল ইমরান– আঃ ১৩৪

এই আয়াত পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, লোকটিকে ছাড়িয়া দাও।

২. নিজেকে আল্লাহ পাকের আজাব হইতে এইভাবে সতর্ক করিবে যে, এই

www.pathagar.com

ব্যক্তির উপর আমার যেই ক্ষমতা, আমার উপর আল্লাহ পাকের তদাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রহিয়াছে। আজ যদি এই ব্যক্তির উপর আমার আক্রোশ ও ক্রোধ কার্যকর করি, তবে রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাকের আজাব ও ক্রোধ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? কেয়ামতের সেই কঠিন দিবসে তো আমারও ক্ষমার প্রয়োজন হইবে। আজ যদি আমি অপরকে ক্ষমা করিয়া দেই, তবে কাল কেয়ামতে হয়ত আল্লাহ পাক আমাকেও ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। এক সহীফায় বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ হে আদম সন্তান! তোমার ক্রোধের সময় যদি আমাকে স্মরণ কর, তবে আমার ক্রোধের সময় আমি তোমাকে স্মরণ করিব।

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক খাদেমকে কোন কাজে প্রেরণ করেন। খাদেম তথা হইতে বেশ বিলম্ব করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বলিলেন, "কেয়ামতের প্রতিশোধ না থাকিলে তোমাকে শাস্তি দিতাম।"

বর্ণিত আছে যে, বনী ইসলাঈলে প্রত্যেক বাদশাহর সঙ্গে একজন করিয়া প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি থাকিত। বাদশাহ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার হাতে একটি চিরকুট দিত। উহাতে লেখা থাকিত- "মিসকীনদের উপর অনুগ্রহ করুন, মৃত্যুকে ভয় করুন এবং কেয়ামতের কথা স্মরণ করুন।" এই চিরকুট দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহর ক্রোধ দমন হইয়া যাইত।

৩. ক্রোধের কারণে পরকালে যেই আজাব হইবে, উহার কথা যদি মনে নাও আসে তবে অন্ততঃ পার্থিব জীবনে উহার কারণে যেইসব অঘটন ও বিপদাপদ আসিতে পারে, উহার কথাই চিন্তা করিবে। অর্থাৎ মনে এইরূপ কল্পনা করিবে যে, আমি যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেছি, সেই ব্যক্তি আমার শত্রুতে পরিণত হইবে এবং নানা উপায়ে আমার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিবে।

৪. ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চেহারা বীভৎস আকার ধারণ করে, নিজের চেহারাকেও ক্রোধের সময় সেইরূপ কল্পনা করিবে যে, ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চেহারা ক্ষেপা কুকুর ও হিংস্র প্রাণীর রূপ ধারণ করে। পক্ষান্তরে ক্রোধ বর্জনকারী ও সহনশীল ব্যক্তির চেহারা আম্বিয়া, আউলিয়া, আলেম ও গুণীজনদের চেহারার মত থাকে। এখন তুমি ক্ষেপা কুকুরের মত চেহারা ধারণ করিবে না মহা পুরুষদের মত চেহারা ধারণ করিবে, তাহা নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখ।

৫. যেই কারণে তুমি প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছ এবং ক্রোধ দমন করিতে

www.pathagar.com

পারিতেছ না, সেই কারণটি কতটা তাৎপর্যবহ তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ। এই পর্যায়ে তুমি নিশ্চিতভাবেই দেখিতে পাইবে যে, শয়তান তোমাকে কুপরামর্শ দিয়া বলিতেছে যে, আজ যদি তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ না কর, তবে প্রতিপক্ষ মনে করিবে তুমি নিতান্ত দুর্বল এবং তাহার ভয়েই তুমি দমিয়া গিয়াছ। আর মানুষের নিকটও তোমাকে খাটো হইতে হইবে। শয়তানের এই পরামর্শের জবাবে তুমি নিজের নফসকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, মানুষের দৃষ্টিতে অপমানিত হইবে বলিয়া আজ তুমি সংযম ও সহনশীলতা অবলম্বন করিতে অপমানবোধ করিতেছ? তোমার আত্মসম্মানবোধ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় বটে। মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হইতে তোমার এত আপত্তি, এত অনীহা; অথচ আল্লাহ, ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণের দৃষ্টিতে অপমাণিত হইতে তোমার কিছুমাত্র আশংকা হইতেছে না? বরং মানুষের তুলনায় তো আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। সুতরাং হে নফস! তোমার নিজের স্বার্থেই ক্রোধ দমন করা কর্তব্য। তা ছাড়া কেহ যদি তোমার উপর জুলুম করিয়াই থাকে তুমি আর উহার কতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে? বরং বিষয়টাকে আল্লাহর হাওয়ালা করিয়া দিলে রোজ কেয়ামতে সেই জালেম আরো অধিক অপমানিত হইবে। উহার চাইতে বরং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেই তুমি সর্ব বিবেচনায় লাভবান হইবে। তুমিকি এই সুযোগ গ্রহণ করাকে উত্তম মনে কর না যে, রোজ কেয়ামতে যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে এই ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, আজ যেই ব্যক্তির বিনিময় আল্লাহর নিকট প্রাপ্য, সেই ব্যক্তি দণ্ডায়মান হও; তখন কেবল সেই ব্যক্তিগণই দণ্ডয়মান হইবে, যাহারা দুনিয়াতে নিজেদের হক ক্ষমা করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং ক্রোধ দমন কর। কেননা, প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াতেই তোমার অপরিমেয় কল্যাণ নিহিত।

৬. মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিবে যে, আমার ক্রোধের কারণ হইতেছে, আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না হওয়া। ইহা তো আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া, ইহা বান্দার পক্ষে শোভন নহে। বরং ইহা অন্তহীন নির্বুদ্ধিতারই ফসল। সম্ভবতঃ এই কারণেই আমার উপর আল্লাহর ক্রোধ আমার ক্রোধের চাইতেও বেশী হইবে। ক্রোধ দমনের আমল হইল মুখে বলিবে–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

অর্থঃ "বিতারিত শয়তান হইতে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি।"

হাদীস শরীফেও ইহা পাঠ করার নির্দেশ রহিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল– হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন কোন বিষয়ে

www.pathagar.com

ক্রোধ করিতেন, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নাক ধরিয়া নিম্নের দোয়া পাঠ করিতে বলিতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَ اَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَ اَجِرْنِيْ مِنْ مُّظِلَّاتِ الْفِتَنِ *

অর্থঃ "আয় আল্লাহ! নবী মোহাম্মাদের রব, আমার গোনাহ ক্ষমা কর, আমার মনের ক্রোধ দূর কর এবং আমাকে গোমরাহকারী ফেৎনা হইতে আশ্রয় দান কর।"

সুতরাং এই দোয়াটি পাঠ করাও মোস্তাহাব।

উপরোক্ত আমল দ্বারাও যদি ক্রোধ দূর না হয় তবে ক্রোধের সময় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকিলে বসিয়া পড়িবে এবং বসা অবস্থায় থাকিলে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িবে। অর্থাৎ নিজেকে একেবারে মাটির নিকটবর্তী করিয়া ফেলিবে যেন অন্তরে এই কথার উপলব্ধি জাগরিত হয় যে, তুমি মাটি হইতেই সৃজিত হইয়াছ এবং একদিন এই মাটির সঙ্গেই মিশিয়া যাইতে হইবে। আশা করা যায় এই আমল দ্বারা নিজের হীনতা ও তুচ্ছতার উপলব্ধি ঘটিবে এবং ক্রোধ দমন হইবে। কেননা, ক্রোধের উৎপত্তি হয় উত্তাপ ও গতিশীলতা হইতে। সুতরাং বসা ও শয়ন দ্বারা যখন এই উত্তাপ ও গতি রোধ হইবে, তখন ক্রোধেরও উপশম হইবে। এই আমলটিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বলা হইয়াছে–

اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوْقَدُ فِي الْقَلْبِ اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى اِنْتِفَاخِ اَوْدَاجِهٖ وَ حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ مِّنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَ اِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَقُمْ *

অর্থ ঃ "ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ যাহা অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হয়। তোমরা কি দেখিতে পাওনা যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ঘাড়ের শিরাগুলি কেমন করিয়া স্ফীত হইয়া তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে? সুতরাং তোমরাও যদি এইরূপ অবস্থার শিকার হও, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকিলে বসিয়া পড়িবে এবং বসা অবস্থায় থাকিলে শুইয়া পড়িবে।"

উহার পরও যদি ক্রোধ দূর না হয় তবে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অজু কিংবা গোসল করিয়া লইবে। কেননা, পানি ব্যতীত আগুন নির্বাপিত হয় না।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

২০১৮–৩

www.pathagar.com

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ بِالْمَاءِ فَإِنَّمَا الْغَضَبُ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যখন কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে যেন পানি দ্বারা অজু করে। কেননা, ক্রোধ আগুন হইতে উৎপন্ন।"

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে অপর একটি রেওয়ায়েত এইরূপ–

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হইতে। শয়তান আগুন দ্বারা সৃজিত এবং আগুন পানি দ্বারা নিভিয়া যায়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেহ ক্রুদ্ধ হইলে সে যেন আজু করে।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে–

أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَ انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيُلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ

অর্থঃ "সাবধান! ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ যাহা আদম সন্তানের অন্তরে বিদ্যামান। তোমরা কি তাহার চক্ষুদ্বয়ের রক্তিম বর্ণ এবং ঘাড়ের স্ফীতি দেখিতে পাওনা? যেই ব্যক্তি নিজের মধ্যে এই অবস্থা দেখিতে পায়, সে যেন নিজের চেহারাকে মাটির সঙ্গে মিলাইয়া দেয়।?

উপরোক্ত হাদীসে সেজদার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। অর্থাৎ মানবদেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ চেহারাটি নিকৃষ্ট বস্তু মাটিতে স্থাপন করা উচিত, যেন নফস তাহার হীনতার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ক্রোধ দমন করিতে পারে যাহা অহংকার ও আত্মগরিমা হইতে উৎসারিত।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে পানি আনাইয়া নাকে দিতে শুরু করিলেন এবং বলিলেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হইতে হয় এবং এই আমল দ্বারা শয়তান দূর হইয়া যায়। এদিকে হযরত উরওয়াহ বিন মোহাম্মদ বলেন, আমি যখন মাদইয়ানের প্রশাসক নিযুক্ত হইলাম তখন আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ! তিনি বলিলেন, কোন কারণে যদি কখনো তোমার ক্রোধ হয়, তখন আসমান ও জমিনের দিকে তাকাইয়া উহার স্রষ্টার আজমত স্বীকার করিয়া লইবে। অর্থাৎ সেজদা করিবে।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তির সঙ্গে হযরত আবু জর (রাঃ)-এর বিবাদ ছিল। একবার তিনি সেই ব্যক্তিকে বলিলেন, হে লাল নারীর সন্তান! নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা জানিতে পারিয়া হযরত আবু জর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি তুমি নাকি তোমার মুসলমান ভাইয়ের মাতাকে গালি দিয়াছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। এই বলিয়া তিনি সেই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া সেই ঘটনা আরজ করিল। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর (রাঃ)-কে বলিলেন, হে আবু জর! তোমার মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখ এবং ইহা উপলব্ধি কর যে, এই ভূপৃষ্ঠে লাল বর্ণ বা কাল বর্ণের উপর তোমার কোন ফজিলত নাই; যতক্ষণ না তোমার আমল উত্তম হইবে। অতঃপর এরশাদ করিলেনঃ ক্রোধের সময় তুমি যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাক তবে বসিয়া পড়িবে, বসা অবস্থায় থাকিলে টেক লাগইবে এবং টেক লাগা অবস্থায় থাকিলে শুইয়া পড়িবে।

মো'তামার বিন সোলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে খুব ক্রুদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিল। একদিন সে তিনটি চিরকুট লিখিয়া তিন ব্যক্তির হাতে দিয়া প্রথম ব্যক্তিকে বলিল, আমি যখন কোন বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইব তখন এই চিরকুটটি আমার হাতে দিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, যখন আমার ক্রোধ কমিয়া আসিবে তখন এই চিরকুটটি আমার হাতে দিবে। তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিল, আমার ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে উপশম হওয়ার পর ইহা আমার হাতে দিবে।

একদিন সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে প্রথম ব্যক্তি আসিয়া সেই চিরকুটটি তাহার হাতে দিল। উহাতে লেখা ছিলঃ "তুমি তাহার পিছনে পড়িয়াছ কেন? তুমি তো তাহার স্রষ্টা নও, বরং তুমিও মানুষ। একদিন হয়ত এমন আসিবে যখন তুমি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।" এই চিরকুট পাঠ করিবার পর তাহার ক্রোধ অনেকটা হ্রাস পাইল। অতঃপর তাহাকে দ্বিতীয় চিরকুটটি দেওয়া হইল। উহাতে লেখা ছিলঃ "তুমি মানুষকে ক্ষমা করিয়া দাও, ফলে আল্লাহ্ তোমার উপর অনুগ্রহ করিবেন।" অতঃপর তাহার হাতে তৃতীয় চিরকুটটি দেওয়া হইল। উহাতে লেখা ছিলঃ "মানুষকে তাহার প্রাপ্য অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া উচিত এবং উহাতেই তাহার সংশোধন নিহিত। অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিই মানুষের আত্মসংশোধনের জন্য যথেষ্ট।"

www.pathagar.com

ক্রোধ হজম করার ফজিলত

আল্লাহ পাক ক্রোধ হজম করার স্থলে এরশাদ করিয়াছেন–

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

"এবং যাহারা ক্রোধকে হজম করে।" সূরা আল ইমরান– আঃ ১৩৪

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

مَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ كَفَّ اللّٰهُ عَذَابَهٗ وَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى رَبِّهٖ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهٗ وَ مَنْ خَذَلَ لِسَانَهٗ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ

অর্থঃ যেই ব্যক্তি তাহার ক্রোধকে বাঁধা দেয়, আল্লাহ পাক তাহার উপর হইতে আজাবকে বাঁধা দিবেন। যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিকট ওজর পেশ করে, আল্লাহ পাক তাহার ওজর কবুল করেন। যেই ব্যক্তি তাহার জিহবাকে সংযত রাখে, আল্লাহ পাক তাহার ত্রুটি গোপন রাখেন।

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেন–

اَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَهٗ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ اَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চিত্ত, যে ক্রোধের সময় নিজের নফসের উপর প্রবল হয় এবং তোমাদের মধ্যে অধিক সংযমী ও সহনশীল সেই ব্যক্তি, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে।

রাসূলে মকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَ لَوْ شَاءَ اَنْ يُّمْضِيَهٗ اِمْضَاءً مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থঃ যেই ব্যক্তি এমন অবস্থায় নিজের ক্রোধ দমন করে যে, ইচ্ছা করিলে সে তাহা অব্যাহত রাখিতে পারিত, তবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন আপন সন্তুষ্টি দ্বারা তাহার অন্তরকে পূর্ণ করিয়া দিবেন।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

مَا جَرَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً اَعْظَمَ اَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থঃ আল্লাহ পাকের রেজা ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে ক্রোধ গিলিয়া

www.pathagar.com

ফেলার সমান ছাওয়াব অপর কোন কিছুর মধ্যে নাই, যাহা বান্দা গলাধঃকরণ করে।

অন্যত্র এলশাদ হইয়াছেঃ ক্রোধপান করা (দমন করা) আল্লাহ পাকের নিকট যত প্রিয় অপর কোন ঢোক পান করা এত প্রিয় নহে। (যেই ব্যক্তি ক্রোধ দমন করিবে) আল্লাহ পাক তাহার অন্তকরণ ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। আরো এরশাদ হইয়াছেঃ যেই ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ দমন করে, (রোজ কেয়ামতে) আল্লাহ পাক গোটা মাখলুকাতের সম্মুখে ডাকিয়া তাহাকে এই অধিকার দান করিবেন যে, সে তাহার ইচ্ছামত যেকোন হুর বাছিয়া লইতে পারিবে।

একবার হযরত লোকমান হেকিম নিজের ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! মানুষের নিকট হাত পাতিয়া নিজের ইজ্জত বিনষ্ট করিও না। আর নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে যদি সচেতন থাক, তবে জীবনে তাহা তোমার উপকারে আসিবে।

হযরত আইউব (আঃ) বলেন, এক মুহূর্তকাল ধৈর্য ধারণ করা বহু অনিষ্ট দূর করার কারণ হয়। অপর এক বিবরণে প্রকাশ– একবার হযরত সুফিয়ান ছাওরী, হযরত আবু খোজাইমা রাবুয়ী এবং হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ একত্রিত হইলেন। এই সময় তাঁহারা যুহদ ও সংসার নির্লিপ্ততা সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে একমত হইলেন যে, সবচাইতে উত্তম আমল হইল ক্রোধের সময় সহনশীল হওয়া এবং লোভের সময় সবর করা।

একদা এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলিল, আপনি ইনসাফের সহিত বিচারকার্য পরিচালনা করেন না এবং বেশী দান করেন না। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) এমন ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চেহারাতে উহার প্রভাব ফুটিয়া উঠিল। তখন এক ব্যক্তি আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কি করিতে চাহিতেছেন? এই ব্যক্তি তো মূর্খ। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ *

অর্থঃ "ক্ষমা অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের হইতে বিরত থাক।" সূরা আ'রাফ– আঃ ১৯৯

এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যথার্থ বলিয়াছ। অতঃপর যেন একটি আগুন নির্বাপিত হইয়া গেল।

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, তিনটি বিষয় একত্রিত হইলে তাহার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

একঃ আনন্দের সময় অপরাধকর্মে প্রবেশ না করা।

দুইঃ ক্রোধের সময় সত্যের সীমা অতিক্রম না করা।

তিনঃ ক্ষমতার সময় যাহা নিজের নহে, তাহা করায়ত্ত না করা।

এক ব্যক্তি হযরত সোলাইমান (রহঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত সোলাইমান বলিলেন, কখনো তুমি ক্রোধ করিও না। লোকটি আরজ করিল, ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এইবার তিনি বলিলেন, তবে ক্রোধের সময় অন্ততঃ তোমার হাতটি মুখের উপর চাপা দিয়া রাখিও।

সহনশীলতার ফজিলত

সহনশীলতা হইল ক্রোধ উত্তেজিত হইতে না দেওয়া এবং তাহা উত্তেজিত হইলেও অবলীলায় তাহা দমন করিতে সক্ষম হওয়া। এই অবস্থাটি ক্রোধ হজম করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, ক্রোধ হজম করার অর্থ হইল, ক্রোধের উত্তেজনার সময় কঠোর মোজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে কৃত্রিমতার সহিত উহা চাপা দিয়া রাখা। আর সহনশীলতা হইল, সহজ-সাবলীল উপায়ে ক্রোধ দমন করার স্বভাবসিদ্ধ উপায়ের নাম যাহা দ্বারা আকল ও বুদ্ধির পূর্ণতা প্রমাণিত হয় এবং ক্রোধ পরাভূত থাকে। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় জোরপূর্বক সহনশীল হওয়ার মাধ্যমেই এই স্বভাব অর্জিত হয়। যেমন হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ وَمَنْ يَّتَخَيَّرُ الْخَيْرَ يُعْطِهِ وَمَنْ يَّتَوَقَّ الشَّرَّ يُوْقِهِ .

অর্থঃ এলেম আসে অনুশীলনের মাধ্যমে এবং সহনশীলতা আসে জোরপূর্বক সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে। যেই ব্যক্তি কল্যাণের ইচ্ছা করে, তাহাকে উহা প্রদান করা হয় এবং যেই ব্যক্তি অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে, সে উহা হইতে নিরাপদ থাকে।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, সহনশীলতা অর্জন করার উপায় হইল, প্রথমে জোরপূর্বক ও মেহনত-মোশাক্কাতের মাধ্যমে সহনশীল হওয়া; যেমন এলেম হাসিল করার প্রাথমিক পর্যায়ে অনুশীলন করিতে হয়।

www.pathagar.com

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ أُطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَ الْحِلْمَ وَ لِيْنُوْا لِمَنْ تُعَلِّمُوْنَ وَ لِمَنْ تَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ وَ لاَ تَكُوْنُوْا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبُ جَهْلُكُمْ عَلٰى عِلْمِكُمْ*

অর্থঃ এলেম অন্বেষণ কর এবং এলেমের সহিত গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা অন্বেষণ কর। তোমরা বিনম্র হও তাহার জন্য, যাহাকে শিক্ষা দাও এবং যাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। আর স্বেচ্ছাচারী আলেম হইও না। অন্যথায় তোমাদের মূর্খতা এলেমের উপর প্রবল হইয়া পড়িবে।

উপরোক্ত হাদীসে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ক্রোধ উত্তেজিত হওয়ার কারণ হইল দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং ইহাই নম্রতা ও সহনশীলতার পথে অন্তরায়।

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِالْعِلْمِ وَ زَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَ اَكْرِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى وَ جَمِّلْنِيْ بِالْعَافِيَةِ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমাকে এলেম দ্বারা সম্পদশালী কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট উচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা কি রূপে? এরশাদ হইলঃ তুমি সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী হও, যে তোমা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যেই ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাহাকে প্রদান কর এবং যেই ব্যক্তি তোমার সঙ্গে মূর্খতা করে, তুমি তাহার সঙ্গে সহনশীলতা প্রদর্শন কর।

এক রেওয়ায়েতে আছে– পাঁচটি বিষয় নবীগণের সুন্নত। যথা– লজ্জাশীলতা, সহনশীলতা, শিঙ্গা লাগানো, মেসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান ব্যক্তি সহনশীলতা দ্বারা এমন মর্যাদা হাসিল করিতে পারে যাহা রাত জাগরণকারী আবেদ ও রোজাদারগণ লাভ করিয়া থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল!

www.pathagar.com

আমার আত্মীয়-স্বজনগণ এমন যে, আমি তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি কিন্তু তাহারা আমার সঙ্গে মন্দ আচরণ করে। আমি তাহাদের সঙ্গে সহনশীলতা প্রদর্শন করি কিন্তু তাহারা আমার সঙ্গে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে। এই কথা শুনিয়া আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তবে তুমি তাহাদের উদরে আগুন ভরিতেছ। অর্থাৎ- তোমার এই দান ও (সৌজন্যমূলক আচরণ) তাহাদের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণকর হইবে না। আর যত দিন তুমি এইরূপ করিতে থাকিবে, ততদিন তুমি আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিল, আয় পরওয়ারদিগার! আমার নিকট এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমি দান-সদকাহ করিতে পারি। তবে আমি কেবল এতটুকু বলিতে পারি যে, কোন মুসলমান আমাকে অপমান করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেই।" এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আল্লাহ পাকের এই ওহী নাজিল হইল যে, আমি ঐ বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْحَلِيْمَ الرَّحِي الْغَنِيَّ الْمُتَعَفِّفَ التَّقِيَّ وَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ
سَائِلَ الْمُلْحِفَ

অর্থঃ আল্লাহ পাক পছন্দ করেন- সহনশীল, লজ্জাশীল, ধনী এবং পবিত্র পরহেজগারকে আর ঘৃণা করেন নির্লজ্জ প্রগলভ, অতিরিক্ত কথক এবং নাছোড় বান্দা হইয়া সওয়ালকারীকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ তিনটি বিষয় এমন যে, কোন মানুষের মধ্যে যদি এই তিনটি বিষয়ের কোন একটিও না থাকে, তবে তাহা আমলের মধ্যে ধর্তব্য নহে। সেই তিনটি বিষয় হইলঃ

'তাক্বওয়া' যাহা তাহাকে আল্লাহর নাফরমানী হইতে বিরত রাখে।

'সহনশীলতা' যাহা নির্বোধকে বিরত রাখে।

'চরিত্র' যাহা দ্বারা সে লোকসমাজে বসবাস করে।

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ রোজ কেয়ামতে যখন আল্লাহ পাক সকল মানুষকে একত্রিত করিবেন, তখন

www.pathagar.com

জনৈক ঘোষক বলিবে, গুণী ব্যক্তিরা কোথায়? তখন স্বল্পসংখ্যক লোকই দাঁড়াইবে এবং বেহেশতের দিকে দৌড়াইয়া যাইবে। এই দৃশ্য দেখিয়া ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা যে দৌড়াইয়া যাইতেছ? তাহারা বলিবে, হাঁ, আমরা গুণিজন। ফেরেশতাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের মধ্যে কি গুণ ছিল। জবাবে তাহারা বলিবে, আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, কেহ আমাদের উপর জুলুম করিলে আমরা ধৈর্যধারণ করিতাম। কেহ আমাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করিলে আমরা তাহা ক্ষমা করিয়া দিতাম। কেহ আমাদের সঙ্গে মূর্খতা করিলে উহার জবাবে আমরা সহনশীলতা প্রদর্শন করিতাম। এই কথা শুনিয়া ফেরেশতাগণ বলিবে, তাহা হইলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, এলেম শিক্ষা কর এবং উহার জন্য গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা অর্জন কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পাওয়ার নাম বরকত নহে। বরং এলেম ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার নামই বরকত। তিনি আরো বলেন, মানুষের মধ্যে গৌরব বোধ করার বিষয় হইল এবাদত। কোন নেক আমল করিতে পারিলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিবে। আর কোন বদ আমল করিলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফার করিবে।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, বিদ্যা আহরণ কর এবং গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা দ্বারা উহাকে সজ্জিত কর। হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রহঃ) বলেন, আকল ও বুদ্ধির স্তম্ভ হইতেছে সহনশীলতা এবং সকল কথার মূল হইল সবর ও ধৈর্যধারণ।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি মানুষকে এমন দেখিয়াছিলাম যেন তাহাদের সমস্ত দেহে কেবল পাতা ছিল এবং উহাতে কোন কাঁটা ছিল না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহাদের সমস্ত দেহটি যেন কন্টকে পরিপূর্ণ এবং উহাতে পাতার কোন নাম-নিশানাও নাই। যদি তাহাদিগকে কিছু বলা হয়, তবে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। আর তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইলে প্রতিদানে তাহারা কস্মিনকালেও ক্ষমা করিতে চাহে না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, অবস্থা যদি এইরূপই হয় তবে আমরা তাহাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করিব? তিনি বলিলেন, তাহারা যদি তোমাদের সঙ্গে কোন মন্দ আচরণ করে, তবে তোমরা উহার কোন প্রতিউত্তর করিও না। কেয়ামতের দিন যখন তোমরা নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইবে, তখন আজিকার এই আচরণটি তোমাদের সহায়ক হইবে।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সহনশীল ব্যক্তির সহনশীলতার প্রথম পুরস্কার হইল, সমস্ত মানুষ তাহার পক্ষাবলম্বনপূর্বক তাহার অনিষ্টকারীর বিরুদ্ধাচরণ করে। হযরত মোআবিয়া (রাঃ) বলেন, প্রবৃত্তির উপর সবর প্রবল হওয়া এবং মূর্খতার উপর সহনশীলতা প্রবল হওয়ার পূর্বে মানুষ ইজতিহাদ বা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছাইতে সক্ষম হয় না। একবার তিনি হযরত আমর ইবনুল আছামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের মধ্যে বীর পুরুষ কে? তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি আপন সহনশীলতা দ্বারা মূর্খতাকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সবচাইতে বড় দানশীল কে? জবাবে হযরত আমর ইবনুল আছাম বলিলেন, দুনিয়াতে যেই ব্যক্তি ধর্মীয় কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ * وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ *

অর্থঃ "তখন দেখিবেন আপনার সঙ্গে যেই ব্যক্তির শত্রুতা রহিয়াছে; সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই চরিত্র তাহারাই লাভ করে, যাহারা সবর করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তাহারাই হয়, যাহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।"

সূরা হা-মিমসিজদাহ– আঃ ৩৪-৩৫

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এখানে সেই ব্যক্তির কথা বুঝানো হইয়াছে, যাহাকে তাহার কোন ভাই গালি দিলে জবাবে সে বলে, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাক তবে আল্লাহ্ পাক তোমাকে ক্ষমা করুণ, আর তুমি সত্যবাদী হইলে আল্লাহ্ পাক আমাকে ক্ষমা করুন। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, একবার আমি কোন কারণে বসরা নগরীর এক ব্যক্তিকে গালি দিলাম। কিন্তু লোকটি উহার কোন জবাব না দিয়া নীরবে ধৈর্য ধারণ করিল। তাহার এই আচরণের ফল এই দাঁড়াইল যে, অতঃপর যেন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমি তাহার কেনা গোলামের মত হইয়া রহিলাম।

হযরত মোআবিয়া (রাঃ) একবার এরাবা ইবনে আউস আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপে তোমার সম্প্রদায়ের সরদার হইলে? জবাবে তিনি বলিলেন, আমার সম্প্রদায়ের জাহেল ও মূর্খ লোকদের সঙ্গে আমি সহনশীলতা প্রদর্শন করি। কেহ আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে দান করি এবং তাহার অভাব মোচনের চেষ্টা করি। সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার মত কাজ করিবে, সে আমার মত হইবে, যেই ব্যক্তি আমার চাইতেও

উত্তম কাজ করিবে, সে আমার তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইবে। আর যেই ব্যক্তি আমার চাইতে কম কাজ করিবে, আমি তাহার চাইতে উত্তম হইব।

একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি গালি দিল। লোকটি তথা হইতে চলিয়া যাইবার পর তিনি স্বীয় খাদেম আকরাম (রাঃ)-কে বলিলেন, তুমি আগাইয়া দেখ, লোকটির কোন প্রয়োজন আছে কি-না। যদি তাহার কোন অভাব থাকে তবে তাহা মোচন করিয়া দাও। খাদেম তাহাই করিল। হযরত ইবনে আব্বাসের এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ লোকটি এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যেন সহসা কেহ তাহার মাথায় কলসের পানি ঢালিয়া দিয়াছে। অতঃপর সে অবনত মস্তকে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

একদা এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)-এর সম্মুখে আসিয়া বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি একজন ফাসেক। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহসা জবাব দিলেন, "তোমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে।

একবার হযরত ইমাম জয়নুল আবেদ্বীন (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি গালি দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের গায়ের চাদরটি তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন এবং তাহাকে একশত দেরহাম দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, এই তুচ্ছ দুনিয়া হইতে তিনি পাঁচটি বিষয় হাসিল করিয়াছেন।

১. সহনশীলতা

২. কষ্ট দমন করা

৩. যেই ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ হইতে দূর করে, তাহাকে এমন গর্হিত আচরণ হইতে মুক্ত করা

৪. লজ্জিত হওয়া এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য তওবা করা

৫. অনিষ্ট করার পর অনিষ্টকারীর প্রশংসা করা।

এক ব্যক্তি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)-এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, কিছু লোকের সঙ্গে আমার বিবাদ আছে। আমি এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে চাহিতেছি, কিন্তু লোকেরা বলে, ইহাতে আমি অপমানিত হইব। হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলিলেন, জালেম ব্যক্তিই অপমানিত হয়, তোমার কোন অপমান নাই। হযরত খলীল ইবনে আহমাদ (রহঃ) বলেন, ইহা একটি প্রসিদ্ধ কথা যে, কোন ব্যক্তির অন্যায় আচরণের জবাবে যদি তাহার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়, তবে উহার ফলে তাহার মধ্যে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, অতঃপর আর সে অনুরূপ অন্যায় আচরণ করিতে পারে না।

www.pathagar.com

হযরত আহনাফ বিন কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি সহনশীল নহি বটে, তবে জোর করিয়া সহনশীলতা প্রদর্শন করিয়া থাকি। হযরত ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি অনুগ্রহ করে, তাহার উপরই অনুগ্রহ করা হয়।

যেই ব্যক্তি নীরব থাকে, সে বাঁচিয়া যায়।

যেই ব্যক্তি মূর্খতা করে, সে প্রবল হয়।

যেই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে, সে ভুল করে।

যেই ব্যক্তি অন্যায়ের লোভ করে, সে উহা হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে না।

যেই ব্যক্তি অযাচিতভাবে মানুষের কথায় দখল দেয়, তাহার কপালে গালি জোটে।

যেই ব্যক্তি অপরাধকে অপরাধ মনে করে না, সে গোনাহগার হয়। আর অপরাধকে অপরাধ মনে করিলে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

যেই ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলে, সে নিরাপদ থাকে।

যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে মোহতাজ হয়।

যেই ব্যক্তি আল্লাহর আজাবকে ভয় করে না, সে লাঞ্ছনা ভোগ করে।

যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে, সে কামিয়াব হয়।

এক ব্যক্তি প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি শুনিতে পাইয়াছি, আপনি নাকি আমাকে মন্দ বলিয়াছেন? জবাবে তিনি বলিলেন, তবে তো তুমি আমার নিকট আমার প্রাণ অপেক্ষা উত্তম বলিয়া সাব্যস্ত হইলে। অর্থাৎ আমার নফ্স নেকী করিয়াছে এবং উহা আমি তোমাকে হাদিয়া করিয়া দিলাম।

জনৈক আলেম বলিয়াছেন, সহনশীলতা আকল অপেক্ষা উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ পাকের নাম হালীম (সহনশীল) বলা হয়। আকীল (আকলমন্দ) বলা হয় না। এক বক্তি জনৈক তত্ত্বজ্ঞাণী বুজুর্গ ব্যক্তিকে বলিল, আমি আপনাকে এমন পঁচা গালি দিব যে, উহা কবর পর্যন্ত আপনার সঙ্গে যাইবে। বুজুর্গ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, উহা তোমার কবরেই যাইবে।

একদা হযরত ঈসা (আঃ) কতিপয় ইহুদীর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে কটু মন্তব্য করিলে জবাবে তিনি তাহাদের কল্যাণ কামনা করিলেন। উপস্থিত লোকেরা বিস্মিত হইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! ইহুদীদের মন্দ আচরণের জবাবে আপনি তাহাদের সঙ্গে ভাল

www.pathagar.com

আচরণ করিলেন কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, মানুষের অবস্থা হইল, তাহার ভিতর যাহা থাকে উহাই সে অপরকে প্রদান করে।

হযরত লোকমান হেকীম (রহঃ) বলেন, তিন ক্ষেত্রে তিন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১. সহনশীল ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ক্রোধের সময়।

২. বীর পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় যুদ্ধের সময়।

৩. বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায় বিপদের সময়।

একবার জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী হাকীমের নিকট তাহার এক বন্ধু আসিলে তিনি তাহার সম্মুখে খাবার পরিবেশন করিলেন। এদিকে হাকীমের স্ত্রী ছিল ভিষণ ক্রুদ্ধ স্বভাবের। সে মেহমানের সম্মুখ হইতে দস্তরখানটি তো উঠাইয়া লইলই, সেই সঙ্গে গৃহকর্তাকেও গালাগাল করিতে লাগিল। এই আকস্মিক ঘটনায় মেহমান যারপর নাই অপ্রস্তুত হইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হাকীম তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিলেন, বন্ধু! তোমার কি সেই ঘটনা মনে আছে। একদিন আমরা কতিপয় ব্যক্তি তোমার ঘরে খানা খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় কোথা হইতে একটি মুরগী আসিয়া দস্তরখানের সমুদয় খাবার নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সেই দিন কি আমরা কেহ মুরগীটির উপর রাগ করিয়াছিলাম? বন্ধু বলিলেন, না। এইবার হাকীম বলিলেন, তবে আজিকার ঘটনাটিকেও অনুরূপই মনে কর। এই কথা শুনিয়া বন্ধুটি হাসিয়া ফেলিলেন এবং তাহার মনের কষ্ট দূর হইয়া গেল। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিলেন, বাস্তবিক, সহনশীলতা হইল, সর্বপ্রকার কষ্ট ও মুসীবতের দাওয়াই।

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যেই পরিমাণ কথা বলা জায়েয

অন্যায়-অপরাধ ও জুলুমের জবাবে নিজেও অনুরূপ অন্যায় আচরণ করা ইহা জায়েয নহে। যেমন কেহ গীবত করিলে তাহার নামেও গীবত করা এবং কেহ গালি দিলে তাহাকেও গালি দেওয়া ইহা জায়েয নহে। তবে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়ত যেই সীমা নির্ধারণ করিয়াছে সেই পরিমাণই জায়েয। সুতরাং গালির জবাবে গালি দেওয়া কোনক্রমেই উচিৎ নহে। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اِنِ امْرِؤٌ عَيَّرَكَ بِمَا فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا فِيْهِ اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ

অর্থাৎ- যদি কেহ তোমার অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া তোমাকে লজ্জা দেয়, তবে তুমিও তাহার অপরাধের কথা উল্লেখপূর্বক তাহাকে লজ্জা দিওনা। যাহারা পরস্পরকে গালি দেয় তাহারা উভয়েই শয়তান। পরস্পর তাহারা মিথ্যা বলে।

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালি দিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা নীরবে শুনিয়া গেলেন। অতঃপর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে শুরু করিলেন, তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন লোকটি আমাকে মন্দ বলিতেছিল, তখন আপনি নীরব ছিলেন। এখন আমি উহার প্রতিশোধ লইতে চাহিবামাত্র আপনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন, ইহার কারণ কি? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যতক্ষণ তুমি নীরব ছিলে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তোমার পক্ষ হইতে জবাব দিতেছিল। অতঃপর যখনই তুমি বলিতে শুরু করিলে তখনই ফেরেশতাগণ চলিয়া গেল এবং তদস্থলে শয়তানের আগমন ঘটিল। সুতরাং যেই মজলিসে শয়তান বিদ্যমান সেখানে অবস্থান করা আমার ইচ্ছা নহে।

কেহ কেহ বলেন, মোকাবেলা ও বিতর্কের সময় এমন কথা বলা জায়েয, যাহাতে কোনরূপ মিথ্যার সংমিশ্রণ নাই। অবশ্য হাদীসে এই ক্ষেত্রে সাবধানতার কারণেই এইরূপ কথা বলিতেও নিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এমন কথা বর্জন করাও ভাল, তবে বলিলে গোনাহগার হইবে না। যেমন এইরূপ বলা যে, তুমি কে? তুমি কি অমুকের সন্তান নও? এই জাতীয় একটি ঘটনর উদাহরণ হইলঃ একবার হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলিলেন, তুমি কি বনী হুজাইলের একজন নও? জবাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-ও বলিলেন, তুমি কি বনী উমাইয়ার দলভুক্ত নও?

অনুরূপভাবে কাহাকেও আহাম্মক ও নির্বোধ বলাও জায়েয। কেননা, হযরত মুতরিফ (রহঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী সকল মানুষই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে নির্বোধ বটে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোন মানুষের জ্ঞানই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ নহে। এই বিষয়ে কম-বেশ অজ্ঞতা সকলের মাঝেই বিদ্যমান। হাদীসে পাকে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে এইরূপই বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে কোন মানুষকে 'জাহেল' বলাও জায়েয। কেননা, সকল মানুষের মধ্যেই কোন না

www.pathagar.com

কোনরূপ জেহালাত ও মূর্খতা অবশ্য বিদ্যমান। অর্থাৎ এই জাতীয় কথা দ্বারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে বটে কিন্তু তাহা মিথ্যা হয় না। এমনিভাবে মানুষকে দুশ্চরিত্র, বেহায়া ইত্যাদি বলার ক্ষেত্রে শর্ত হইল, এইসব খারাপ অবস্থাগুলি তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে হইবে। তবে কাহারো চোগলখোরী ও গীবত করা এবং মাতাপিতাকে গালি দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

একবার হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) ও হযরত সায়াদের (রাঃ) মধ্যে কি কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি হযরত সায়াদের সামনে হযরত খালেদ বিন ওলীদকে কিছু বলিতে চাহিলে হযরত সায়াদ তাহাকে বাঁধা দিয়া বলিলেন, আমাদের মাঝে এমন কিছু সৃষ্টি হয় নাই যাহা দ্বারা আমাদের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অর্থাৎ আমাদের এই বিরোধ এমনই মামুলী যে, উহা দ্বারা আমরা কেহই গোনাহগার হইব না। এমনকি মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার পর একে অপরের অনিষ্টসাধন তো দূরের কথা, বরং এই ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির কোন মন্তব্য শুনিতেও তাহারা প্রস্তুত ছিলেন না।

মোটকথা, যেই কথা মিথ্যা কিংবা হারাম নহে তাহা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে বলা জায়েয। নিম্নোক্ত হাদীস ইহার প্রমাণ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার নবী পত্নীগণ সকলে মিলিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিতার নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, আপনার পত্নীগণ আমাকে আপনার খেদমতে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, আপনি যেন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কেও তাহাদের মতই মনে করেন। এই সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত ছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বক্তব্যের জবাবে তিনি ফরমাইলেনঃ হে ফাতেমা! আমি যাহাকে মোহাব্বত করি, তুমিও তাহাকে মোহাব্বত করিবে কি? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেনঃ তাহা হইলে তুমি আয়েশাকে মোহাব্বত কর। হযরত ফাতেমা (রাঃ) নবী পত্নীগণের নিকট গিয়া এই কথা জানাইলে তাঁহারা বলিলেনঃ অর্থাৎ তুমি কিছুই করিতে পারিলে না এবং খালি হাতেই ফিরিয়া আসিলে। অতঃপর তাঁহারা হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-কে পাঠাইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, জয়নব আমার সমান মোহাব্বত প্রত্যাশা করিতেন। তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, আবু বকরের কন্যা এইরূপ, এইরূপ ইত্যাদি। অর্থাৎ এইভাবে তিনি আমার সম্পর্কে

www.pathagar.com

অনেক মন্তব্য করিলেন। আমি তাহা নীরবে শ্রবণ করিতেছিলাম। আর তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন যেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকেও উহার জবাব দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। পরে আমাকে অনুমতি দেওয়ার পর আমি এত অধিক বলিলাম যে, কথা বলিতে বলিতে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। এই পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকরের কন্যার অবস্থা দেখিলে তো? তাহার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তোমার নাই।

এখানে লক্ষনীয় বিষয় হইলঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত জয়নব (রাঃ) সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন উহাতে কোনরূপ অশ্লীলতা ও মিথ্যার লেশমাত্র ছিল না। বরং তিনি কেবল হযরত জয়নব (রাঃ)-এর কথার ঠিক ঠিক জবাবই দিয়াছিলেন।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ *

অর্থাৎ– "দুইজন গালাগালকারী যাহা কিছু বলে, উহাতে যে শুরু করে তাহার উপরই বর্তায়; যতক্ষণ না মজলুম ব্যক্তি সীমা লংঘন করে।"

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, মজলুম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার স্বীকৃত। তবে শর্ত হইল, সে যেন সীমা লংঘন না করে।

মোটকথা, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ যেই প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়াছেন, উহার অর্থ হইলঃ যেই পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হইয়াছে কেবল সেই পরিমাণই প্রতিশোধ লওয়া যাইবে, উহার অতিরিক্ত নহে। তবে ইহাও বর্জন করা উত্তম। কেননা, উহার ফলে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘিত হওয়ার আশংকা থাকে এবং নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। সুতরাং জবাব না দিয়া নীরবতা অবলম্বনই নিরাপদ।

সারকথা হইল, ক্রোধ এমন এক ভয়ানক ব্যাধি যে, উহাকে যথাযথভাবে দমন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কতক মানুষ ক্রোধের উত্তেজনার সময় আত্মসংবরণ করিতে ব্যর্থ হয়। আবার কতক মানুষ শুরু অবস্থায় ক্রোধ করে না বটে, কিন্তু পরবর্তীতে এই পাচাপড়া ক্রোধ চিরদিনের জন্য অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আকারে অবস্থান করিতে থাকে। এই বিবেচনায় মানুষ মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক ঃ যাহারা শুষ্ক ঘাষের মত দ্রুত জ্বলিয়া উঠিয়া আবার দ্রুতই নিভিয়া যায়।

www.pathagar.com

দুই ঃ যাহারা পাথরের কয়লার মত অতি বিলম্বে প্রজ্বলিত হয় এবং বিলম্বেই নির্বাপিত হয়।

তিন ঃ যাহারা ভিজা লাকাড়ির মত জ্বলিয়া পরে আবার দ্রুতই নিভিয়া যায়। এই অবস্থাটি খুবই ভাল, তবে শর্ত হইল নম্রতা যেন অসম্মানের কারণ না হয়।

চার ঃ যাহারা সহসা জ্বলিয়া উঠে কিন্তু নির্বাপিত হয় বিলম্বে। এই অবস্থটি সবচাইতে নিকৃষ্ট। কেননা, হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছেঃ "মোমেন দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুতই শান্ত হইয়া যায়।" অর্থাৎ দ্রুত শান্ত হওয়ার ফলে দ্রুত ক্রুদ্ধ হওয়ার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তিকে ক্রোধের কথা বলিবার পরও ক্রুদ্ধ হয় না, সে গর্দভ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ মানুষ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কতক লোক এমন আছে যাহারা বিলম্বে ক্রুদ্ধ হয় এবং পরে দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। আবার কতক লোক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু পরে আবার তাহা দ্রুতই দমন হইয়া যায়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যেন এক বিষয়ের ক্ষতি অন্য বিষয় দ্বারা পূরণ হইয়া যায়। অপর এক শ্রেণীর লোকের অবস্থা হইল তাহারা অতিদ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাদের এই ক্রোধ উপশম হইতে বেশ বিলম্ব হয়। বর্ণিত শ্রেণী সমূহের মধ্যে সব চাইতে উত্তম সেই ব্যক্তি যার ক্রোধ হয় বিলম্বে কিন্তু উহা দ্রুত দমন হয়। আর সব চাইতে মন্দ সেই ব্যক্তি, যাহার ক্রোধ হয় দ্রুত এবং শান্ত হয় বিলম্বে।

ক্রোধের উত্তেজনা সকল মানুষের মধ্যেই অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্রিয়া করে বিধায় শাসকদের পক্ষে ক্রোধের সময় কাহাকেও শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। কেননা, ক্রোধের সময় শাস্তি দিলে উহা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে। এই কারণেই কেবল আল্লাহর নিকট অপরাধ করার কারণেই শাস্তি দেওয়া যাইবে। অর্থাৎ নিজের স্বার্থের কারণে শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

কথিত আছে যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক মাতালকে শাস্তি দিতে চাহিলেন। কিন্তু এই সময় মাতাল তাঁহাকে গালি দিলে তিনি শাস্তিদান হইতে বিরত রহিলেন। উপস্থিত লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, শাস্তিযোগ্য লোকটি গালি দেওয়ার কারণে আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, লোকটি গালি দেওয়ার কারণে আমার মনে তাহার প্রতি ক্রোধ জন্মিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাকে শাস্তি দিলে উহাতে আমার

www.pathagar.com

ক্রোধেরও সম্পর্ক থাকিত। কিন্তু আমি চাই যেন আমার নিজের ক্রোধের কারণে কোন মুসলমানকে শাস্তি না দেই। অনুরূপভাবে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিলে তিনি বলিলেন, তুমি যদি আমার ক্রোধ উত্তেজিত করিয়া না তুলিতে, তবে এখন তোমাকে শাস্তি দিতাম।

বিদ্বেষের সংজ্ঞা, উহার পরিণতি এবং নম্রতার ফজিলত

মানুষ যখন ক্রোধের প্রতিশোধ লইতে ব্যর্থ হয়, তখন বাধ্য হইয়া ক্রোধ হজম করিয়া লইতে হয় এবং উহার ফলে সেই ক্রোধ অন্তরে পতিত হইয়া তাহা বিদ্বেষে পরিণত হয়। বিদ্বেষের অর্থ হইতেছে, কাহাকেও অসহ্য মনে করা এবং সর্বদা অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা। ইহা নিষিদ্ধ। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحُقُوْدٍ

অর্থাৎ– "মোমেন বিদ্বেষপরায়ণ হয় না।"

বিদ্বেষ মূলতঃ ক্রোধেরই পরিণতি এবং উহা হইতে আটটি বিষয় উৎপন্ন হয়।

১. হিংসা। অর্থাৎ বিদ্বেষের কারণেই অপরের নিকট হইতে নেয়মতের অবসান কামনা করা হয়। সেই ব্যক্তি কোনরূপ নেয়মত প্রাপ্ত হইলে তাহা দেখিয়া অন্তর জ্বলিয়া যায় এবং সে বিপদে পতিত হইলে অন্তরে পুলক অনুভব হয়।

২. অন্তরে হিংসা এমন বৃদ্ধি পাওয়া যে, কাহারো বিপদ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করা।

৩. অপরাপর মানুষ হইতে পৃথক হইয়া থাকা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা– যদিও তাহারা সম্পর্ক বজায় রাখিয়া নিকটে আসিতে চাহে।

৪. অপরকে হাকীর ও নিকৃষ্ট মনে করা।

৫. অপর সম্পর্কে অন্যায় মন্তব্য করা। যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা এবং তাহার গোপন তথ্য ফাঁস করিযা দেওয়া ইত্যাদি।

৬. সেই ব্যক্তির সঙ্গে হাসি-মজাক ও কৌতুক করা।

www.pathagar.com

৭. তাহাকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়া।

৮. তাহার কোন পাওনা থাকিলে তাহা পরিশোধ না করা। যেমন টাকা-পয়সা বা অন্য কোন দ্রব্য তাহার নিকট হইতে করজ আনিয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ না করা বা জোরপূর্বক কিছু আনিয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ না করা বা জোরপূর্বক কিছু আনিয়া থাকিলে তাহা ফেরৎ না দেওয়া ইত্যাদি।

বর্ণিত আটটি বিষয়ই হারাম। বিদ্বেষের সর্বনিম্ন স্তর হইতেছে, উপরোক্ত আটটি বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং শুধুমাত্র অন্তরে অপরকে খারাপ জানা। আর পূর্বে তাহার সঙ্গে যাহা যাহা করা হইত তাহা না করা। যেমন তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত না হওয়া, সদয় আচরণ ও দান-খয়রাত না করা, তাহার অভাব মোচনে আগাইয়া না আসা ইত্যাদি। এই সকল কারণে দ্বীনদারীতে মানুষের মর্যাদা হ্রাস পাইলেও শাস্তির যোগ্য হয় না।

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) মেসতাহ্কে কিছু দিবেন না বলিয়া শপথ করিলেন। মেসতাহ তাহার আত্মীয় ছিলেন বটে, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে তাহার কিছু ভূমিকা ছিল। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়–

وَ لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْا أُولِي الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তাহারা যেন কসম না খায় যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদিগকে কিছুই দিবে না। তাহাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিৎ। তোমরা কি ইহা কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন।" সূরা নূর– আঃ ২২

উপরোক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা অবশ্য মাগফেরাত ও ক্ষমা পছন্দ করি। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বেকার দান-খয়রাত পুনর্বহাল করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, ইতিপূর্বেকার আচার-আচরণ অব্যাহত রাখাই উত্তম। তবে মনের উপর জোর দিয় যদি শয়তানের বিরুদ্ধাচরণপূর্বক কিছু বেশী দান করা হয়, তবে ইহাকে ছিদ্দিকীনগণের স্তর মনে করা হইবে।

www.pathagar.com

এহসান ও ক্ষমার ফজিলত

অপরের নিকট নিজের কোন প্রাপ্য থাকিলে তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার নাম ক্ষমা। যেমন কোন ব্যক্তির বরাবরে কেসাস বা কোনরূপ ঋণ থাকিলে উহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া ইত্যাদি। ইহা একটি প্রশংসনীয় কর্ম। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ *

অর্থঃ ক্ষমা কর এবং সৎকাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের হইতে বিরত থাক।"

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَ اِنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ ক্ষমা করা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। সূরা বাক্বারা– আঃ ২৩৭

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ তিনটি বিষয় আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

প্রথমতঃ দান করিলে ধন কমে না। সুতরাং দান-খয়রাত করা উচিৎ।

দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের প্রাপ্য ছাড়িয়া দেয়, তবে রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাক তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

তৃতীয়তঃ যেই ব্যক্তি নিজের জন্য সওয়ালের দরজা উন্মুক্ত করে (অর্থাৎ ভিক্ষা করা শুরু করে) আল্লাহ পাক তাহার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলিয়া দেন। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اَلتَّوَاضُعُ لَا يَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا رَفْعَةً فَتَوَاضَعُوْا يَرْفَعُكُمُ اللّٰهُ وَ الْعَفْوُ لَا يَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا عِزًّا فَاعْفُوْا يُعِزَّكُمُ اللّٰهُ وَ الصَّدَقَةُ لَا يَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوْا يَرْحَمْكُمُ اللّٰهُ *

অর্থাৎ– বিনয় কেবল মানুষের মর্যাদাই বৃদ্ধি করে। সুতরাং তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন। (অনুরূপভাবে) ক্ষমা কেবল মানুষের মর্যাদাই বৃদ্ধি করে। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ইজ্জত দান করিবেন। দান-সদকাহ কেবল প্রাচুর্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং তোমরা দান কর, আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিবেন।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো প্রাপ্য সমূহের প্রতিশোধ লইতেন না। তবে কেহ আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ বিষয় লংঘন করিলে তিনিই সবচাইতে অধিক রাগান্বিত হইতেন। তিনি আরো বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন দুইটি বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইলে তিনি তুলনামূলক সহজ বিষয়টি গ্রহণ করিতেন- যদি উহাতে কোন গোনাহ না হইত।

হযরত ওকবা (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। কিন্তু আমি বলিতে পারিব না, তখন আমি প্রথমে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলাম না তিনি আমার হাত ধরিয়াছিলেন। এই সময় তিনি এরশাদ করিলেন, হে ওকবা! ইহকাল ও পরকালে মানুষের যেই চরিত্রটি উত্তম আমি তোমাকে তাহা বলিয়া দিতেছি- যেই ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাহাকে দান কর এবং যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, এলাহী! মানুষের মধ্যে আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কে? এরশাদ হইলঃ যেই ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করিয়া দেয়। হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর নিকট লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী কে? জবাবে তিনিও ইহাই বলিয়াছিলেন যে, ক্ষমতা থাকার পরও যেই ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয়, সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তোমরাও ক্ষমা করিয়া দাও; ফলে আল্লাহ পাক তোমাদের ইজ্জত রাড়াইয়া দিবেন।

একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া নিজের কিছু প্রাপ্যের বিষয়ে অভিযোগ করিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সেই প্রাপ্য আদায় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং কথা প্রসঙ্গে বলিলেন-

إِنَّ الْمَظْلُوْمِيْنَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ- "মজলুমগণই কেয়ামতের দিন সফলকাম হইবে।"

এই কথা শুনিয়া লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাপ্য ক্ষমা করিয়া দিল।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে মকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

إِذَا ابْعَثَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَادٰى مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ثَلَاثَةَ اَصْوَاتٍ يَا مَعْشَرَ الْمُوَحِّدِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَلْيَعْفُ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ

অর্থাৎ রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাক যখন মাখলুকাতকে উঠাইবেন, তখন জনৈক ঘোষক আল্লাহর আরশের তলদেশ হইতে তিনবার আওয়াজ করিয়া এই ঘোষণা দিবে যে, হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং তোমরাও একে অপরকে ক্ষমা করিয়া দাও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পর বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে তাশরীফ লইয়া যান। অতঃপর বাইতুল্লাহর চৌকাঠ ধরিয়া সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আজ আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? লোকেরা আরজ করিল, আপনি আমাদের ভ্রাতা ও পিতৃব্যপুত্র এবং অত্যন্ত মেহেরবান। তাহারা পর পর তিনবার এই মন্তব্য করিল। অতঃপর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেনঃ আজ আমি সেই কথাই বলিব, যাহা আমার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছিলেন–

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

অর্থঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিক মেহেরবান।"

বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা আল্লাহর নবীর মুখে এই কথা শুনিয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া আসিল, যেমন কবর হইতে মানুষ বাহির হইয়া আসে। অতঃপর তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া গেল।

হযরত সোহেল বিন আমর (রাঃ) উপরোক্ত ঘটনাটি এইভাবে নকল করিয়াছেন– মক্কা বিজয়ের পর যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোকাররমায় আগমন করেন, তখন লোকেরা তাঁহার চতুর্দিকে আসিয়া জড়ো হইল। এই সময় তিনি বাইতুল্লাহ শরীফের চৌকাঠে উভয় হাত স্থাপনপূর্বক এই দোয়া পাঠ করিলেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ *

অর্থাৎ– আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনি একক এবং

www.pathagar.com

তাঁহার শরীক নাই। তিনি স্বীয় ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন এবং নিজ বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাস্থ করিয়াছেন।

অতঃপর সমবেত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কোরায়েশ সম্প্রদায়! আজ আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সম্পর্কে আমরা সুধারণা পোষণ করিতেছি। অর্থাৎ আপনি আমাদের দয়ালু ভ্রাতা এবং মেহেরবান ভ্রাতুস্পুত্র। আজ আমরা সকলেই আপনার নিয়ন্ত্রণে। অতঃপর রাহমাতুল লিল আলামীন এরশাদ ফরমাইলেনঃ আজ আমি সেই কথাই বলিব, যাহা আমার ভাই ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছিলেন-

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

অর্থাৎ- আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তিনি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিক মেহেরবান।
সূরা ইউসুফ- আঃ ৯২

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ কেয়ামতের মাঠে যখন সকল মানুষ দণ্ডায়মান হইবে, তখন জনৈক ঘোষক এই ঘোষণা দিবে- যেই ব্যক্তির মজদুরী আল্লাহ পাকের নিকট রক্ষিত, সে যেন অগ্রসর হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, এমন কে আছে যার মজদূরী আল্লাহ পাকের নিকট রক্ষিত? ঘোষক বলিবে, দুনিয়াতে যাহারা মানুষকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিল, তাহারাই সেই ব্যক্তি। অতঃপর বহু মানুষ উঠিয়া আসিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনটি বিষয় এমন যে, কোন ব্যক্তি যদি ঈমানের সহিত উহা সম্পাদন করে, তবে বেহেশতের যে কোন ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং নিজের ইচ্ছামত যে কোন হুরকে সে বিবাহ করিতে পারিবে। আর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করিতে পারিবে। সেই তিনটি বিষয় হইল-

১. গোপন করজ আদায় করা।

২. প্রতি নামাজের পর সূরা এখলাস দশবার পাঠ করা।

৩. নিজের হত্যাকারীর খুন ক্ষমা করিয়া দেওয়া।

হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, যদি একটি বিষয় সম্পাদন করে? এরশাদ হইলঃ একটি করিলেও। প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত ইবরাহীম তামিমী (রহঃ) বলেন, কোন মানুষ আমার উপর জুলুম করিলে আমি তাহার উপর রহম

www.pathagar.com

করি। কেননা, যদি সেই জুলুমের প্রতিশোধ কামনা করা হয় তবে রোজ কেয়ামতে সেই জালেম বেচারাকে পাকড়াও করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে এবং তখন তাহার পক্ষে সন্তোষজনক কোন জবাব দেওয়া সম্ভব হইবে না। এই স্তরটি ক্ষমা অপেক্ষা আরো উর্ধ্বে। ইহার নাম এহসান।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, আল্লাহ্ পাক যখন তাহার কোন বান্দাকে হাদিয়া দিতে চাহেন তখন তাহার পিছনে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া দেন, যে তাহার উপর জুলুম করে। অতঃপর সেই জুলুমের কারণে জালেমের সৎকর্ম সমূহ তাহার নিকট চলিয়া আসে। সুতরাং কোন আমল ও শ্রম ব্যতীত নেক আমলের অধিকারী হওয়া ইহা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে হাদিয়া ও বিশেষ অনুগ্রহই বটে।

এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের খেদমতে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করিয়াছে। অতঃপর সে ঐ জালেম সম্পর্কে নানা মন্তব্য করিতে শুরু করিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলিলেন, তুমি যদি সেই জুলুমটি হুবহু আল্লাহ্ পাকের নিকট লইয়া যাও তবে দুনিয়া অপেক্ষা সেখানেই উহার ভাল প্রতিদান পাইবে।

য়াজীদ বিন মাইসারা বলেন, কোন মানুষ যখন তাহার উপর জুলুমকারীর নামে বদদোয়া করে, তখন আল্লাহ পাক সেই মজলুমকে বলেন, তুমি যেই ব্যক্তির উপর জুলুম করিয়াছ সেই ব্যক্তিও তোমার উপর বদদোয়া করিতেছে। আর তুমিও তোমার জালেমের উপর বদদোয়া করিতেছ। এখন তুমি যদি সম্মত হও, তবে আমি তোমাদের উভয়ের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তোমাদের উভয়কে আমার ক্ষমার আওতায় আশ্রয় দিব।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে জনৈক ঘোষক এইরূপ ঘোষণা দিবে– আল্লাহ্ পাকের নিকট যাহাদের প্রাপ্য আছে, তাহারা দণ্ডায়মান হও। এই ঘোষণার পর সেই সকল ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান হইবে দুনিয়াতে যাহারা মানুষকে ক্ষমা করিয়াছিল। যেহেতু তাহারা মানুষকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিল, সেহেতু সেই দিন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

মোবারক বিন ফোজালা বর্ণনা করেন, একবার সাওয়া বিন আব্দুল্লাহ আমাকে বসরার লোকদের সঙ্গে খলীফা আবু জাফরের নিকট প্রেরণ করে। আমি খলীফার দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় দেখিতে পাইলাম, জনৈক

www.pathagar.com

অপরাধীকে দরবারে ধরিয়া আনা হইল এবং খলীফা তাহাকে কতল করার নির্দেশ জারী করিলেন। খলীফার এই নির্দেশ শোনার পর সেই অপরাধীর জন্য আমার মনে দয়া হইতে লাগিল। অতঃপর আমি খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনার নিকট আমি একটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি, যাহা আমি হযরত হাসান (রাঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি। খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই হাদীসটি কি? আমি বলিলাম, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক সকল মানুষকে এমন একটি ময়দানে জমায়েত করিবেন, যেখানে সমবেত সকলকে দর্শক দেখিতে পাইবে এবং ঘোষকের ঘোষণাও শুনিতে পাইবে। অতঃপর জনৈক ঘোষক বলিবে– আল্লাহ্ পাকের নিকট যাহাদের কোন প্রাপ্য আছে, তাহারা দণ্ডায়মান হও। এই ঘোষণা শোনার পর কেবল ক্ষমাকারীগণই দণ্ডায়মান হইবে। এই হাদীস শোনার পর খলীফা আবু জাফর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই হাদীস তুমি হযরত হাসান (রাঃ)-এর নিকট শুনিয়াছ? আমি বলিলাম, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, হাদীসটি আমি তাঁহার নিকটই শুনিয়াছি। অতঃপর তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে বলিলেন, অপরাধীকে মুক্ত করিয়া দাও।

হযরত আমীর মোআবিয়া (রাঃ) বলেন, তোমার পক্ষে যখন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ ও ক্ষমতা না থাকিবে, তখন সহনশীলতা প্রদর্শন করিবে। আর যখন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ ও ক্ষমতা লাভ করিবে, তখন ক্ষমা করিয়া দিবে এবং এহসান করিবে।

কথিত আছে যে, জনৈক রাহেব (ধর্ম যাচক) হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জুলকারনাইন কোন নবী ছিলেন কি? জবাবে রাহেব বলিলেন, তিনি নবী ছিলেন বটে, তবে তিনি যেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন উহা কেবল চারটি স্বভাবের কারণে–

১. প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করিয়া দিতেন।

২. ওয়াদা রক্ষা করিতেন।

৩. সর্বদা সত্য কথা বলিতেন এবং

৪. আজকের কাজ আগামী কালের জন্য রাখিয়া দিতেন না।

এক বুজুর্গ বলেন, সেই ব্যক্তি সহনশীল নহে, যে জালেমের উৎপীড়ন ও জুলুমের সময় নীরব থাকে এবং পরে শক্তি সঞ্চয় ও ক্ষমতা পাওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বরং সেই ব্যক্তিকেই সহনশীল বলা হইবে যে জুলুমের

www.pathagar.com

সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সক্ষম হওয়ার পর ক্ষমা করে।

হযরত জিয়াদ (রহঃ) বলেন, ক্ষমতা ও সামর্থ্য লাভের পর বিদ্বেষ ও ক্রোধ বিলীন করিয়া দিতে হইবে। একবার খলীফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের দরবারে এক অপরাধীকে ধরিয়া আনিবার পর সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিবিধ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করিতে লাগিল। খলীফা তাহাকে বলিলেন, অপরাধী হিসাবে ধৃত হওয়ার পরও তুমি কথা বলিতেছ? সে বলিল; হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

অর্থাৎ "সেই দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল-জওয়াব করিতে করিতে আসিবে। সূরা নহল– আঃ ১১১

সুতরাং আল্লাহ পাকের দরবারেই যখন আমরা ঝগড়া করিতে পারিব, তবে আপনার সম্মুখে কথা বলিতে পারিব না কেন? খলীফা বলিলেন– আচ্ছা, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার।

কথিত আছে যে, একবার হযরত আম্মার বিন ইয়াসির নিজের তাবুতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় এক চোর তাহার তাবুতে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাতেনাতে ধরা পড়ে। উপস্থিত লোকেরা চোরের হাত কাটিয়া ফেলিতে প্রস্তাব করিলে হযরত আম্মার বলিলেন, আমি জনসম্মুখে ইহাকে অপমানিত করিব না। ফলে হয়ত আল্লাহ পাকও আমার অপরাধ গোপন করিবেন।

একবার হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কোন বাজারে উপবিষ্ট ছিলেন। দোকান হইতে সওদা ক্রয় করার পর তিনি পকেটে হাত দিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার দেরহামগুলি চুরি হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি যতক্ষণ এখানে বসা আছি, দেরহামগুলি আমার পকেটেই ছিল। উপস্থিত লোকেরা চোরের উপর বদদোয়া দিতে লাগিল, যেন তাহার হাত কাটিয়া পড়িয়া যায় এবং তাহার সর্ববিধ অমঙ্গল হয়। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) চোরের মঙ্গল কামনা করিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! যদি অভাবের কারণে সে আমার দেরহামগুলি নিয়া থাকে, তবে উহাতে তাহাকে বরকত দাও এবং তাহার অভাব মোচন করিয়া দাও। পক্ষান্তরে সে যদি গোনাহের প্রতি বেপরওয়া হইয়া এইরূপ করিয়া থাকে, তবে এই গোনাহই যেন তাহার শেষ গোনাহ হয় এবং ভবিষ্যতে আর যেন সে এইরূপ অপরাধ না করে।

www.pathagar.com

হযরত ফোজায়েল বিন আয়াজ বলেন, একবার আমি খোরাসানের এক ব্যক্তির সঙ্গে বাইতুল্লাহ শরীফে বসা ছিলাম। কিছুক্ষণ পর লোকটি তাওয়াফ করিতে শুরু করিয়াই দেখিতে পাইল যে, তাহার দেরহামগুলি চুরি হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সে কাঁদিতে শুরু করিলে আমি আগাইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি দেরহামগুলির জন্যই কাঁদিতেছ? লোকটি বলিল– না, আমি দেরহামগুলির জন্য কাঁদিতেছি না। বরং এই মুহূর্তে আমার চোখের সম্মুখে সেই দৃশ্যটি ভাসিয়া উঠিয়াছে যে, হাশরের ময়দানে চোর এবং আমি আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর আজিকার এই চুরি সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে উহার কোন সদুত্তর দিতে পারিতেছে না। রোজ হাশরের কঠিন দিবসে তাহার সেই অসহায় অবস্থাটি কল্পনা করিয়াই আমার চোখে পানি আসিয়া পড়িয়াছে।

হযরত মালেক বিন দীনার বলেন, হাকাম বিন আইউব যখন বসরার শাসক ছিলেন তখন একবার আমি এবং হযরত হাসান (রহঃ) এক সঙ্গে তাঁহার নিকট গেলাম। হযরত হাসানের বরাবরে আমাকে একটি নিতান্ত শিশুর মত মনে হইতেছিল। খলীফার দরবারে বসিয়া হযরত হাসান (রহঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সেই ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা শুরু করিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতাগণ কেমন করিয়া তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া দিল এবং কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কতটা মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) নারীদের কারণে কেমন করিয়া বন্দী হইলেন ইত্যাদি। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, আল্লাহ্ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি অগাধ সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইলেন। তাঁহাকে জমিনের বিপুল ভাণ্ডারের মালিক বানাইয়া দেওয়া হইল এবং দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর যখন তিনি সকল কিছু ফিরিয়া পাইলেন, তখন বলিলেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ *

অর্থাৎ– আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তিনি সকল মেহেরবান অপেক্ষা বড় মেহেরবান।

ইবনে মাকনা' তাহার বন্ধুর নিকট তাহার এক ভাইয়ের জন্য কোন বিষয়ে সুপারিশ করিয়া একটি পত্র লিখিল। সুপারিশের বিষয়বস্তু ছিল– অমুক ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তোমার ক্ষমা প্রত্যাশা করিতেছে। সে তোমার ক্রোধের ভয়ে ভীত হইয়া তোমারই আশ্রয় কামনা করিতেছে।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, অপরাধ যত বড় হয়, উহার ক্ষমার ফজিলতও সেই অনুপাতেই হয়।

আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট ইবনে আসআছের বন্দীগণ নীত হইলে তিনি রেজা ইবনে হায়াতের সঙ্গে বন্দীদের বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। রেজা ইবনে হায়াত খলীফার নিকট আরজ করিলেন, আল্লাহ পাক আপনার পছন্দের বস্তু আপনাকে দান করিয়াছেন। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার কাম্য ছিল বিজয়, আল্লাহ পাক আপনাকে বিজয় দান করিয়াছেন। বিনিময়ে তিনি যাহা পছন্দ করেন, আপনি তাহা করুন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ক্ষমা পছন্দ করেন, সুতরাং আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। এই কথা শুনিবার পর খলীফা সকল বন্দীকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

হযরত জিয়াদ একবার জনৈক খারেজীকে আটক করিবার পর কেমন করিয়া সে পালাইয়া যায়। অতঃপর তিনি তাহার ভাইকে আটক করিয়া বলিলেন, হয় তুমি তোমার ভাইকে আনিয়া হাজির কর, অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হইবে। এই কথার জবাবে লোকটি বলিল, আমি যদি আমীরুল মোমেনীনের ফরমান আনিয়া পেশ করিতে পারি, তবে কি আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? জিয়াদ বলিলেন, হাঁ, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইবার লোকটি বলিল, আমি প্রিয় হাকীমের ফরমান পেশ করিতেছি এবং উহাতে দুইজন পয়গম্বরের সাক্ষীও বিদ্যামান। অতঃপর সে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল–

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى * وَ إِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى *

অর্থঃ "তাহাকে কি জানানো হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছিল? কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কাহারো গোনাহ নিজে বহন করিবে না।"

সূরা আন নজম– আঃ ৩৬-৩৭-৩৮

লোকটি এই আয়াত পাঠ করিবার পর জিয়াদ বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও; সে বড় চমৎকার দলীল পেশ করিয়াছে। এদিকে ইনজিল কিতাবে উল্লেখ আছে, যেই ব্যক্তি নিজের উপর জুলুমকারীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিবে, শয়তান তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে।

নম্রতার ফজিলত

মানব স্বভাবের একটি উত্তম বৈশিষ্ট্যের নাম নম্রতা যাহা নেক স্বভাবের

www.pathagar.com

ফসল। উহার বিপরীতে কঠোরতা হইতেছে ক্রোধের ফসল। এই কঠোরতা কখনো ক্রোধ হইতে আবার কখনো লোভ-লালসার প্রাবল্য এবং উহার তীব্রতা হইতে উৎপন্ন হয়। এই সময় মানুষের বোধ-বিবেচনা অন্তর্হিত হইয়া বিবেকের স্থিতি লোপ পায়। পক্ষান্তরে নম্রতা সর্বাবস্থায় নম্রতারই ফসল। ক্রোধশক্তি ও প্রবৃত্তিকে সমতার পর্যায়ে আনিবার পরই এই নেক স্বভাব অর্জিত হয়। এই কারণেই হাদীসে পাকে "রিফক' ও নম্রতার বহু প্রশংসা বিবৃত হইয়াছে। একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

يَا عَائِشَةُ اِنَّهُ مَنْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ *

অর্থাৎ– হে আয়েশা! যেই ব্যক্তি নম্রতার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অংশ পাইয়াছে।" তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন–

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ اَهْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

অর্থাৎ– আল্লাহ তায়ালা যখন কোন পরিবারের লোকদিগকে মোহাব্বত করেন, তখন তাহাদের মধ্যে নম্রতা পয়দা করিয়া দেন।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْاَخْرَقِ فَاِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا اَعْطَاهُ الرِّفْقَ وَمَا مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ يَحْرِمُوْنَ الرِّفْقَ اِلَّا حَرَمُوْا جَنَّةً

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক নম্রতার উপর এত দান করেন যে, মূর্খতার উপর সেই পরিমাণ দান করেন না। আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাকে মোহাব্বত করেন, তখন তাহাকে নম্রতা দান করেন। আর যেই পরিবারের লোকেরা নম্রতা হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহারা জান্নাত হইতে মাহরূম থাকে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক 'রফীক' এবং তিনি 'রিফক' তথা নম্রতাকে পছন্দ করেন। মোটকথা, নম্রতার উপর যাহা দান করা হয়, কঠোরতার উপর তাহা দান করা হয় না। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলা হইল, হে আয়েশা! তুমি নম্রতা অবলম্বন কর। কেননা, আল্লাহ পাক যখন কোন খান্দানের কল্যাণ চাহেন, তখন তাহাদের জন্য নম্রতার পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেন। এক হাদীসে আছে–

مَنْ يُّحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ

www.pathagar.com

অর্থাৎ– "যেই ব্যক্তি নম্রতা পাইল না, সে যাবতীয় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিল।"

অন্যত্র বলা হইয়াছে, যেই প্রশাসক নিজের শাসনামলে নম্রতা প্রদর্শন করিবে, কেয়ামতের দিন তাহার সঙ্গে সহজ আচরণ করা হইবে।

এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহে সকল মুসলমানই আপনার নিকট হইতে উপকৃত হইতেছে। তো আমার জন্যও আপনি কোন উত্তম আমল নির্দিষ্ট করিয়া দিন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই অথবা তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলিলেন এবং তাহার প্রতি মনোযোগী হইয়া দুই অথবা তিনবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমিই নসীহত চাহিতেছ? লোকটি আরজ করিল, হাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ তুমি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা কর, তখন (প্রথমেই) উহার পরিণাম চিন্তা করিয়া লইবে। যদি মনে কর যে, উহার পরিণাম ভাল হইবে, তবে করিবে; অন্যথায় বিরত থাকিবে।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সওয়ারীর উটটি ছিল বেয়াড়া ধরনের। তিনি উহাকে একবার এদিকে এবং একবার ওদিকে ঘুরাইয়া চালনা করিতেছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! সহজ ও নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, উহা এমন এক বিষয় যে, যেই বস্তুর মধ্যে উহা প্রয়োগ করিবে, উহাই সৌন্দর্যমণ্ডিত হইবে। আর যাহাতে উহা থাকিবে না উহা ত্রুটিপূর্ণ হইবে।

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব একবার জানিতে পারিলেন যে, তাহার কোন কোন আঞ্চলিক প্রশাসক প্রজাদের উপর জুলুম করেন। পরে তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, প্রজাদের উপর আমাদের হক এই যে, তাহারা অগোচরে আমাদের কল্যাণ কামনা করিবে এবং ভাল কাজে আমাদের সহযোগিতা করিবে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ পাকের নিকট শাসকের জুলুম ও মূর্খতা অপেক্ষা মন্দ বিষয় আর কিছু নাই। যেই ব্যক্তি উপস্থিত লোকদিগকে শান্তিতে রাখে, সেই ব্যক্তি অনুপস্থিত লোকদের পক্ষ হইতে শান্তি প্রাপ্ত হয়। হযরত ওয়াহাব বিন মোনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, নম্রতা হইল সহনশীলতার সমপর্যায়ের বিষয়।

এক হাদীসে বর্ণিত আছেঃ এলেম মোমেনের প্রাণের বন্ধু। হেলেম বা

www.pathagar.com

সহনশীলতা তাহার উজীর। আকল তাহার পথপ্রদর্শক। আমল তাহার কর্মসম্পাদক। নম্রতা তাহার পিতা। কোমল আচরণ তাহার ভাই এবং সবর হইল তাহার সেনাপ্রধান।

জনৈক বুজুর্গ বলেনঃ এলেম ঈমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যেই এলেমের সহিত আমলের সংযোগ ঘটে উহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন বিদিত। তদুপরি যেই আমল নম্রতায় আচ্ছাদিত হয়, উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। মোটকথা, এলেম, সহনশীলতা ও নম্রতা মানব স্বভাবের এমন উন্নত বৈশিষ্ট্য যাহা অপর কোন কিছুতে বিদ্যমান নহে।

একবার হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) স্বীয় পুত্র হযরত আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিতে পার 'রিফক' কাহাকে বলে? জবাবে তিনি বলিলেন, শাসক শ্রেণীর পক্ষে তাহাদের অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে নম্রতা প্রদর্শন করার নাম 'রিফর্ক'। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞাস করিলেন, কঠোরতা কাহাকে বলে? হযরত আব্দুল্লাহ বলিলেন, শাসক শ্রেণীর শক্তি সামর্থ্য যদি অপরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, তবে তাহাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণের নাম কঠোরতা।

একবার হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) আপন সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বলিতে পার 'রিফক' কি জিনিস? তাহারা বলিলেন, আপনিই উত্তম বলিতে পারিবেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, কঠোরতার স্থলে কঠোরতা এবং নম্রতার স্থলে নম্রতা প্রদর্শনের নামই 'রিফক'। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, অনেক সময় নম্রতার সহিত কঠোতার সংমিশ্রণও আবশ্যক হয়। কিন্তু মানুষের চরিত্র যেহেতু স্বভাবতই কঠোর প্রবণ; সেহেতু নম্রতার প্রতিই অধিক উৎসাহ প্রদান আবশ্যক। এই কারণেই শরীয়তে নম্রতার যেই পরিমাণ প্রশংসা করা হইয়াছে, উহার তুলনায় কঠোরতার প্রশংসা একেবারেই অনুল্লেখ্য। অবশ্য নম্রতা ও কঠোরতা নিজ নিজ স্থানে প্রয়োজন অনুসারে উভয়টিই উত্তম।

একবার হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হযরত আমীর মোআবিয়া (রাঃ)-কে তিরস্কারমূলক এক পত্রে লিখিলেন যে, তুমি অনেক কাজেই বেশ অলসতা ও বিলম্ব করিয়া থাক। উত্তম কর্মে চিন্তা-ফিকির করা ভাল এবং উহার ফলে কর্মটি আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। সেই ব্যক্তিই হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, যেই ব্যক্তি তাড়াহুড়া বর্জনপূর্বক ধীর-স্থিরতার সহিত সৎপথে চালিত হয়। যেই ব্যক্তি স্বভাবে ভাব-গাম্ভির্য হইতে বঞ্চিত, সেই ব্যক্তি যাবতীয় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে ধীর-স্থির ব্যক্তি সর্বদা ছাওয়াবের কাজে সংশ্লিষ্ট হইতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়। কিন্তু যেই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে, সে পদে পদেই ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটির শিকার হয়। যেই ব্যক্তির স্বভাবে নম্রতা অনুপস্থিত, সেই ব্যক্তি সর্বদা বোকামী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেই ব্যক্তি অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ নহে, তাহার পক্ষে উচ্চ মর্যাদা হাসিল করা সম্ভব হয় না।

হযরত হামজা কুফী (রহঃ) বলেন, কারবারী লোকদের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক রাখা উচিৎ নহে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই একজন করিয়া শয়তান নিযুক্ত আছে। এই কথাটি সকলেরই জানিয়া রাখা দরকার যে, নম্রতা দ্বারা যেই পরিমাণ কার্য উদ্ধার হয়, কঠোরতা দ্বারা উহার অংশবিশেষও সম্ভব হয় না।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, স্বভাবের স্থিতিশীলতা মোমেনের বৈশিষ্ট্য। সকল কাজই সে ধীর-সুস্থিরে সম্পন্ন করে। আলেমগণ এই কারণেই নম্রতার অধিক প্রশংসা করিয়াছেন যে, ইহা একটি উত্তম বিষয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা দ্বারা কার্যোদ্ধার হয়। পক্ষান্তরে কঠোরতার প্রয়োজন খুব কমই হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত কামেল, যিনি নম্রতা ও কঠোরতার প্রয়োগস্থল যথাযথভাবে চিনিতে পারিয়াছেন এবং যেই ক্ষেত্রে যেইটি প্রয়োগ করা আবশ্যক সেই ক্ষেত্রে তাহাই প্রয়োগ করেন। অবশ্য কোন ক্ষেত্রে যদি নম্রতা ও কঠোরতা কোন্‌টি প্রয়োগ করা সঠিক হইবে এই বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে এইরূপ স্থলে নম্রতার পথ অবলম্বন করাই সমীচীন হইবে এবং সম্ভবতঃ উহাতেই সুফল পাওয়া যাইবে।

হিংসার নিন্দা

হিংসা বিদ্বেষের একটি শাখা এবং বিদ্বেষ হইল ক্রোধের শাখা। সুতরাং ক্রোধই হইল ইহাদের মূল কাণ্ড। অতঃপর হিংসা হইতে উহার এতই শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয় যে, উহা গণনা করিয়া শেষ করিবার মত নহে। হাদীসে পাকে হিংসার বহু নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ ঃ আগুন যেমন লাকড়িকে খাইয়া ফেলে (নিঃশেষ করিয়া দেয়), তদ্রূপ হিংসা নেক কাজসমূহকে খতম করিয়া দেয়।

অন্য হাদীসে আছে–

www.pathagar.com

لَا تَحَاسَدُوْا وَ لَا تَقَاطَعُوْا وَ لَا تَبَاغَضُوْا وَ لَا تَدَابَرُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا

অর্থ ঃ তোমরা একে অপররের সঙ্গে হিংসা করিও না, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিও না। পরস্পর শত্রুতা করিও না এবং আত্মীয়তা ভঙ্গ করিও না। তোমরা আল্লাহর বান্দাগণ ভাই ভাই হইয়া যাও।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসা ছিলাম। এই সময় তিনি বলিলেন, এখন এই পথে একজন বেহেশতী মানুষ তোমাদের সম্মুখে আসিবে। তাঁহার এই মন্তব্যের পর পরই জনৈক আনসারী বাম হাতে জুতা লইয়া তথায় আসিলেন। তাহার দাঁড়ি হইতে অজুর পানি ঝরিতেছিল। তিনি আসিয়া বলিলেন, "আসসালামু আলাইকুম"। পরদিনও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ উক্তি করিলেন এবং আগের মতই তথায় সেই আনসারীর আগমন ঘটিল। তৃতীয় দিনও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইল। কিন্তু এই দিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা হইতে প্রস্থান করিলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) সেই আনসারীর পিছনে পিছনে গিয়া তাহাকে বলিলেন, ভাই! আমার পিতার সঙ্গে আমার কিছু মনোমালিন্য হইয়াছে। এই কারণে আমি কসম খাইয়াছি যে, তিন দিন আমি তাহার নিকট যাইব না। সুতরাং আপনি যদি অনুমতি দেন তবে এই তিন দিন আমি আপনার ঘরেই রাত কাটাইব। আনসারী কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তাহাকে অনুমতি দিলেন।

পরে হযরত আব্দুল্লাহ ক্রমাগত তিন দিম তাহার ঘরে রাত কাটাইয়া দেখিতে পাইলেন, রাতে তিনি শয্যা ত্যাগ করেন না। তাহাজ্জুদের সময়ও উঠেন না। তবে যতবারই তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করেন, ততবারই আল্লাহর নাম স্মরণ করেন। আর ইহাও দেখিতে পাইলেন যে, যখনই তিনি কোন কথা বলেন, ভাল কথাই বলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, পর পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু এই সময়ের ভিতর আমি সেই আনসারীর বিশেষ কোন আমল দেখিতে পাইলাম না। বরং তাহার নিয়মিত আমল সমূহ আমার নিকট খুব সামান্যই মনে হইল। পরে আমি তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বান্দা! আসলে আমার পিতার সঙ্গে আমার কোন মনোমালিন্য হয় নাই। তবে ঘটনা হইল, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান হইতে আপনার সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য শুনিয়াছি। সুতরাং কোন আমলের কারণে আপনি এই মর্যাদা হাসিল করিলেন, তাহা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অথচ

www.pathagar.com

আমি তো আপনাকে বিশেষ কোন আমল করিতে দেখিলাম না। এখন আপনি বলুন, কোন্ আমলের কারণে আপনি এই মর্যাদা হাসিল করিলেন? আনসারী বলিলেন, আমি যাহা আমল করি, তাহা তো আপনি নিজেই দেখিয়াছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, অতঃপর আমি তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে রওনা হইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সেই আনসারী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাই! (এখানে ক্রমাগত তিন দিন অবস্থান করিয়া) আপনি আমার সব আমলই দেখিয়াছেন। তবে এতটুকু বলিতে পারি যে, কোন মুসলমানকে আল্লাহ্ পাক যাহা দান করেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে কোনরূপ হিংসার উদ্রেক হয় না।

হযরত আব্দুল্লাহ বলেনঃ আনসারীর উপরোক্ত বক্তব্য শুনিয়া আমি বলিলাম, ব্যস, (এইবার আমি আসল রহস্যের সন্ধান পাইয়াছি) এই কারণেই আপনি এই মর্যাদা হাসিল করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।

এক হাদীসে আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ তিনটি বিষয় হইতে কেহই মুক্ত নহে। প্রথমতঃ ধারণা। দ্বিতীয়তঃ কুলক্ষণ। তৃতীয়তঃ হিংসা। কিন্তু আমি তোমাদিগকে এইগুলি হইতে মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। যখন মনে কোন ধারণা আসিবে, তখন উহাকে ঠিক মনে করিবে। কোন কুলক্ষণ দেখিলে (উহা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া) নিজের কাজ করিয়া যাইবে। আর হিংসার উদ্রেক হইলে খাহেশ করিবে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কথা বলিতে যান, তখন আল্লাহর আরশের ছায়ায় এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে ঈর্ষান্বিত হন যে, এমন সৌভাগ্য যদি আমারও হইত। অতঃপর তিনি আল্লাহ পাকের নিকট সেই ব্যক্তির নাম জানিতে চাহিলে এরশাদ হইলঃ তাহার নাম দিয়া কি করিবে, বরং তাহার কাজের কথা শুনিয়া লও। এই ব্যক্তি তিনটি কাজ করিত। প্রথমতঃ মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়মত দেখিয়া হিংসা করিত না। দ্বিতীয়তঃ মাতাপিতার নাফরমানী করিত না। তৃতীয়তঃ চোগলখোরী করিত না।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ হিংসুক আমার নেয়মতের শত্রু। কেননা, সে আমার নেয়মতের উপর ক্রোধ করে এবং আমি মানুষকে যাহা কিছু দান করি, উহাতে সে সন্তুষ্ট নহে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে এই বিষয়ে আশংকা করিতেছি যে, তাহাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পাইবে এবং তাহারা পরস্পর হিংসায় লিপ্ত হইয়া খুনাখুনি করিবে।

জনৈক পূর্ববর্তী বুজুর্গ বলিয়াছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যেই অপরাধ সংঘটিত হয়, উহার মূলে ছিল হিংসা। অর্থাৎ ইবলিস হযরত আদম (আঃ)-এর মর্যাদা দেখিয়া হিংসা করিয়া তাঁহাকে সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, ফজল ইবনে মোহাল্লাব যখন ওয়াসেতের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন আউস বিন আব্দুল্লাহ তাহার নিকট গিয়া বলেন, আমি আপনাকে কয়েকটি নসীহত করিতেছি–

প্রথমতঃ অহংকার ও তাকাব্বুরী হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন। কেননা, আল্লাহ পাকের প্রথম নাফরমানী এই অহংকারের কারণেই হইয়াছিল। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ * اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَ
كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ *

অর্থঃ এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সকলে সেজদা করিল। সে (নির্দেশ) পালন করিতে অস্বীকার করিল এবং অহংকার প্রদর্শন করিল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। সূরা বাক্বারা– আঃ ৩৪

দ্বিতীয়তঃ লোভ-লালসা হইতে বাঁচিয়া থাকবেন। কেননা, এই লালসার কারণেই মানুষ বড় বিপদের শিকার হইয়া থাকে। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক জান্নাত দিয়াছিলেন। জান্নাতের প্রস্থ আসমান-জমিনের বরাবর। সেখানে তাঁহাকে সকল কিছুর অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু একটি ফল খাইতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু তিনি লোভের বশবর্তী হইয়াই সেই ফল ভক্ষণ করেন এবং উহার কারণেই জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হন। অতঃপর তাঁহাকে আদেশ করা হয়–

اِهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ *

অর্থাৎ– তোমরা জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। সূরা বাক্বারা– আঃ ৩৬

তৃতীয়তঃ হিংসা হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন। কেননা, এই হিংসা এমন এক ক্ষতিকর বস্তু যে, উহার কারণেই কাবিল তাহার ভ্রাতা হাবিলকে খুন করিয়াছিল।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

www.pathagar.com

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ *

অর্থঃ আপনি তাহাদিগকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করিয়া শোনান। যখন তাহারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করিয়াছিল, তখন তাহাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হইয়াছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয় নাই। সে বলিলঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করিব। সূরা মায়িদাহ— আঃ ২৭

আরেকটি বিষয় হইল, যখন ছাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা কিংবা জ্যোতির্বিদ্যা বা তাকদীর বিষয়ে আলোচনা করা হয়, তখন আপনি নীরব থাকিবেন।

বকর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি নিয়মিত এক বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিত– "যেই ব্যক্তি উপকার করে, তাহার উপকারের বিনিময়ে তাহার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা উচিৎ। কেননা, যেই ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট করিবে, তাহার সেই অনিষ্টই আপনার পক্ষ হইতে তাহার শাস্তির জন্য যথেষ্ট হইবে।

লোকটি এইভাবে বাদশাহকে নসীহত করা এবং বাদশাহর দরবারে তাহার গ্রহণযোগ্যতা দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে তাহার প্রতি বেশ হিংসা পয়দা হইল। পরে সে এক সুযোগে বাদশাহর নিকট আসিয়া সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলিল, যেই লোকটি প্রতিদিন আসিয়া আপনাকে নসীহত করিয়া যায়, সে কিন্তু বিশেষ সুবিধার লোক নহে। অর্থাৎ সে মনে করে, আপনার মুখ হইতে উৎকট দুর্গন্ধ আসে এবং এই কারণেই সে আপনাকে ঘৃণা করে। আপনি কোন দিন তাহাকে নিকটে আহবান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, সে তাহার নাক-মুখ চাপিয়া রাখিয়াছে। বাদশাহ্ বলিলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আগামী কালই ইহা যাচাই করিয়া দেখিব।

অর্থাৎ হিংসুক লোকটি এইভাবে বাদশাহকে সেই ব্যক্তির উপর ক্ষেপাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইল এবং অপর দিকে পর দিনই সেই নসীহতকারী ব্যক্তিকে নিজের বাড়ীতে দাওয়াত করিয়া বিবিধ খাবার ও রকমারী ব্যঞ্জনের আয়োজন করিল। প্রতি ব্যঞ্জনেই এত অধিক পরিমাণে রসুন দেওয়া হইয়াছিল যে, উহা খাওয়ার পর লোকটির মুখ হইতে রসুনের উৎকট গন্ধ আসিতে লাগিল। এদিকে খানাপিনা শেষ হইতেই তাহার বাদশাহর দরবারে যাওয়ার সময় হইয়া গেল। অতঃপর সে বাদশাহর খেদমতে হাজির হইয়া যথারীতি তাঁহাকে নসীহত করিল। নসীহত শেষ হওয়ার পর বাদশাহ তাহাকে নিকটে আহবান করিলেন।

লোকটির স্মরণ হইল যে, তাহার মুখ হইতে রসুনের দুর্গন্ধ আসিতেছে এবং উহার কারণে নিশ্চয়ই বাদশাহ বিরক্ত বোধ করিবেন। অথচ বাদশাহর আহবানে সাড়া না দিয়াও উপায় নাই। সুতরাং সে মুখের উপর হাত চাপিয়া তাঁহার নিকটে গেল। এইবার বাদশাহর একীন হইল যে, গতকাল এক ব্যক্তি তাহার সম্পর্কে যেই অভিযোগ করিয়াছে তাহা যথার্থ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কর্মকর্তার নামে এই মর্মে ফরমান লিখিলেন যে, পত্রবাহক তোমার নিকট আসিবামাত্র তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার লাশ আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। অতঃপর ফরমানটি সেই ব্যক্তির হাতে দিয়া বলিলেন, তুমি ইহা লইয়া অমুক কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা কর। লোকটি বাদশাহর কথা মত উহা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

এদিকে বাদশাহর নিয়ম ছিল– তিনি কাহাকেও বিশেষ কোন রাজকীয় পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রেই কেবল এই জাতীয় ফরমান ব্যবহার করিতেন। লোকটি ফরমান লইয়া বাহির হওয়ার পর পথে সেই হিংসুকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হয়। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ এবং তোমার হাতে ইহা কি? সে বলিল, শাহী ফরমান; অমুক ব্যক্তির নিকট লইয়া যাইতেছি। হিংসুক ব্যক্তিটি বাদশাহর এই জাতীয় ফরমানের সহিত পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিল। সে মনে মনে ভাবিল, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন অনুদান বা রাজকীয় পুরস্কারের কথা লেখা আছে। অতঃপর সে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তাহাকে বলিল, তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। ইহা আমাকে দাও, আমিই লইয়া যাইতেছি। লোকটি সরল মনে ফরমানটি তাহার হাতে দিয়া দিল। হিংসুক ব্যক্তিটি উহা হাতে পাইয়া শাহী পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ-উত্তেজনায় এমনই বিভোর হইয়া গেল যে, উহাতে কি লেখা আছে তাহা পড়িয়া দেখারও অবসর পাইল না। বরং দ্রুত উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিয়া উহা তাহার হস্তগত করিল।

সরকারী কর্মকর্তাটি শাহী ফরমান পাওয়ার পর যখন উহা খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন তখন সেই হিংসুক ব্যক্তিটিও তাহার পাশে দাঁড়াইয়া উহা পাঠ করিতে লাগিল। ফরমানের বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া সহসা তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। এইবার সে কাকুতি-মিনতি করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, আসলে এই ফরমানের প্রকৃত বাহক আমি নহি। ইহা অমুক ব্যক্তি আমাকে দিয়াছে। আল্লাহর ওয়াস্তে ইহা আমাকে ফেরৎ দাও, আমি ইহা বাদশাহর নিকট লইয়া যাইব। কর্মকর্তাটি বলিলেন, শাহী ফরমান কখনো ফেরৎ দেওয়া হয় না এবং ইহাতে জারীকৃত হুকুমেরও অন্যথা করার উপায় নাই। অতঃপর তিনি লোকটিকে হত্যা করিয়া তাহার লাশ বাদশাহর দরবারে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

www.pathagar.com

এদিকে বাদশাহকে নসীহতকারী লোকটি পরদিন যথা সময় দরবারে হাজির হইল। বাদশাহ তাহাকে অক্ষত অবস্থা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে যেই ফরমানটি দিয়াছিলাম তাহা কি করিয়াছ? সে বলিল, পথে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হইলে সে আমার নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। বাদশাহ বলিলেনঃ আচ্ছা, গতকাল সেই ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছে যে, তুমি নাকি এইরূপ বল যে, আমার মুখ হইতে দুর্গন্ধ আসে এবং এই কারণে তুমি আমাকে ঘৃণা কর? সে বলিল, আমি কস্মিণকালেও এইরূপ বলি নাই এবং আপনাকেও ঘৃণা করি না। বাদশাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে গতকাল আমি যখন তোমাকে নিকটে আহবান করিলাম তখন তুমি মুখে হাত চাপা দিয়া আসিয়াছিলে কেন? সে বলিল, গতকাল সেই লোকটি আমাকে আহারের দাওয়াত দিয়াছিল। বিবিধ খাবারের সহিত এত রসুন দেওয়া হইয়াছিল যে, উহা খাওয়ার পর আমার মুখ হইতে ভিষণ দুর্গন্ধ আসিতেছিল। পরে আপনার দরবারে হাজির হওয়ার পর আপনি যখন আমাকে নিকটে আহবান করিলেন, তখন আমি মনে করিলাম, আমার মুখ হইতে নির্গত রসুনের দুর্গন্ধের কারণে নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হইবে। এই কারণেই আমি মুখে হাত চাপা দিয়া আপনার সম্মুখে আসিয়াছিলাম। এইবার বাদশাহ ঘটনার রহস্য উপলদ্ধি করিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি যথার্থই বলিয়াছ যে, "অনিষ্টকারীর অনিষ্টই তাহার শাস্তির জন্য যথেষ্ট হয়।"

হযরত ইবনে সিরীন বলেন, আমি পার্থিব বিষয়ে কাহারো সঙ্গেই হিংসা করি না। কেননা, সেই ব্যক্তি যদি বেহেশতী হইয়া থাকে, তবে তাহার সঙ্গে হিংসা করিয়া কোন লাভ নাই। সে যেই বেহেশত লাভ করিতেছে উহার তুলনায় পার্থিব ধন-সম্পদ তো একেবারেই মূল্যহীন। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি দোজখী হইয়া থাকে, তবে তাহার পার্থিব বিষয়- বৈভব তো আজাবের ছামান। ইহা লইয়া হিংসা করার কোন অর্থ হয় না।

এক ব্যক্তি হযরত হাসানকে জিজ্ঞাসা করিল, ঈমানদার ব্যক্তি কখনো হিংসা করে কি? তিনি বলিলেন, তুমি কি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তাহারা ঈমানদার ছিলেন। অর্থাৎ ঈমানদারদের পক্ষেও হিংসা করা সম্ভব, তবে এইক্ষেত্রে তাহাদের কর্তব্য হইবে, যেন তাহা বক্ষ অতিক্রম করিয়া প্রকাশ হইতে না পারে। অর্থাৎ হিংসা যদি কেবল অন্তরেই পোষণ করা হয় এবং হাত ও মুখ দ্বারা কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা না হয়, তবে এইরূপ হিংসা দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না।

www.pathagar.com

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করিবে তাহার হাসি ও হিংসা হ্রাস পাইবে। হযরত মোআবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি সকল মানুষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিব, কিন্তু যেই ব্যক্তি আল্লাহর নেয়মত দেখিয়া হিংসা করে, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। কেননা, সে আল্লাহর নেয়মতের বিলুপ্তি ছাড়া সন্তুষ্ট হইবে না। জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, হিংসা এমন একটি ক্ষত যাহা কখনো নিরাময় হয় না। আর হিংসাজনিত পীড়নই হিংসুকের শাস্তির জন্য যথেষ্ট হয়।

হযরত হাসান বলেন, আমি ইহা বুঝিতে পারি না যে, মানুষ কি কারণে অপরের উপর হিংসা করে। কেননা, আল্লাহ পাক যদি কাহাকেও যোগ্য মনে করিয়া তাহাকে স্বীয় নেয়মত দান করেন, তবে তো আল্লাহর মনোনীত সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে হিংসা করা নিজের জন্য ক্ষতিরই কারণ হইবে। পক্ষান্তরে তাহার সেই সম্পদ যদি (আল্লাহর নেয়মত না হইয়া) অন্য কিছু হয়, তবে তো এমন সম্পদের উপর হিংসা করা সমীচীন নহে যাহা দোজখের আজাবের কারণ হইবে।

হিংসার হাকীকত, উহার ধরণ ও বিধান

হিংসা মূলতঃ আল্লাহর নেয়মতকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়া থাকে। আল্লাহ পাক যখন তাহার কোন বান্দাকে নেয়মত দান করেন, তখন মানুষ উহাকে দুইভাবে মূল্যায়ন করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ সেই নেয়মত তাহার নিকট খারাপ মনে হয় এবং সে উহার বিলুপ্তি কামনা করে। এই অবস্থাটিকেই হিংসা বলা হয়। অর্থাৎ– হিংসার সংজ্ঞা হইতেছে, কাহারো নিকট আল্লাহর নেয়মত দেখিয়া দুঃখিত হওয়া এবং তাহার নিকট হইতে উহার বিলুপ্তি কামনা করা।

দ্বিতীয়তঃ অপরের সেই নেয়মত তাহার নিকট খারাপ মনে না হওয়া এবং উহার বিলুপ্তিও কামনা না করা। বরং এইরূপ বাসনা হওয়া যে, সেই নেয়মত যেন আমিও প্রাপ্ত হই। এই অবস্থাটিকে বলা হয় 'গিবতা' বা ঈর্ষা। হিংসাকে কখনো ঈর্ষার স্থলে আবার ঈর্ষাকে কখনো হিংসার স্থলে ব্যবহার করা হয়। অর্থ জানা থাকিলে ইহাতে কখনো বিভ্রাট ঘটিবে না। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

اَلْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ وَ الْمُنَافِقُ يَحْسُدُ

অর্থাৎ মোমেন ঈর্ষা করে আর মোনাফেক করে হিংসা।

www.pathagar.com

সুতরাং হিংসা সর্বাবস্থায় হারাম। তবে যেই নেয়মত কোন কাফের-মোশরেক ও গোনাহগার ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর উহা দ্বারা যদি সে ফেৎনা-ফাসাদ শুরু করে এবং সেই নেয়মতের সুবাদেই যদি সে মানুষকে পীড়ণ করিতে শুরু করে, তবে সেই ব্যক্তির নিকট ঐ নেয়মতকে খারাপ মনে করা এবং উহার বিলুপ্তি কামনা করা গোনাহ নহে। কারণ এই ক্ষেত্রে স্বয়ং নেয়মতের উপর হিংসা করা হইতেছে না, বরং উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ফেৎনা-ফাসাদের সহায়ক বিধায় হিংসা করা হইতেছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি এই নেয়মতকে কোনরূপ ফেৎনা-ফাসাদ ও গর্হিত কর্মে ব্যবহার না করে, তবে সে উহাকে খারাপ মনে করিবে না এবং উহার বিলুপ্তিও কামনা করিবে না। হিংসা হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের উপর প্রদত্ত আল্লাহর নেয়মতকে খারাপ মনে করা– আল্লাহর বিধানে অসন্তোষ প্রকাশ করারই নামান্তর যে, তিনি একজনকে নেয়মত দিলেন এবং অপর জনকে দিলেন না; এইরূপ করিলেন কেন? মোটকথা, কোন মুসলমানের শান্তি-সুবিধা দেখিয়া উহাকে খারাপ মনে করা করা ইহা অপেক্ষা বড় হীনমন্যতা আর কি হইতে পারে?

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে হিংসার নিন্দা করা হইয়াছে। এরশাদ হইয়াছে–

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

অর্থঃ “তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহা হইলে তাহাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহারা আনন্দিত হয়।” সূরা আল ইমরান আঃ ১২০

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا * حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم *

অর্থ ঃ “আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ কামনা করে যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদিগকে কোন রকমে কাফের বানাইয়া দেয়।” সূরা বাকারা– আঃ ১০৯

অর্থাৎ এখানে বলা হইয়াছে যে, কাফেরগণ হিংসার কারণেই মুসলমানদের ঈমানী নেয়মতের অবসান কামনা করে। অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

لو تكفرون كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً *

অর্থঃ তাহারা যেমন কাফের, যদি তোমরাও তেমনি কাফের হইয়া যাও,

www.pathagar.com

তবে সকলে সমান হইয়া যাইবে। সূরা নিসা– আঃ [illegible]

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাগণের হিংসাপ্রসঙ্গে তাহাদের মনের কথা পবিত্র কোরআনে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে–

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ * ٱقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ

অর্থঃ "যখন তাহারা বলিলঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁহার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রাহিয়াছেন। হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলিয়া আস তাহাকে অন্য কোন স্থানে। ইহাতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হইবে। সূরা ইউসুফ– আঃ ৮-৯

অর্থাৎ– হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি পিতার এই সুনজর তাহার ভ্রাতাদের নিকট যখন দুর্বিসহ মনে হইল, তখন তাহারা পিতার শুভদৃষ্টিরূপ এই নেয়মতের অবসান কামনা করিয়া তাহাকে পিতার দৃষ্টি হইতে উধাও করিয়া দিল্। এরশাদ হইয়াছে–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ * وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ * وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ *

অর্থাৎ– সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ পাক পয়গম্বর পাঠাইলেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করিলেন সত্য কিতাব, যাহাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেহ মতভেদ করে নাই; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ আসিয়া যাইবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তাহারাই করিয়াছে যাহারা কিতাবপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সূরা বাক্বারা– আঃ ২১৩

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَ مَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ– তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরই তাহারা পাম্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করিয়াছে। সূরা শুরা– আঃ ১৪

অর্থাৎ তাহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল যেন আল্লাহর

www.pathagar.com

আনুগত্যের ব্যাপারে পরস্পর সম্প্রীতির সহিত একতাবদ্ধ হয়। কিন্তু তাহারা এইরূপ না করিয়া উহার বিপরীতে হিংসা ও মতবিরোধ করিতে লাগিল। সকলেই এমন প্রত্যাশা করিতে লাগিল যেন কর্তৃত্ব আমার হাতেই আসে এবং সকলে আমারই আনুগত্য করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যত লাভের পূর্বে ইহুদীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হইত তখন তাহারা এইরূপে দোয়া করিত, আয় পরওয়ারদিগার! আপনি যেই পয়গম্বর প্রেরণ করার এবং যেই কিতাব নাজিল করার ওয়াদা করিয়াছেন, সেই পয়গম্বর ও সেই কিতাবের উসিলায় আমাদিগকে বিজয় দান করুন। কিন্তু যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হইয়া আবির্ভূত হইলেন, তখন ইহুদীরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মানিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। সেমতে এরশাদ হইয়াছে-

وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ *

অর্থঃ ইতিপূর্বে তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করিত। কিন্তু পরে যখন পরিচিতজন আগমন করিল, তখন তাহারা তাঁহাকে মানিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। সূরা বাক্বারা– আঃ ৮৯

উম্মুল মোমেনীন হযরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রাঃ) একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! একদিন আমার পিতা ও চাচা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ঘরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর আমার পিতা চাচাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি বলিলেন, আমার ধারণায় তিনি সেই পয়গম্বর, যাঁহার সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়াছিলেন। অতঃপর আমার চাচা আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার সম্পর্কে তুমি বিশ্বাস পোষণ কর? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি তো সারা জীবন তাঁহার শত্রুই থাকিব।

ঈর্ষার পরিচয়

এই পর্যায়ে আমরা ঈর্ষার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করিব। ঈর্ষা হারাম নহে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

www.pathagar.com

وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

অর্থঃ "এই বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।"

এখানেও ঈর্ষাই উদ্দেশ্য। কেননা, প্রতিযোগিতা সেই ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে যেই ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে হারিয়া যাওয়া বা কোন কিছু হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন দুইজন গোলাম তাহাদের মনিবের খেদমতের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতেছে। তো এই ক্ষেত্রে উভয়েরই উদ্দেশ্য হইল, আমার সঙ্গীটি যেন আমার আগে মনিবের নিকট গিয়া এমন কোন বিষয় হাসিল করিতে না পারে যাহা হইতে আমি বঞ্চিত থাকি। হাদীসে পাকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবেই বিবৃত হইয়াছে। এরশাদ হইয়াছে–

لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ النَّاسَ *

অর্থঃ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায়। প্রথমতঃ যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়াছেন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করারও ক্ষমতা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ এলেম দিয়াছেন এবং উহা সে মানুষকে শিক্ষা দেয়।

সূরা মুতাফফিফীন– আঃ ২৬

এখানে এই বিষয়ে সকলেরই পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক যে, মানুষ যেই নেয়মতের উপর ঈর্ষা করে তাহা যদি ধর্মীয় বিষয়ে হয়, যেমন– ঈমান, নামাজ, রোজা ইত্যাদি তবে এই ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ এইরূপ কামনা করা ওয়াজিব যে, এই নেয়মত যেন আমারও নসীব হয়। কেননা, সেই ওয়াজিব বিষয়গুলি যদি নিজের জন্য কামনা করা না হয় তবে সে গোনাহগার হইবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিজের জন্য কামনা না করার অর্থ হইল, সেই সব আমলের অনুপস্থিতির উপর সন্তুষ্ট হওয়া– ইহা সম্পূর্ণ হারাম। পক্ষান্তরে সেই নেয়মত যদি নফল তথা ফজিলত সংক্রান্ত হয়, যেমন নফল দান-খয়রাতে অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদি, তবে এই ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা মোস্তাহাব। আর আলোচ্য নেয়মতটি যদি মোবাহ হয় তবে উহার জন্য ঈর্ষা করাও মোবাহ।

সারকথা হইল, ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি তথা আল্লাহর নেয়মত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কেহই অপরের পিছনে পড়িয়া থাকিতে চাহে না। অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে সকলেই অপরাপর মানুষের সমান থাকিতে ইচ্ছুক হয়। তো আল্লাহর নেয়মত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে দুইটি অবস্থা দৃশ্যমান হয়। প্রথমতঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহর নেয়মত প্রাপ্ত হয় সে নিজেকে সফল ও সুখী জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি সেই নেয়মত হইতে বঞ্চিত হয়, সে নিজেকে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান

www.pathagar.com

করে। এক্ষণে ঈর্ষাকারী ব্যক্তি নিজের জন্য প্রথমোক্ত অবস্থাটিকে খারাপ মনে করে না। বরং নেয়মত হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং এই ক্ষেত্রে অন্য সকলের পিছনে পড়িয়া থাকাকেই সে খারাপ মনে করে। ইহা দোষনীয় নহে। তবে এইরূপ বাসনা ও মানসিকতা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার পথে অবশ্যই অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। আরো সোজা কথায়, এইরূপ মন-মানসিকতা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও তাকওয়ার পরিপন্থী এবং সুস্পষ্টভাবেই ইহা উচ্চ মর্যাদা লাভের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। অবশ্য এইরূপ বাসনা আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে গণ্য হইবে না।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় হইলঃ মানুষ যখন এই বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে নিরাশ হইবে যে, আমি অমুক ব্যক্তির মত নেয়মত লাভ করিতে পারিব না, আর নিজের এই বঞ্চিত অবস্থাটি যখন নিজের নিকট দুর্বিসহ বোধ হইতে থাকিবে, তখন সে অবশ্যই নিজের এই অভাব মোচনের জন্য তৎপর হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার এই অভাব মোচনের কেবল দুইটি উপায় হইতে পারে। প্রথমতঃ অপর ব্যক্তির নেয়মত বিলুপ্ত হইয়া উভয়ে বরাবর হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ অনুরূপ নেয়মত নিজেও প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের মধ্যে সমতা আসা। ইহা এমন একটি বাস্তব বিষয় যে, এমন খুব কম মানুষই পাওয়া যাইবে যাহার অন্তরে এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান নহে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে তোমার অন্তরের অবস্থা কি, অর্থাৎ তুমি কি এই বিষয়ে ঈর্ষা করিতেছ, না হিংসা পোষণ করিতেছ, তাহা নিরূপন করিবার উপায় হইল, তুমি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর, হে মন! মনে কর, সেই ব্যক্তি নেয়মত পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টা যদি তোমার এখতিয়ার ও ইচ্ছার উপর নির্ভশীল হয়, তবে তুমি কি করিবে? এই প্রশ্নের জবাবে মন যদি এই কথা সাক্ষ্য দেয় যে, এই বিষয়ে ক্ষমতা পাইলে আমি তাহার নেয়মত বন্ধ করিয়া দিব, তবে মনে করিতে হইবে যে, মনে এই অবস্থাটির নামই হিংসা। পক্ষান্তরে মন যদি এই কথা সাক্ষ্য দেয় যে, এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাওয়ার পরও তোমার তাক্ওয়া ও খোদাভীতি ইহা কখনো অনুমোদন করিবে না যে, তুমি তাহার নেয়মত-প্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, তবে মনের এই অবস্থাটি হইল ঈর্ষা এবং ইহা জায়েয। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহার দ্বীনদারী ও বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে সে কিছুতেই অপরের নেয়মতের বিলুপ্তি কামনা করিতে পারিতেছে না। বরং তাহার বাসনা হইল, আমিও যেন সেই ব্যক্তির মতই নেয়মত প্রাপ্ত হই।

একজন মানুষকে অপর কাহারো মুখোমুখি দাঁড় করাইবার পর সে যখন দেখিতে পাইবে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নেয়মত পাইযা ভাগ্যবান হইয়াছে আর

www.pathagar.com

সে উহা হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইয়া আছে, তখন তাহার মনে এই কথা না আসিয়া পারিবে না যে, ঐ ব্যক্তির নেয়ামত যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেননা, অপরের নিকট যদি সেই নেয়মত সর্বদা বিদ্যমান থাকে, তবে তো চিরকালই তাহাকে অপরের নিকট খাটো হইয়া থাকিতে হইবে। এই জাতীয় হিংসা মূলত অবৈধ হিংসার সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং উহা হইতে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। অন্যথায় ভয়ানক বিপর্যয়ের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। মানুষ প্রতিনিয়তই নিজের ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত জনদেরকে নিজের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখিতে পায়। এইরূপ দেখিতে দেখিতে এক পর্যায়ে সে নিজেও তাহাদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার বাসনা করিতে থাকে। অর্থাৎ এইভাবেই মানুষ নিজের অবচেতন মনে একদিন ইহা কামনা করিতে শুরু করে যেন সেই ব্যক্তির নেয়মত বিলুপ্ত হইয়া উভয়ের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় হিংসা ধর্মীয় বিষয়ে হউক বা পার্থিব বিষয়ে সর্বাবস্থায় তাহা হারাম। অবশ্য এই সকল বিষয় যদি কেবল মনের কল্পনায় সাময়িক উদয় হইয়া আবার মিশিয়া যায় এবং উহার উপর কোন আমল করা না হয়, তবে ইহা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ এই সব গর্হিত কল্পনাকে যদি নিজের সুস্থ বুদ্ধি-বিবেচনা ও ধর্মীয় অনুভূতি দ্বারা খারাপ মনে করা হয় তবে উহাই এইসব অনিষ্টকর কল্পনার কাফ্ফারা ও ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে।

হিংসার প্রকার ও বিধান

এক্ষণে আমরা হিংসার প্রকার এবং উহার বিধান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। হিংসা মোটামুটি চার প্রকার–

এক ঃ অপরের নেয়মতের বিলুপ্তি কামনা করা যদিও তাহা নিজে প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করা না হয়। ইহা সবচাইতে নিকৃষ্ট পর্যায়ের হিংসা।

দুই ঃ সেই নেয়মত নিজে প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করা হয় বটে, তবে এই বিষয়ে তাহার মনে কোন খেদ নাই যে, উহা দ্বারা অপরে উপকৃত হইতেছে কেন। তাছাড়া অপরের নিটক হইতে সে উহার বিলুপ্তিও কামনা করে না।

তিন ঃ নির্দিষ্টভাবে সেই নেয়মতটি নিজের জন্য কামনা করে না। বরং সে নিজের জন্য উহার অনুরূপ নেয়মত কামনা করে।

চার ঃ প্রত্যাশিত নেয়মতটি নিজে না পাইলেও অপরের নিকট হইতে উহার বিলুপ্তি কামনা করে না।

উপরে বর্ণিত শেষোক্ত নেয়মতটি যদি পার্থিব হয়, তবে তাহা জায়েয এবং

www.pathagar.com

ক্ষমার যোগ্য। আর ধর্মসংক্রান্ত হইলে তাহা মোস্তাহাব। দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত অবস্থাটি সমান সমান। ইহাতে কিছু ভালর দিক আছে এবং মন্দের দিকও আছে। অর্থাৎ কাহারো নেয়মতের বিলুপ্তি কামনা না করা ইহা ভালর দিক। পক্ষান্তরে অপরের করতলগত নেয়মতটি নিজের জন্য কামনা করা, ইহা মন্দের দিক। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ– "আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাহাতে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।"

সূরা নিসা– আঃ ৩২

এদিকে তৃতীয় পর্যায়টি দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনায় মন্দ। প্রথম অবস্থাটি তো সর্বাবস্থায়ই মন্দ। আর দ্বিতীয় ও শেষোক্ত অবস্থাদ্বয়কে রূপক হিংসা বলা যাইতে পারে।

হিংসার কারণসমূহ

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনায় আমরা ঈর্ষা ও হিংসার পরিচয় উপস্থাপন করিয়াছি। ঈর্ষার কারণ হইল এমন বিষয়ের মোহাব্বত যে, উহা যদি ধর্মীয় বিষয় হয় তবে উহার লক্ষ্য হইবে আল্লাহর আনুগত্য ও মোহাব্বত। পক্ষান্তরে এই ঈর্ষা যদি পার্থিব বিষয়ে হয় তবে উহার লক্ষ্য হইতেছে দুনিয়ার মোবাহ বিষয়ের মোহাব্বত। কিন্তু এক্ষণে আমরা পর্যায়ক্রমে হিংসার কারণসমূহ উল্লেখ করিব। হিংসার কারণ অনেক। তবে মোটামুটিভাবে উহার সাতটি কারণ এইরূপ যে, হিংসার অপরাপর কারণসমূহ উহার মধ্যে আসিয়া যায়। সেই সাতটি কারণ এই–

১. শত্রুতা। ২. সমপর্যায়ের লোকদের ইজ্জত-সম্মান দেখিয়া নিজের নিকট তাহা দুর্বিসহ বোধ হওয়া। ৩. অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। ৪. বিস্ময়বোধ। ৫. পার্থিব বিষয় হাতছাড়া হওয়ার ভয়। ৬. প্রাধান্য লিপ্সা এবং ৭. হীনমন্যতা। নিম্নে আমরা ব্যাখ্যাসহ এইসব কারণ সমূহের উপর আলোচনা করিব।

একঃ শত্রুতা

মানুষ অপরের নেয়মতকে মন্দ মনে করিবার অন্যতম কারণ হইল শত্রুতা। অর্থাৎ মানুষ যখন কোন কারণে অপর কাহারো উপর উৎপীড়ন-জ্বালাতন ও জুলুম করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই মজলুমের অন্তরে জালেমের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা জন্ম নেয়। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা পোষণ করার যত

www.pathagar.com

কারণ আছে, উহার অন্যতম হইল এই শত্রুতা। এই শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণেই এক সময় সে ঐ জালেমের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তৎপর হয়। এই পর্যায়ে সে যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তবে প্রতিপক্ষের অনিষ্ট কামনায় সময়ের অপেক্ষায় থাকে। অতঃপর সেই ব্যক্তি কোন মুসীবতে আপতিত হইলে সে মনে করে, আমার উপর জ্বালাতন করার কারণেই তাহার এই পরিণতি হইয়াছে। তখন সে বলে, আল্লাহ পাক আমার ফরিয়াদের কারণেই তাহার উপর এই মুসীবত নাজিল করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উপর আপতিত এই মুসীবতকে সে নিজের কেরামতি বলিয়া মনে করিতে থাকে। পক্ষান্তরে এই সময়ে যদি তাহার সেই প্রতিপক্ষের উপর কোন নেয়মত নাজিল হয়, তবে সে মনে করে, আল্লাহ পাক আমার প্রতি লক্ষ্য করিলেন না এবং প্রতিপক্ষ আমার উপর জুলুম করিবার পরও উহার প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া উপরন্তু তাহাকে নেয়মত দান করিলেন। অর্থাৎ যেখানে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সেখানেই এই হিংসা অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। এই হিংসা যে কেবল সমপর্যায়ের লোকদের মধ্যেই দেখা দেয় এমন নহে; বরং একেবারে হীন ও নিম্ন পর্যায়ের লোকেরা রাজা-বাদশাহদের সঙ্গেও এই হিংসা পোষণ করিয়া এমন কামনা করিতে থাকে যেন তাহাদের ধন-দৌলত ও শান-শওকত ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং পরহেজগার ও হুশিয়ার লোকদের উচিৎ এইরূপ অনিষ্টকর হিংসাকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করা। এই হিংসা এমনই বস্তু যে, এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কাফেরদের আলোচনায় এরশাদ করেন–

وَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ * قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ * إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ *

অর্থঃ "তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে আসিয়া মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। পক্ষান্তরে তাহারা যখন পৃথক হইয়া যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াইতে থাকে। বলুন তোমরা আক্রোশে মরিতে থাক। আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন।" সূরা আল ইমরান– আঃ ১১৯ আরো এশাদ হইয়াছে–

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا

অর্থ ঃ "তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহা হইলে তাহাতে তাহারা আনন্দিত হয়।" আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করিয়াছেন সূরা আল ইমরান– আঃ ১২০

وَ دُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ * وَ مَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ

www.pathagar.com

অর্থঃ "তোমরা কষ্টে থাক, তাহাতেই তাহাদের আনন্দ শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাহাদের মুখেই ফুটিয়া বাহির হয়। আর যাহা কিছু তাহাদের মনে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা আরো অনেক গুণ বেশী যঘন্য।" সূরা আল ইমরান– আঃ ১১৮

মোটকথা, হিংসার কারণেই এই শত্রুতা জন্ম নেয় এবং পরিণতিতে অনেক সময় ভয়াবহ দ্বন্দ্ব-কলহ ও খুনাখুনির মত অবস্থা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়। কিংবা প্রতিপক্ষের নেয়মত বিলোপ সাধনের ফিকিরে তাহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। আবার কখনো ক্রমাগতভাবে প্রতিপক্ষের দুর্নাম রটনা ও মানিহানীর চেষ্টা চালানো হয়।

দুই ঃ সমপর্যায়ের লোকের ইজ্জত-সম্মান দুর্বিসহ হওয়া

অর্থাৎ, হিংসুক ব্যক্তিটি এইরূপ ধারণা করে যে, তাহার কোন সমকক্ষ ব্যক্তি যদি নেয়মত প্রাপ্ত হয়, তবে উহার কারণেই সে তাহার সঙ্গে অহংকার প্রদর্শন করিতে থাকিবে। অবশ্য প্রতিপক্ষের এই অহংকার তাহার নিকট দুর্বিসহ হওয়ার কারণ ইহা নহে যে, নিজেকে সে তদাপেক্ষা সম্মানী মনে করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপঃ সমপর্যায়ের কোন ব্যক্তি যদি শাসনক্ষমতা, ধনৈশ্বর্য কিংবা বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী হয়, তখন হিংসুক ব্যক্তিটি এমন আশংকা করিতে থাকে যে, তাহার প্রতিপক্ষ হয়ত এইসব বিষয়ে তাহার সঙ্গে অহংকার শুরু করিয়া দিবে। অর্থাৎ– হিংসুক নিজে অহংকার করে না বটে, কিন্তু অপর ব্যক্তির অহংকার ও আস্ফালন সহ্য করিতে পারে না বিধায় তাহার সঙ্গে হিংসা করিতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানীগুণি হইবে কেন?

তিনঃ অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা

যেমন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট হইতে আনুগত্য ও সেবা প্রত্যাশা করে। এখন সেই ব্যক্তি যদি কোনভাবে ধন-সম্পদ ও নেয়মতের অধিকারী হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে হিংসুক এমন আশংকা করিতে থাকে যে, এখন হয়ত সেই ব্যক্তি আর আমার আনুগত্য করিবে না এবং আমার সমকক্ষতা দাবী করিয়া বসিবে। ফলে তাহার বরাবরে আমার শ্রেষ্ঠত্ব অবাস্তব প্রমাণিত হইবে। ইহাকে বলা হয় অহংকার। এই সব ধারণার বশবর্তী হইয়াই কাফেরগণ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিংসা করিত। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে–

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

www.pathagar.com

অর্থঃ "কোরআন কেন দুইজনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইল না?" সূরা যুখরুফ— আঃ ৩১

অর্থাৎ— কাফেরদের মনোভাব ছিল এইরূপ যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি কোন মহান ব্যক্তি হইতেন তবে তাহার আনুগত্য মানিয়া লইতে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু একজন এতীম বালকের বশ্যতা স্বীকার করা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে কোরাইশ কাফেরদের মন্তব্য পবিত্র কোরআনে এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে—

اَهٰؤُلَاۤءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ *

অর্থঃ "ইহাদিগকেই কি আমাদের সকলের মধ্য হইতে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করিয়াছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নহেন।" সূরা আল-আন আম— আঃ ৫৩

অর্থাৎ, মুসলমানদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এবং নিজেদেরকে সম্মানের অধিকারী মনে করিয়াই তাহারা এইরূপ মন্তব্য করিত।

চারঃ বিস্ময় বোধ করা

অর্থাৎ হিংসুক যখন অপর কোন ব্যক্তিকে বড় কোন নেয়মত বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখে, তখন সে এই কথা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করে যে, আমিও তো তাহারই মত একজন মানুষ; অথচ আমি এই বিষয়ে বঞ্চিত রহিলাম, আর সে কি-না এহেন নেয়মত ও মর্যাদার অধিকারী হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উক্তি উল্লেখ করিয়া এরশাদ হইয়াছে—

مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থাৎ— "তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।"

আরো এরশাদ হইয়াছে—

وَقَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

অর্থাৎ— "তাহারা বলিল, আমরা কি তোমাদের মতই একজন মানুষের প্রতি ঈমান আনিব?" অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে— সূরা মুমিননুন— আঃ ৪৭

لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ *

অর্থাৎ— "তোমরা যদি তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" সূরা মুমিনুন— আঃ ৩৪

www.pathagar.com

বর্ণিত আয়াত সমূহে কাফেরদের বিস্ময়ের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা মনে করিত, যেই ব্যক্তি আমাদের মতই একজন মানুষ, সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া নবুওয়্যত, ওহী এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের এহেন মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারিল? এই ধারণার ভিত্তিতেই তাহারা রাসূলগণের সঙ্গে হিংসা করিত এবং এমন কামনা করিত যেন তাঁহাদের নিকট হইতে নবুওয়্যতের নেয়মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারা এইরূপ আশংকা করিত যে, যেই ব্যক্তি আমাদেরই মত মানুষ, সেই ব্যক্তি যদি মর্যাদা-প্রশ্নে আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া লয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মান-মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হইবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কোন পূর্ব শত্রুতা বা অন্য কোন কারণে হিংসা করা হইত না। কাফেরদের এই বিস্ময় বোধের কথা আল্লাহ পাক এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন–

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ

অর্থ ঃ "তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করিতেছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হইতে তোমাদের মধ্য হইতেই একজনের বাচনিক উপদেশ আসিয়াছে।" সূরা আ'রাফ– আঃ ৬৩

পাঁচঃ প্রার্থিত বিষয় হাতছাড়া হওয়ার ভয়

অর্থাৎ এমন আশঙ্কা করা যে, অপর ব্যক্তির নেয়মতের কারণে তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাহত হইবে এবং প্রতিপক্ষের নেয়মতের কারণেই তাহার হিংসা চরিতার্থ হইতে পরিবে না– ইত্যাদি। এই জাতীয় হিংসা এমন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্র হইয়া থাকে যার দাবীদার দুইজন। তাহাদের মধ্যে কোন একজন যদি এমন বস্তু পাইয়া যায় যাহা দ্বারা তাহার লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়; তখন অপরজন অকারণেই তাহার সঙ্গে হিংসা করিতে থাকে যে, সেই সুযোগটি আমার হস্তগত হইল না কেন? পরস্পর দুই ভাইয়ের মধ্যেও এইরূপ হিংসা হয় যখন প্রত্যেকেই পিতামাতার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পৈত্রিক সম্পদের মালিক হইতে চায়। অনুরূপভাবে ছাত্রগণ উস্তাদের নেকনজর আকর্ষণের ক্ষেত্রে এবং সরকারী সম্পদ হস্তগত করার ক্ষেত্রে শাহী মোসাহেবদের মধ্যেও এই জাতীয় হিংসা হইয়া থাকে।

ছয়ঃ প্রাধান্য লিপ্সা

অর্থাৎ কোন বিষয়ে অনন্য ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকার উদ্দেশ্যে এমন কামনা করা যে, এই বিষয়ে যেন অপর কেহ আমার মত হইতে না পারে। কেননা,

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপর কেহ তাহার সমতুল্য না থাকিলেই সকলে তাহার প্রশংসা করিয়া বলিবে, এই বিষয়ে তুমিই যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আজ পর্যন্ত অপর কেহ তেমার মোকাবেলায় দাঁড়াইতে পারে নাই। এখন এই ব্যক্তি যদি তাহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমপর্যায়ের কোন ব্যক্তির কথা শোনে, তবে তাহার নিকট খারাপ লাগিবে। এই পর্যায়ে সে তাহার ঐ গুণ ও যোগ্যতার বিলুপ্তি কিংবা তাহার মৃত্যু কামনা করিবে। কেননা, আলোচ্য ব্যক্তির ঐ গুণ ও যোগ্যতার কারণেই তাহার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও একক আধিপত্য বিঘ্নিত হইতেছে। সুতরাং তাহার সেই গুণের বিলুপ্তি কিংবা তাহার মৃত্যু ঘটিলেই তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বীসত্ত্বা বহাল থাকিবে। এই কারণেই সে তাহার সঙ্গে হিংসা করিতেছে। এই হিংসা বীরত্ব, বিদ্যা-বুদ্ধি, এবাদত, দৈহিক সৌন্দর্য্য, অর্থ-বিত্ত ইত্যাদি যেকোন কারণেই হইতে পারে। অর্থাৎ এখানে হিংসার অপরাপর কারণসমূহ যেমন শত্রুতা বা অহংকার ইত্যাদি কিছুই বর্তমান নাই। অপরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হওয়ার আশংকাই এখানে হিংসার মূল কারণ। এই হিংসার কারণেই ইহুদী আলেমগণ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিত। এই ক্ষেত্রে তাহাদের আশংকা ছিল- মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকার করিয়া লইবার পর যখনই আমাদের এলেম রহিত বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, তখনই আমাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং উহার পর লোকেরা আর আমাদের অনুসরণ করিবে না।

সাত ঃ হীনতমন্যতা

অর্থাৎ উপরে হিংসার যেই ছয়টি কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে হয়ত উহার একটিও বর্তমান পাওয়া যাইবে না; বরং নেহায়েত ছোট মন ও হীনমন্যতার কারণেই এখানে হিংসা করা হইবে। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ কিংবা অহংকার বা অর্থ লিপ্সা ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যখনই তাহাদের সম্মুখে বলা হইবে যে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক এই এই নেয়মত দান করিয়াছেন, তখন উহা তাহাদের নিকট অসহ্য মনে হইবে। পক্ষান্তরে তাহাদের সম্মুখে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, শান্তিভঙ্গ ও ভাগ্য বিপর্যায়ের কথা বলা হইলে তাহারা আনন্দিত হইবে। এই শ্রেণীর লোকেরা অহর্নিশ কেবল মানুষের অকল্যাণই কামনা করে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তাহারা মানুষের প্রতি আল্লাহর দান ভাল চোখে দেখিতে পারে না। বরং তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন মানুষকে যাহা

www.pathagar.com

দেওয়া হয় উহা তাহাদের ধনভাণ্ডার হইতেই দেওয়া হইতেছে। এই শ্রেণীর লোকদেরকে বলা হয় শাহীহ। অর্থাৎ কৃপণ হইতেও অধম। কারণ, কৃপণ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে নিজের সম্পদ কাহাকেও দেয় না। আর যেই ব্যক্তি অপরের সম্পদে কৃপণতা করে তাহাকে বলা হয় শাহীহ। এই হিংসাকারীগণ অকারণেই আল্লাহ পাকের দানে বিব্রত বোধ করে। অথচ আল্লাহর এই দান যাহারা প্রাপ্ত হয় তাহাদের সঙ্গে এই হিংসার পিছনে নিছক হীনমন্যতা ছাড়া অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জাতীয় হিংসার প্রতিকার বড়ই কঠিন। ইতিপূর্বে হিংসার যত কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে উহা অস্থায়ী ও সাময়িক। সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, হিংসার সেই কারণ দূর হইলে হিংসাও দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এ স্থলে হিংসার যেই কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইল মানুষের জন্মগত হীনমন্যতা যাহা মানব স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য। সুতরাং ইহার প্রতিকার অতিশয় দুরূহ এবং অনেকটা অসম্ভবও বটে।

উপরে হিংসার সাতটি কারণ পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল। আমাদের এই বর্তমান সময়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একজন মানুষের মধ্যে একই সময়ে হিংসার একাধিক বা অধিকাংশ কারণ বিদ্যমান পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় তাহারা হিংসার মাত্রা এমনই বৃদ্ধি পায় যে, এই পর্যায়ে সে চেষ্টা করিয়াও তাহা গোপন রাখিতে পারে না এবং পরিশেষে প্রকাশ্যেই শত্রুতা করিতে থাকে। আর এই যুগে একজন মানুষের মধ্যে হিংসার কেবল একটি মাত্র কারণ বিদ্যমান থাকা খুব কমই দৃষ্ট হয়।

স্বজনদের সঙ্গে অধিক হিংসা হওয়ার কারণ

উপরের দীর্ঘ আলোচনায় হিংসার কারণ সমূহ সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য পরস্পর সম্পর্কশীল ও স্বজনদের মাঝেই এই হিংসা অধিক পাওয়া যায়। হিংসার উপাদান সমূহের উপস্থিতি যত বেশী ঘটিবে, হিংসাও সেই পরিমাণেই শক্তিশালী হইবে। একই সঙ্গে একাধিক উপাদানের সমাবেশের কারণেই দেখা যায়, এক ব্যক্তি হয়ত একই সঙ্গে অহংকার, শত্রুতা ও হীনমন্যতার কারণে হিংসা করিতেছে। আপনজনদের সঙ্গে বেশী হিংসা হওয়ার কারণ হইল, জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে আপনজনদের সঙ্গেই যেহেতু অধিক উঠাবসা, কথাবার্তা, লেনদেন এবং ভাব ও স্বার্থের বিনিময় হয়, সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোন একজনের কথা ও কর্ম যদি অপর জনের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই অপর ব্যক্তি তাহার প্রতি বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করতঃ উহার

www.pathagar.com

প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়। মনে করা হয়, সে যেমন আমার স্বার্থে আঘাত হানিয়াছে, তদ্রূপ আমিও তাহার স্বার্থ উদ্ধার হইতে দিব না। এইভাবে হিংসার একটি কারণ উপস্থিত হওয়ার পর ক্রমে উহার পিছনে অপরাপর কারণগুলিও জড়ো হইতে থাকে।

মোটকথা, ঘনিষ্টজনদের সঙ্গেই স্বার্থের বিষয়গুলি অধিক জড়িত থাকে বিধায় আপন স্বার্থে বিঘ্ন ঘটিলে উহাকে কেন্দ্র করিয়াই হিংসার উৎপত্তি হয়। এই কারণেই দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কশীল দুই ব্যক্তি যখন দুই শহরে বা দুই মহল্লায় বসবাস করে, তখন তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসার ঘটনা ঘটে না। অথচ একই মহল্লায়, একই প্রতিষ্ঠানে বা একই বাজারে যখন এক সঙ্গে অবস্থান করা হয় তখন তাহাদের মাঝে হিংসা হয়। এই কারণেই দেখা যায়, একজন বিদ্যান ব্যক্তি অপর বিদ্যানের সঙ্গে হিংসা করে- কোন যোদ্ধার সঙ্গে করে না। একজন ব্যবসায়ী অপর ব্যবসায়ীর সঙ্গে হিংসা করে- কোন মুচির সঙ্গে করে না। মুচি হিংসা করে মুচির সঙ্গে- দোকানীর সঙ্গে নহে। কেননা, তাহারা অভিন্ন পেশায় জড়িত। এই ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতার কারণেই দেখা যায় মানুষ তাহার আপন ভাই ও চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে অন্যের তুলনায় বেশী হিংসা করে। দুইজন সতীন পরস্পরে যেই হিংসা করে, শাশুড়ী ও ননদদের সঙ্গে সেইরূপ করে না। মোটকথা, যেখানেই দুই ব্যক্তির স্বার্থ অভিন্ন হইবে এবং তাহারা এক সঙ্গে অবস্থান করিবে, সেখানেই হিংসা জন্ম নিবে।

মনে কর, জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী কোন বাজারে একটি দোকান খুলিয়া ব্যবসা শুরু করিয়াছে। কিছু দিন পর অপর এক বস্ত্র ব্যবসায়ী তাহার পাশেই একটি দোকান খুলিয়া বসিল। এখন এই উভয় ব্যক্তিই চাহিবে যেন আমার দোকানেই ক্রেতাদের অধিক সমাগম ঘটে। অতঃপর এই স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা হইবে এবং দূরবর্তী কোন বাজারে অবস্থিত অপর বস্ত্র ব্যবসায়ীদের তুলনায় এই পার্শ্ববর্তী দোকানীদের সঙ্গেই অধিক হিংসা হইবে। অনুরূপভাবে একজন সৈনিক হিংসা করিবে অপর সৈনিকের সঙ্গে- কোন আলেমের সঙ্গে নহে, কেননা, সৈনিকের উদ্দেশ্য হইতেছে, বীর-বিক্রম ও রণ কৌশলে সে যেন যুগের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে এবং এই কৃতিত্ব যেন অপর কাহারো মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া না যায়। অর্থাৎ এই বিষয়ে যেই ব্যক্তি তাহার সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার সঙ্গেই সে হিংসা করিবে। আর আলেম ব্যক্তি যেহেতু এই বিষয়ে তাহার প্রতিপক্ষ নহে, এই কারণেই আলেমের সঙ্গে তাহার কোন হিংসা হইবে না। অবশ্য এলেম বিষয়ে

www.pathagar.com

একজন আলেমের সঙ্গে অপর আলেমের হিংসা হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, হিংসার ভিত্তি হইল শত্রুতা এবং শত্রুতার মূল হইতেছে একই উদ্দেশ্যে দুই জনের অংশীদারিত্ব। আর এই অংশীদারগণ পাশাপাশি অবস্থান করিলেই তাহাদের মধ্যে হিংসা হয়। কিন্তু দূরে অবস্থান করিলে এই হিংসার সুযোগ হয় না। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী সুনাম-সুখ্যাতি ও শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে, তবে সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোন স্থানে তাহার কোন প্রতিপক্ষের কথা জানিতে পারিলে তাহার সঙ্গেও হিংসা করিবে।

মোদ্দাকথা, মানুষে মানুষে হিংসা পোষণ করার মত কারণ আছে, উহা মূল হইল দুনিয়ার মোহাব্বত। এক দিকে পার্থিব জীবনে মানুষের চাহিদা হইতেছে অন্তহীন; অথচ দুনিয়ার বস্তু সমূহ উহার অংশীদারদের মধ্যে যথেষ্ট হয় না। একজন কিছু প্রাপ্ত হইলে অপরজন উহা হইতে সেই পরিমাণেই বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে আখেরাতের অবস্থা সম্পূর্ণ উহার বিপরীত। সেখানে কোন বস্তুরই অভাব নাই। উহার উদাহরণ যেন এলেমের মত। এলেম যতই দান করা হয় উহার মূলধনে কোন ঘাটতি দেখা দেয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ একই বিষয়ের এলেম হাসিল করিতে কোনরূপ বিপত্তি ঘটে না। সুতরাং যেই ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় ও মারেফাত হাসিল করাকে মোহাব্বত করে এবং তাঁহার জাত-সিফাত, ফেরেশতা, আম্বিয়া, আসমান ও জমিনের নিগূঢ় রহস্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়, তাহার মধ্যে হিংসা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ, এই তত্ত্বজ্ঞান ও মারেফাতের অন্বেষণে একে অপরের সঙ্গে হিংসা করে না। এই মারেফাতের কোন সীমা-পরিসীমা নাই। একজন আরেফ ও সাধক যাহা অবগত হইতেছেন, অপর কেহ তাহা জানিতে পরিবে না- এমন নহে। বরং লক্ষ্য আরেফ একই বিষয় হাসিল করিয়া মারেফাত ও জ্ঞান পিপাসা নিবারণপূর্বক পরিতৃপ্ত হইতেছেন। অথচ এই সাধনার পথে একজন অপরজনের জন্য অন্তরায় হইতেছে না। বরং আল্লাহর পরিচয় ও মারেফাত হাসিলের পাঠশালায় বহুজনের সম্মিলনে তাহা আরো আনন্দময় হইয়া উঠে। এই কারণেই দেখা যায়, হক্কানী আলেম ও প্রকৃত সাধকদের মধ্যে কখনো হিংসা হয় না। কেননা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর মারেফাত ও নৈকট্য লাভ। আর এই দুইটি বিষয় যেন অতল সমুদ্র। উহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। বস্তুতঃ সকল নেয়মত অপেক্ষা বড় নেয়মত হইল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও দীদার। ইহা এমন নহে যে, কেহ আল্লাহকে দেখিতে পাইলে তাহা অপরের জন্য ক্ষতিকর বা ঘাটতির কারণ হইবে বরং আল্লাহর দীদার লাভে অধিক সংখ্যার সম্মিলন ঘটিলে তাহা সকলের জন্যই

www.pathagar.com

দ্বিগুন আনন্দের কারণ হইবে।

অবশ্য এলেম হাসিলের ক্ষেত্রে আলেমদের উদ্দেশ্য যদি হয় ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিল করা, তবে অবশ্যই তাহাদের মধ্যে হিংসা হইবে। কেননা, ধন-সম্পদ এমন শরীরী বস্তু যাহা একজন প্রাপ্ত হইলে অন্যজন তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। আর প্রাভব-প্রতিপত্তির অর্থ হইতেছে মানুষের অন্তরে স্থান করিয়া লওয়া। তো একজনের অন্তর যখন কোন আলেম দখল করিয়া লইবে, তখন সেখানে অন্য আলেমের আজমত স্থান পাইবে না কিংবা তুলনামূলকভাবে তাহা হ্রাস পাইবে। আর ইহাই হইবে হিংসা ও শত্রুতার মূল কারণ। কিন্তু মারেফাতের অবস্থা সম্পূর্ণ উহার বিপরীত। অর্থাৎ এই মারেফাত কোন ব্যক্তির অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইলে তাহা এই বিষয়ের অন্তরায় হইবে না যে, উহা যেন অপর কেহ হাসিল করিতে না পারে।

সারকথা এই যে, আল্লাহর মারেফাতের এলেম ও পার্থিব সম্পদের মধ্যে পার্থক্য হইল, ধন-সম্পদ এমন এক বস্তু যে, যতক্ষণ উহা একজনের করতল হইতে বিমুক্ত না হইবে, ততক্ষণ উহা অপর কেহ লাভ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে এলেমের অবস্থা হইল, উহা অবস্থান করে একজন আলেমের অন্তরে। তালীমের মাধ্যমে উহা (আলেমের অন্তরে অবস্থান করিয়াও) অপরের নিকট বিস্তার লাভ করিতে পারে। তাছাড়া পার্থিব সম্পদ হইল একটি সীমিত বস্তু। যদি ধরিয়াও নেওয়া হয় যে, কোন ব্যক্তি এককভাবে গোটা পৃথিবীর সমুদয় ধন-সম্পদের মালিক হইয়া গিয়াছে, তবে এই ক্ষেত্রে অপর কাহারো জন্য উহার কোন অংশই অবশিষ্ট থাকিবে না। পক্ষান্তরে এলেম এমন এক অন্তহীন বিষয় যে, উহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। সুতরাং কোন মানুষের পক্ষেই এককভাবে এই এলেমের গোটা ভাণ্ডার করায়ত্ব করা সম্ভব নহে। এখন কোন মানুষ যদি আল্লাহ পাকের আজমত ও জালাল এবং আসমান জমিনের রহস্যাবলীর উপর গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়, তবে এই সাধনা ও গবেষণাকর্মটি তাহার নিকট অন্য সকল নেয়মত অপেক্ষা অধিক তৃপ্তিদায়ক মনে হইবে। আর এই ক্ষেত্রে সে কোনরূপ হিংসা ও প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইবে না। মারেফাত ও সৃষ্টিতত্ত্বের এই গবেষণায় অপর কাহাকেও নিমগ্ন হইতে দেখিয়াও তাহার মনে কোনরূপ হিংসা হইবে না। কেননা, অপর কেহ তাহার অনুরূপ মারেফাত হাসিল করার কারনে তাহার নিজের কর্মসুখ ও তৃপ্তিতে কিছুমাত্র ঘাটতি হইবে না। বরং এই মহান কর্মে অপর সহযোগীর সন্ধান পাইয়া সে দ্বিগুণ উৎসাহে পুলকিত হইবে। তো যেইসব সাধকগণ প্রতিনিয়তঃ মারেফাতের নিগুঢ়

www.pathagar.com

রহস্যাবলী অবলোকন করিতে থাকেন, তাঁহারা সেইসব লোকদের তুলনায় অধিক আনন্দিত ও তৃপ্ত হন; যাহারা চর্মচক্ষে বেহেশতের মনোরম উদ্যান ও বৃক্ষলতা অবলোকনপূর্বক স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেন। কেননা, বেহেশত হইল নিছক তাঁহার জাতি সিফাত– যাহাকে মারেফাত বলা হয়। এই বেহেশত কখনো বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আর আরেফ ব্যক্তি সর্বদা উহার ফল লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকে। আরেফের রূহ ও কলবের খাদ্য হইল এলেমের ফল। ইহা সেই ফল যাহা সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ

অর্থ ঃ যাহা শেষ হইবার নহে এবং নিষিদ্ধও নহে।" সূরা ওয়াক্বিয়াহ– আঃ ৩৩

আরো এরশাদ হইয়াছে–

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

অর্থ ঃ যাহার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে।" সূরা হাক্কাহ– আঃ ২৩

আল্লাহ পাক বলেন, আরেফগণ চক্ষু বন্ধ করিলে রূহের মাধ্যমে জান্নাতের উচ্চস্তর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে পারে। এখানে এই আরেফগণ যদি সংখ্যায় অধিকও হয় তবুও তাহাদের মাঝে পরস্পর হিংসা হইবে না। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, আরেফগণের এই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি হইবে পার্থিব জীবনে। সুতরাং ইহা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, রোজ কেয়ামতে পর্দা সরাইয়া লওয়ার পর যখন আল্লাহ পাকের দীদার নসীব হইবে, তখন তাহাদের অবস্থা আরো কত সুখকর হইবে।

উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, বেহেশতীগণ একে অপরের সঙ্গে হিংসা করিবে না। এই বক্তব্যের আলোকে এই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, বেহেশতের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে যাহারা দুনিয়াতে বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনেও কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ থাকিবে না। কেননা, বেহেশত হইল চরম সুখ-শান্তির এক অনন্ত নিবাস। উহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। সেখানে কোন সংকীর্ণতা বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। পার্থিব জীবনে যাহারা আল্লাহ পাকের মারেফাত হাসিল করিবে, মৃত্যুর পর তাহারাই এই বেহেশতের অধিকারী হইবে। যেহেতু মারেফাতের মধ্যে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিবন্ধক নাই; সুতরাং এই মারেফাতের মাধ্যমে যাহারা জান্নাত লাভ করিবে, তাহাদের মধ্যেও কোনরূপ হিংসা থাকিবে না। না ইহকালে, না পরকালে। কেননা, হিংসা তো এমন লোকদের মাঝেই বিরাজ

www.pathagar.com

করিবে যাহাদিগকে ইল্লিয়্যীনের প্রশস্ত পরিসর হইতে বিতাড়িত করিয়া সিজ্জীনের সংকীর্ণ অঙ্গনে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। দেখ, অভিশপ্ত শয়তান হযরত আদম (আঃ)-এর উপর এই কারণে হিংসা করিয়াছিল যে, তাঁহাকে এত মর্যাদা দেওয়া হইল কেন? এই কারণেই সে তাঁহাকে সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়া আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছিল। ফলে সে হিংসুক আখ্যায়িত হইয়া কোথা হইতে কোথায় নিক্ষিপ্ত হইল।

এই বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইল যে, এমন ক্ষেত্রেই হিংসা অনুষ্ঠিত হয়, যখন এমন বিষয়ে দুই পক্ষের সম্মিলন হয় যাহা উভয় পক্ষ প্রাপ্ত হয় না। আর যেই ক্ষেত্রে এইরূপ না হইবে সেই ক্ষেত্রে হিংসাও হইবে না। যেমন, নক্ষত্রের সৌন্দর্য দর্শনের সময় দর্শকের মধ্যে কোনরূপ হিংসা হয় না। কেননা, উহা এমনই ব্যাপক ও প্রশস্ত যে, উহা লইয়া কাহারো কোন হিংসা করিবার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য কো বাগান দর্শন ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে হিংসা হওয়া সম্ভব। কেননা, উহা ভূভাগের এক ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত যাহা একজনে প্রাপ্ত হইলে অপর জন উহা হইতে বঞ্চিত হওয়া অপরিহার্য। গোটা আসমান ও সৌরমণ্ডলের বিপরীতে যদি ভূ-পৃষ্ঠকে দাঁড় করানো হয় তবে উহাকে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হইবে।

সুতরাং যেই ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং নিজের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করে, তাহার পক্ষে এমন নেয়মতেরই সন্ধান করা কর্তব্য যাহাতে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিবন্ধক নাই এবং যাহা কোন দিন শেষও হইবে না। আর এই নেয়মত কেবল মারেফাতের মাধ্যমেই হাসিল হইতে পারে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মারেফাতে আগ্রহী না হয় এবং উহাতে কোন স্বাদও না পায়, তবে মনে করিতে হইবে, তাহার সুস্থ চাহিদা, আগ্রহ ও বুদ্ধিবিবেচনায় যথেষ্ট দৈন্যতা রহিয়াছে। যেমন যৌন-অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে নারী সম্ভোগে আগ্রহী হওয়া সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে মারেফাতের স্বাদ গ্রহণের ক্ষেত্রেও সেই সকল লোক নির্ধারিত যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে–

لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ "যাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত রাখে না।" সূরা নূর– আঃ ৩৭

বর্ণিত শ্রেণী ব্যতীত অন্য সকলে মারেফাতের স্বাদ হইতে বঞ্চিত। কেননা, মনে আগ্রহ পয়দা হওয়ার পরই মারেফাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যেই ব্যক্তির অন্তরে মারেফাতের প্রতি কোন আগ্রহ এবং উহার স্বাদ অনুভূত হয় না,

www.pathagar.com

সে উহার মর্ম কি উপলব্ধি করিবে? তো যেই ব্যক্তি মারেফাতের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে না, তাহার পক্ষে উহার প্রতি আগ্রহী হওয়াও সম্ভব হইবে না। এই আগ্রহের অভাবেই তাহার পক্ষে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো দুরূহ হইবে। আর অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হইল, যাবতীয় খায়ের ও কল্যাণ হইতে সার্বিক অর্থেই বঞ্চিত হইয়া জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে অবস্থান করা। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ হইতে চোখ ফিরাইয়া লয়, আমি তাহার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই, অতঃপর সে-ই হয় তাহার সঙ্গী। সূরা যুখরুফ– আঃ ৩৬

হিংসার প্রতিকার

মানুষের আত্মার ব্যাধিসমূহের অন্যতম হইল হিংসা। মানুষের রূহানী মরজ তথা আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা করা হয় এলেম ও আমল দ্বারা। সেমতে যেই এলেম দ্বারা হিংসার চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইল– এই কথা নিশ্চিতভাবে জানা যে, হিংসা একটি খারাপ বিষয় এবং এই হিংসার ফলে হিংসুকের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ যাহার সঙ্গে হিংসা করা হয়, তাহার ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন ক্ষতি তো হয়ই না, বরং এই হিংসার ফলে সে লাভবানই হইয়া থাকে। এই কথা জানিবার পরও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজের পরম শত্রু না হয়, তবে অবশ্যই হিংসা বর্জন করিবে। হিংসার ফলে হিংসুকের দ্বীনী ক্ষতি হইল– এই হিংসার কারণেই সে আল্লাহ পাকের বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না এবং যেই নেয়মত ও হেকমত দ্বারা তিনি এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তো আল্লাহ পাকের বিধান এবং তাঁহার তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট না থাকা, ইহা অপেক্ষা বড় ক্ষতি আর কি হইতে পারে? তা ছাড়া এই হিংসার কারণেই হিংসুক কোন মুসলমানের খায়েরখাহ বা কল্যাণকামী হয় না। ফলে সে আউলিয়া ও নবীগণের কাতার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেননা, নবীগণ সর্বদা মুসলমানের কল্যাণ কামনা করেন। কিন্তু ইবলিস ও কাফেররা কখনো মোমেনের কল্যাণ কামনা করে না। সুতরাং হিংসুক ব্যক্তি অনুরূপ কর্ম করার কারণে তাহাদেরই দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এই সকল বিষয় হইতেছে মানবাত্মার এমন ভ্রষ্টতা যাহা সৎকর্মকে এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দেয় যেমন আগুন লাগড়িকে নিঃশেষ করিয়া দেয় এবং রাতের আগমনে দিবসের চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া যায়।

www.pathagar.com

দুনিয়াতে হিংসুকের ক্ষতি হইল– সর্বদা সে দুঃখ-দুর্ভোগ ও দুর্ভাবনার এক কঠিন যাতনায় বিদগ্ধ হইতে থাকে। কারণ, তাহার শত্রুদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হইতে দেখিয়া সে এক কঠিন মর্মপীড়া ও হিংসার অনলে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। অর্থাৎ শত্রুর জন্য সে যেই পরিণতি কামনা করিয়াছিল, উল্টা নিজেই উহাতে পতিত হইয়া অন্তহীন আক্ষেপ ও যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। সে চাহিয়াছিল শত্রুর বিনাশ; অর্থাৎ কোন কারণেই যেন আল্লাহর নেয়মত পাইয়া তাহার কোন সুবিধা না হয়। কিন্তু তাহার চাহিদানুযায়ী শত্রুর সেই নেয়মতের কিছুই ক্ষতি হইতেছে না। অর্থাৎ এই নিস্ফল হিংসার পরিণামে শত্রুর কোনরূপ অনিষ্ট না হইয়া বরং তাহার নিজেরই সমূহ ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং যেই ব্যক্তি হাশর-নশর ও বিচার দিবসের কথা বিশ্বাস করে না, তাহার পক্ষেও ন্যূনতম বিবেকবোধের দাবী হইল, এহেন ক্ষতিকর হিংসা বর্জন করিয়া চলা। আর যাহারা পরকালের হিসাব-কিতাব ও শাস্তির কথা বিশ্বাস করে, তাহাদের পক্ষে তো আরো উত্তমরূপেই এই হিংসা বর্জন করা কর্তব্য।

বস্তুতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের পক্ষে ইহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না যে, হিংসার মত একটি অর্থহীন ও নিস্ফল কর্ম দ্বারা নিজের ইহকাল ও পরকাল বরবাদ করিবে। তা ছাড়া এই হিংসা দ্বারা কোনভাবেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোনরূপ ক্ষতি করা সম্ভব হয় না এবং আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে যেই নেয়মত দান করিয়াছেন, উহাও বিলুপ্ত হইয়া যায় না। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষের জন্য যেই যেই নেয়মত নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা স্ব স্ব পাত্রে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ থাকিবে এবং নিছক হিংসুকের হিংসার কারণেই তাহা রহিত হইয়া যাইবে না।

কথিত আছে যে, এক মহিলা শাসক নিজ প্রজাসাধারণের উপর জুলুম করিতে থাকিলে এক পয়গম্বর এই বিষয়ে আল্লাহ পাকের নিকট অভিযোগ করেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ হয়ঃ সৃষ্টির সূচনাতে আমি যাহাকিছু নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি তাহা রদবদল হওয়ার কোন অবকাশ নাই। এই মহিলার জন্য যেই পরিমাণ সৌভাগ্য ও পদমর্যাদা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে। তোমার যদি ইহাতে খারাপ লাগে তবে তাহার সম্মুখ হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও। মোটকথা, ইহা সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, হিংসুকের হিংসার কারণেই কাহারো উপর হইতে আল্লাহর নেয়মত দূর হইয়া যায় না এবং যাহার সঙ্গে হিংসা করা হয় তাহার ইহকাল ও পরকালে কোন ক্ষতিও হয় না। আর হিংসুকের শ্যেন দৃষ্টির কারণেই যদি আল্লাহর নেয়মত বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তবে

www.pathagar.com

তো এই বিশ্বচরাচর একেবারেই বিরান হইয়া যাইত। কোন মানুষের পক্ষে ঈমানের নেয়মত হাসিল করাও সম্ভব ছিল না। কেননা, কাফেররা তো ঈমানের কারণেই মুসলমানদের সঙ্গে হিংসা করে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا * حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم *

অর্থঃ আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদিগকে কোনক্রমে কাফের বানাইয়া দেয় (সূরা বাক্বারা– আঃ ১০৯

সুতরাং কেহ যদি ইহা কামনা করে যে, তাহার হিংসার কারণে মানুষের নেয়মত বিলুপ্ত হইয়া যাক, তবে প্রকারান্তরে সে যেন ইহাও কামনা করিতেছে যে, কাফেরদের হিংসার কারণে তাহার ঈমানরূপী নেয়মত বিলুপ্ত হইয়া যাক। কোন হিংসুক যদি এইরূপ কামনা করে যে, আমার হিংসার কারণে অপরাপর মানুষের নেয়মত বিলুপ্ত হইয়া যাক, কিন্তু অপরাপর মানুষের হিংসার কারণে যেন আমার নেয়মত বিলুপ্ত না হয়; তবে মনে করিতে হইবে, সে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করিতেছে। আসলে মানুষের স্বভাবই হইল নিজের স্বার্থ ষোলআনা চিন্তা করা আর অপরের বিনাশ কামনা করা।

এদিকে 'মাহ্সূদ' বা যেই ব্যক্তির সঙ্গে হিংসা করা হয় সেই ব্যক্তি দ্বীন-দুনিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হয়। তাহার দ্বীনী ফায়দা হইল– হিংসুক ব্যক্তিটি হিংসার কারণে বিবিধভাবেই তাহার উপর জুলুম করিয়াছে। তাহার নামে গীবত-শেকায়েত ও মিথ্যা দুর্নাম রটনা করিয়াছে এবং অনুক্ষণ কেবলই তাহার অকল্যাণ কামনায় নিরত রহিয়াছে। অর্থাৎ হিংসুকের এইসব গর্হিত আচরণের কারণেই রোজ কেয়ামতে তাহার নেকীসমূহ মাহসূদকে প্রদান করা হইবে এবং সে নিজে রিক্তহস্তে পরিণত হইবে। দুনিয়াতে সে যেমন আল্লাহর নেয়মত হইতে বঞ্চিত ছিল ঠিক তেমনি রোজ কেয়ামতেও নেকীরূপ নেয়মত হইতে বঞ্চিত হইবে। পক্ষান্তরে মাহসূদ পারলৌকিক জীবনে বিনা শ্রমে এমনসব নেয়মত লাভ করিবে যাহা তাহাকে পার্থিব জীবনে কামাই করিতে হয় নাই। আর হিংসুক সকল ক্ষেত্রেই কেবল ক্ষতিরই শিকার হইবে। হিংসার কারণে অপরের নেয়মত দেখিয়া দুনিয়াতেও সে অহর্নিশ কেবল জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছে এবং আখেরাতেও নিজের শ্রমলব্ধ নেকীসমূহ অপরকে প্রদান করিয়া শূন্য হস্তে পরিণত হইবে।

www.pathagar.com

'মাহসূদ' বা যাহার সঙ্গে হিংসা করা হয় তাহার পার্থিব ফায়দা হইল– প্রত্যেক মানুষই ইহা কামনা করে যে, আমার শত্রু ও প্রতিপক্ষ যেন বিবিধ উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সর্বদা দুঃখ-দুর্ভোগ ও পেরেশানীতে লিপ্ত থাকে।

বলাবাহুল্য, এই ক্ষেত্রে মাহসূদের প্রতিপক্ষ বা হিংসুকের মধ্যে এইসব দুঃখ দুর্ভোগ সর্বদাই বিরাজমান থাকে। মোটকথা, শত্রুর অনিষ্ট ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে যে, সে নিজে তো নিশ্চিন্ত ও নির্ভাবনায় কালাতিপাত করিতেছে; আর তাহার শত্রু হিংসার কারণে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইতেছে? এই কারণেই কোন শত্রুই তাহার হিংসুকের মৃত্যু কামনা করে না। সে বরং ইহাই কামনা করে যে, তাহার হিংসুক যেন দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া অনবরত হিংসার অনলে জ্বলিতে থাকে। উপরন্তু সে নিজের নেয়মত লাভ করিয়াও এত সুখী হয় না, যত সুখী হয় হিংসুকের অনিষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া। এই পর্যায়ে সে যদি ইহা জানিতে পারে যে, তাহার হিংসুক হিংসার যাতনা হইতে রেহাই পাইয়াছে, তবে এই সংবাদে যেন তাহার মাথার উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

এক্ষণে হিসুক ব্যক্তিটিও যদি এই সকল বিষয়ের হাকীকত উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সে নিশ্চিতভাবেই ইহা জানিতে পারিবে যে, আসলে সে অপরের সঙ্গে হিংসা করিয়া নিজের সঙ্গেই শত্রুতা করিয়াছে এবং সার্বিক অর্থে নিজের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার শত্রু উভয় জগতেই লাভবান হইয়াছে এবং যেই নেয়মতের কারণে সে হিংসা করিয়াছে শত্রুর সেই নেয়মতেরও কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে নাই। সবচাইতে বড় কথা হইল, এই ক্ষেত্রে কেবল যে তাহার শত্রুই বহাল থাকিতেছে তাহাই নহে; বরং মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু ইবলিসকেও সে লাভবান ও খুশী করিয়াছে। কেননা, শয়তান যখন কোন ব্যক্তিকে এলেম-আমল ও ধন-সম্পদে ভাগ্যবান দেখিতে পায় এবং অপর কোন ব্যক্তিকে এইসব হইতে বঞ্চিত দেখে, তখন সে আশংকা করেঃ এমন যেন না হয় যে, এই বঞ্চিত ব্যক্তিটি ভাগ্যবান ব্যক্তিটিকে মোহাব্বত করিতে শুরু করে এবং সেও ভাগ্যবান লোকটির অনুরূপ ছাওয়াবের অধিকারী হইয়া যায়। এই কারণেই সে বঞ্চিত ব্যক্তিটির অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দেয় যেন সে ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকে– যেমন ইতিপূর্বে এলেম-আমলের ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত ছিল। কারণ, শরীয়তের বিধান হইল, কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে, তবে সে নিজেও সেই কল্যাণের অংশীদার হইয়া যায়। যেমন একবার জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কবে আসিবে? তিনি বলিলেন, "তুমি কেয়ামতের জন্য কি সম্বল করিয়াছ"? (যে কেয়ামত আসার এত আগ্রহ?) লোকটি বলিল, আমি উহার জন্য বহু নামাজ-রোজার সম্বল করিতে পারি নাই বটে, তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূরে সঙ্গে আমার গভীর মোহাব্বত রহিয়াছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, "যে যাহার সঙ্গে মোহাব্বত রাখিবে, রোজ কেয়ামতে সে তাহার সঙ্গেই থাকিবে। সুতরাং তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে থাকে, সে আল্লাহর সঙ্গে।"

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, "আমি মুসলমানদিগকে ঈমান প্রাপ্তির (খুশীর) পরে এত খুশী হইতে আর কখনো দেখি নাই (কেননা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ অপেক্ষা বড় জিনিস আর কি হইতে পারে?")।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে মোহাব্বত করি, কিন্তু তাঁহাদের মত এবাদত করিতে পারি না। তবে তাঁহাদের প্রতি মোহাব্বত পোষণ করার কারণে আল্লাহ পাকের নিকট এই আশা করিতেছি যে, আমরা তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিব।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, একদা আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, অমুক ব্যক্তি নামাজ রোজা খুব আদায় করে না বটে, তবে নামাজী ও রোজাদারদিগকে মোহাব্বত করে। তিনি এরশাদ করিলেন, সে তাহাদের সঙ্গে থাকিবে, যাহাদিগকে মোহাব্বত করে।

এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে বলিল, এই কথা বহু পূর্বে হইতেই প্রসিদ্ধ যে, মানুষের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তবে সে যেন আলেম হয়। যদি আলেম হওয়া সম্ভব না হয়, তবে যেন তালেবুল এলেম বা এলেম শিক্ষার্থী হয়। তাহাও সম্ভব না হইলে যেন তাঁহাদিগকে মোহাব্বত করে। আর একান্তই যদি তাহাদিগকে মোহাব্বত করা সম্ভব না হয়, তবে যেন অন্ততঃ তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক মানুষের জন্য কত সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে ভাবিবার বিষয় হইল, শয়তান মানুষের অন্তরে সামান্য হিংসা সৃষ্টি করিয়া এইসব সুযোগ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চায়। সে সর্বদা এই চেষ্টায় লিপ্ত থাকে যেন মানুষ অপরকে মোহাব্বত করার ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকে।

www.pathagar.com

উপরন্তু মানুষের অন্তরে অপরের প্রতি এমন বিদ্বেষ পয়দা করিয়া দেয় যেন উহার কারণে সে অপরকে খারাপ জানে এবং এইভাবেই সে নিজে গোনাহগাররূপে গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন আলেমের সঙ্গে হিংসা করিয়া যদি এইরূপ কামনা করে যে, সে যেন দ্বীনের এলেম ভুলিয়া যায় এবং এলেম বিষয়ে কোন ক্রটি প্রকাশ পাইয়া সে অপমানিত হয়, কিংবা তাহার বাকশক্তি যেন রহিত হইয়া যায় বা কোন দুরারোগ্যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া যেন দ্বীনী এলেমের খেদমত হইতে বঞ্চিত হয়– তবে এইরূপ অমঙ্গল চিন্তা অপেক্ষা বড় গোনাহ আর কি হইতে পারে? অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি আলেমের স্তরে পৌঁছাইতে না পারার কারণে অন্তরে আক্ষেপ করে, তবে এই কারণে তাহার কোন গোনাহ ও আজাব হইবে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, মানুষ তাহার শত্রুর জন্য যেই অনিষ্ট কামনা করে, অবশেষে সে নিজেই সেই অনিষ্টে পতিত হয়। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীত ঘটিতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। সেমতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমানের জন্য আমি যখন যাহা কামনা করিয়াছি, পরে আমার নিজের জন্যই সেইরূপ হইয়াছে। এমনকি আমি যদি তাঁহার জন্য নিহত হওয়া কামনা করিতাম, তবে আমি নিজেও নিহত হইতাম।

মোটকথা, এই হিংসার কারণেই পরস্পর অনৈক্য, সত্য বিষয় অস্বীকার, হাত ও মুখ দ্বারা গর্হিত আচরণ প্রকাশ, অন্তরের ক্রোধ প্রকাশ ইত্যাদি পয়দা হয়। এইসব ভয়ানক ব্যাধির কারণেই পূর্ববর্তী জাতিসমূহ বরবাদ হইয়াছে। মানুষ যখন এই সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিবে, তখন সে স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, হিংসারূপ এই সর্বনাশা মুসীবতটি আমার আত্মার জন্য ধ্বংসাত্মক এবং আমার শত্রুদের জন্য আনন্দের কারণ। আর এহেন অপকর্মটি অন্তরে পোষণ করিলে আমার প্রতিপালক আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।

আমল দ্বারা হিংসার প্রতিকার

এলেম দ্বারা কিরূপে হিংসার প্রতিকার করা যায়, উপরে তাহা আলোচনা করা হইল। এই পর্যায়ে আমরা আমল দ্বারা হিংসার এলাজ ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করিব। এই বিষয়ে প্রথম কথা হইল, হিংসা যাহা দাবী করে, কথায় ও কাজে সর্বদা উহার বিপরীত কাজ করিবে। মনে কর, হিংসার চাহিদা যদি হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা করা তবে মনের উপর জোর দিয়াই মুখে তাহার প্রশংসা করিবে। হিংসার কারণে যদি অহংকার করিতে ইচ্ছা হয়, তবে জোরপূর্বক

www.pathagar.com

বিনীত-বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করিবে। হিংসার দাবী যদি হয় অপরকে কিছু দান না করা, তবে এখন হইতে আগের তুলনায় বেশী দান করার অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ এইভাবে যখন মনের উপর জোর দিয়া হিংসার দাবী ও চাহিদার বিপরীত কাজ করিবে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহা দেখিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে এবং তোমাকে মোহাব্বত করিতে শুরু করিবে। তাহার পক্ষ হইতে মোহাব্বত হইলে হিংসাকারীও মোহাব্বত না করিয়া পারিবে না। অর্থাৎ এইবাবে যখন পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি ও মোহাব্বতের পরিবেশ গড়িয়া উঠিবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই হিংসার বীজ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে। উহার কারণ হইল, প্রতিপক্ষের প্রতি বিনয়-বিনম্র আচরণ প্রদর্শন, তাহার প্রশংসা করণ এবং তাহার নেয়মত প্রাপ্তিতে খুশী জাহির করার কারণে ক্রমে সে এই হিংসাকারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একেবারে তাহার অনুগত হইয়া যাইবে এবং এই পর্যায়ে হিংসাকারীর সঙ্গে সে ভাল ব্যবহার করিতে শুরু করিবে। একপক্ষ যখন ভাল ব্যবহার করিবে, তখন অপর পক্ষও অনুরূপ ব্যবহার না করিয়া পারিবে না। অর্থাৎ এইভাবেই এক সময় যাহা জোর করিয়া করা হইত, পরে তাহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইবে। এই সময় শয়তান হিংসাকারীকে ধোঁকা দিয়া বলিবে, তুমি যদি প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিনয়ী আচরণ কর এবং তাহার প্রশংসা কর, তবে সে তোমাকে ভীত ও দুর্বল মনে করিবে। আর মানুষ মনে করিবে, তুমি তাহার সঙ্গে মোনাফেকী করিতেছ। মানুষের উচিৎ শয়তানের এই ধরনের প্রতারণায় কান না দেওয়া। কেননা, ভাল ব্যবহার তাহা জোর পূর্বকই হউক আর স্বভাবগতভাবেই হউক, উহার ফলে উভয় পক্ষের শত্রুতাই নির্মূল হইয়া তদস্থলে ঐক্য, সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও মোহাব্বত স্থাপিত হইবে।

উপরে হিংসার আমলী প্রতিকার উল্লেখ করা হইল। এই চিকিৎসাটি তিক্ত হইলেও ইহা নেহায়েতই উপকারী ও বাস্তবানুগ। চিকিৎসাক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি ঔষধের তিক্ততা সহ্য করিতে পারে না, তাহার পক্ষে আরোগ্যের মিষ্টতা আস্বাদন করাও কঠিন হয়।

এখন আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আলোচ্য বিষয় সমূহের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

।। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সমাপ্ত ।।

www.pathagar.com